23

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

-ग्रन्थालय
करौंदी, वाराणसी-५

শ্রীক্ষণদা গীত চিন্তামণি।

শ্রীশ্রীরাধাব্রজেন্দ্র নন্দনের নৈশলীলা স্মরণ কীর্ত্তনের পদ্ধতি।

রাগানুগীয়ভজনের পন্থা প্রদর্শক—

সুরসিক পণ্ডিতাগ্রণী, সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিরচিত।

ভক্তি শাস্ত্রের অদ্বিতীয়-ব্যাখ্যাতা, কলিপাবনাবতার শ্রীমদ্বৈতবংশাবতংশ

ব্রজ-রসজ্ঞ-চূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী—

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদের

কৃপা প্রসূত আস্বাদন-দিগদর্শিণী ব্যাখ্যাসহ

তদীয় কোনও অযোগ্য দাসাধম কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

স্বালয়েও শ্রীধাম বৃন্দাবনের নিজ কুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের সুনিয়মে-প্রেম
সেবা ও উৎসব যাত্রাদি নির্ব্বাহের সুবিধান কারী এবং শিবালয়াদির
প্রতিষ্ঠাতা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু সজ্জনের সহায়, সুবিখ্যাত-
অতিথি সৎকারী, ত্রিপুরা নবিনগর নিবাসী বদান্যবর ভক্ত-
জমিদার নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ৺চন্দ্রমোহন চৌধুরীর
ধর্ম্মপ্রাণা পরম ভক্তিমতি পত্নী

সর্ব্বসদনুষ্ঠানোৎসাহিনা শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণীর

অর্থ সাহায্যে তদীয় সহোদর, ভক্তকুলভূষণ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও যোগ্যপাত্রে বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীদেবকী নন্দন যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

वाराणसी-5

উৎসর্গ-পত্র।

স্বাভাবিকভক্তিপ্রভায়প্রদীপ্ত, মনোনয়নাভিরাম-পবিত্রবিগ্রহ
শ্রীশ্রীমদ্বৈত কূল-ভূষণ অর্চ্চনীয় চরণ—

শ্রীশ্রীযুক্ত প্রভুপাদ সীতানাথ গোস্বামী, মহোদয়েষু।

পূজ্যপাদ সেজ দাদা প্রভো!

আপনার দর্শনে, স্মরণে ও গুণ-কীর্ত্তনে এ নরাধমের যেরূপ আনন্দ হয় তাহা প্রকৃতই অসাধারণ।

(১) এমন অল্পবয়সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ত্রিবিধ-তপস্যার সিদ্ধ স্বভাব, অর্থাৎ অনুদ্বেজক, সত্য, প্রিয় এবং হিতজনক বাক্যবাদী, বিদ্যাভ্যাস-নিষ্ঠ, দেব দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞের যথা বিহিত পরি পূজক, সারল্য শৌচ ব্রহ্মচর্য্যও অহিংসা পরায়ন; প্রসন্ন মানস, অক্রুর এবং মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও ভাবসংশুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়া যে আজিকার দিনেও সম্ভব, আপনার শ্রীচরণ দর্শনের পূর্ব্বে একথা মনেই উদয় হইত না।

(২) রস-স্বরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের এবং ব্রজাঙ্গনা-কুল-মণি শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনীর শ্রীচরণে আপনার স্বতঃ সিদ্ধ সাহজিক প্রেমের প্রভাবে, তাঁহাদের অপ্রাকৃত পবিত্র মাধুরী-লীলা, স্বকীয় জড়াতীত অপূর্ব্ব স্বরূপে—সর্ব্বদা আপনার হৃদয়ে সমুদিত এবং সেইজন্য আপনি এই "গীত চিন্তামণি" গ্রন্থের রসাস্বাদনে মহোল্লাস প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে গ্রন্থ মুদ্রনার্থ নিরন্তর আগ্রহান্বিত।

(৩) আচার্য্য-শক্তির পূর্ণাদর্শ, নিখিল গুণ-রত্নাকর পরম করুণাবতার আপনার পরম পূজনীয় পিতা প্রভুপাদের—যে অসাধ্য-সাধনকারী অচিন্তিত করুণার প্রভাবে—মাদৃশ রস-বোধ বিহীন নর-পশুর দ্বারা রস-নির্য্যাসের সম্পুট এই শ্রীগ্রন্থের আস্বাদন-দিগ্দর্শিনী টিপ্পনি বিলিখিত হইয়াছেন সে অলৌকিক কৃপার মহিমানুভবেও আপনিই উপযুক্ত অধিকারী।

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণান্তরে এই শ্রীগ্রন্থখানি আপনার পবিত্র কর-কমলে সমর্পণ করিলাম।

প্রণত—

গ্রন্থ সম্পাদক।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

সংক্ষিপ্ত কথার অর্থ।

'পঃ সঃ'—পদামৃত সমুদ্র। 'পঃ কঃ তঃ'—পদকল্পতরু। 'কালীবাবু'—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত বিদ্যাপতি গ্রন্থ। 'সঃ সাঃ সং'—সঙ্গীতসারসংগ্রহ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
অনুখন কোনে	আক্ষেপানুরাগ	৪৯	২	II	৪০ a
অনধিগতাক	ব্যাধিদশা	৫৩	I	৭	172
অপরূপ হেম	গৌরচন্দ্রের রূপ	৯৩	৪	I৮	I৮ b
অঙ্গনে আওব	ভাবোল্লাস	১০৫	৪	12	৬ c
অবনত বয়নী	সংক্ষিপ্ত-নবোঢ়া	১১৫	I	৮	33
অলখিতে হাম	কৃষ্ণের অনুরাগ	২৪২	I	৮	3 d
অরুণ কমল	প্রার্থনা	৩১৪	৪	3৬	৮৬
অপরূপ গোরা	গৌরচন্দ্র মাধুরী	৩৩১	৪	33	I৯
অরুণ বসনে	নিত্যানন্দের রূপ	৪০৭	৪	22	3৮
অভিনব নীল	রাসারম্ভে বন্দনা	৪৭২	I	I	2০ e
অপরূপ বিরহ	কৃঃ বিরহোত্তাপ	১৪২	০	০	০
অপরূপ পেখলু	কৃষ্ণের অনুরাগ	৪০৯	I	I	৬ f
আরে মোর নিতাই	নিত্যানন্দ মহিমা	৯	৪	22	I

a পঃ সঃ ৪২২ পৃঃ। b পঃ সঃ ৪২৯ পৃঃ। c পঃ সঃ ৩৭৯ পৃঃ।

d পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে। e পঃ সঃ ২১০ পৃঃ। f পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
আওলি দূতি	মুগ্ধার অভিসার	১৭	০	০	০
আজু হাম পেখলু	দূতীর চাতুরী	২৮	০	০	০
আবেশে অবশ	গৌরাঙ্গের আবেশ	৩৪	৪	১৭	২৩
আজু পেখলু নন্দ	সখীর দৌত্যচাতুরী	৪০	০	০	০
আওরি সহচরী	ঐ ঐ	৫২	০	০	০
আজু সাজলি	মুগ্ধার অভিসার	৫৬	০	০	০
আওল মাধব	'সম্পূর্ণ' নবোঢ়া	৮১	০	০	০
আরে মোর আরে	নিত্যানন্দ মহিমা	১৩৭	৪	২২	৩৪
আজু পেখলু	কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	১১	১	৮	১১
আজু কি কহব	মধ্যার অভিসার	১৫৮	০	০	০
আকুল অলক	বিপরীত-বিহার	১৭১	০	০	০ a
আচরে মুখ	রাধার উন্মাদতা	১৭৯	১	৭	৪৩ b
আজু কাননে	মধ্যার 'সম্পূর্ণ'	১৮৮	০	০	০
আরে ভাই! নিতাই	নিতাই মহিমা	২০৪	৪	২২	৩২ c
আধবদন হেরি	কৃষ্ণের রূপানুরাগ	২০০	০	০	০
আজুরসে বাদর	যুগল মিলন	২১৩	৩	২৪	৪৬ d
আদর বাদর	মানের ধীরমধ্যা	৩০০	২	৭	২৫ e
আকুল কুটিল	স্বাধীন ভর্ত্তৃকা	৩১২	৪	৩০	২৬৩ f
আরে মোর আরে	নিতাই মহিমা	৩৩৩	৪	২২	১২ g
আরে মোর আরে	ঐ হাটপত্তন	৩৯২	৪	২২	২০ h

a পঃ সঃ ২৩৩ পৃঃ। b পঃ সঃ ৬২ পৃঃ। c পঃ কঃ তঃ "ওরে ভাই" বলিয়া আরম্ভ। d পঃ কঃ তঃ রাসে। e পঃ কঃ তঃ খণ্ডিতায় এবং পঃ সঃ ১৭৩ পৃঃ। f পঃ সঃ ৪৭৪। g জ্ঞানদাস কৃত।

h বলরাম দাস কৃত এবং "পহু মোর" ইতি পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
আজু পেখলু	বিভ্রম	৩৯৯	০	০	০
আগে পাছে মোরা	রূপানুরাগ	৪২৩	3	I০	21
আওয়ে কুসুমে	কৃষ্ণের রূপোল্লাস	৪১৮	০	০	০
আর কত সাধ	মানে সখী-প্রবোধ	৩১৭	2	I৭	৫
ইহ নব বঞ্জুল	সখীকে কৃষ্ণের দৈন্য	৪৪১	০	০	০
উজোর শশধর	বিপ্রলব্ধার দূতী	২৮৫	2	৪	I4 a
উজোর রাতি	বাসক সজ্জা	৫৫৭	2	৪	৬ b
ঋতুপতি রাতি	উৎকণ্ঠিতা	২৮১	2	৪	I০ c
ঐ ঐ বিরহ	বিপ্রলব্ধার দূতী	১১৩	2	৪	I৬ d
এ সখি এ সখি	মুগ্ধা অভিসারিণী	১৮	০	০	০ e
এ সখি কি পেখলু	রূপানুরাগ	৬৩	০	০	০ f
একে কুলবতী	আক্ষেপানুরাগ	৬৪	3	II	I42
এমন নিতাই	নিতাই মাধুরী	৭৩	০	০	০
এ সখি অব সব	প্রেমোৎকর্ষ ব্যাখ্যা	১৯১	০	০	০
এ হরি এ হরি কর	রাধা বিরহে দূতী	২০৯	০	০	০
এনা কথা তোমা	কৃষ্ণের বিরহে দূতী	২১১	০	০	০
এ কানু এ কানু	রাধার রূপমাধুরী	২৩৩	০	০	০
এ কানু এ কানু	রাধার রূপমাধুরী	৩৪৩	০	০	০
এ সখি বিধি কি	কৃষ্ণের প্রেমোৎকণ্ঠা	২৪৪	I	৮	24
এ সখি রমণী	রাধা সখীর সান্ত্বনা	২৮৪	০	০	০

a পঃ সঃ ১৫ পৃঃ দেখ, "মাধব মনমথ" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

b পঃ সঃ ১৫০ পৃঃ। c পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "মধুঋতু রজনী" পাঠে।

d পঃ সঃ ১৫০ পৃঃ। e কালীবাবুর বিদ্যাপতি ৭৩ পৃঃ।

f কালীবাবুর বিদ্যাপতি ৪৪ পৃঃ দেখ।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
এ ধনি এ ধনি	স্বাধীন ভর্ত্তৃকা	৩১৩	৪	3০	2৬৬ a
এ ধনি পদ্মিনী	অভিসারানন্দ	৩৪১	3	14	13
ও ধনি পদ্মিনী	মুগ্ধার সুরত বাম্য	৫৭	1	3	13 b
ও নব জলধর	যুগল রূপ	৩৬৮	3	৪	3 c
কতই মনোরথ	মুগ্ধার লজ্জাসঙ্কোচ	৪১	০	০	০
কবরী ভয়ে	কৃষ্ণের রসরঙ্গোক্তি	৪২	3	২৫	৫৬ d
কহ কহ এ সখি	সখীর পরিহাস	৬৪	০	০	০
কত পরী থসি	মানে কৃষ্ণের দৈন্য	১৩১	2	17	2৯ e
কত পরী থসি	মানে কৃষ্ণের দৈন্য	৩০১	০	০	০
কঞ্জ চরণ যুগ	অভিসারে রাধারূপ	১৪৪	3	14	৯ f
কত এ কলাবতী	কৃষ্ণের রাধিক লালসা	২৪৫	1	3	৯ g
করতলে কুমকুমে	স্বাধীন ভর্ত্তৃকা	২৫২	৪	14	1৫ h
কণ্টক কন্দ	উৎকণ্ঠিতা	৩৫৮	০	০	০
কণ্টক মাঝে	মানিনীকে প্রবোধ	৩৮৩	০	০	০ i
কবে সে হইবে	কৃষ্ণের অত্যুৎকণ্ঠা	৪১৩	1	৮	22 j
কমল বয়নী	অভিসারের শোভা	৪৪৪	০	০	০
কদম্ব তরুর	বন-বিহার; রাস	৪৭৯	3	1৫	12 k
কাহে ডরসি	মুগ্ধাকে প্রতারণা	২০	০	০	০

a পঃ সঃ ৪৭৫। b পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "একে ধনি" ও পঃ সঃ ১২৮ পৃঃ —"বালি বিলাসিনী" পাঠে আরম্ভ। c পঃ সঃ ২৩১ পৃঃ। d পঃ কঃ তঃ দান লীলায়। e পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "চাহ মুখ তুলি"। f পঃ সঃ ৪৬২ পৃঃ g পঃ সঃ ১১০ পৃঃ। h পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "ধনি ধনি রমণি।

i কালীবাবুর ২৫ পৃঃ। j "আর কবে হবে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

k পঃ সঃ ২৩০ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
কানু হেরব	মুগ্ধার আক্ষেপ	৮৭	০	০	০	a
কাহে কানু ঘন	রূপানুরাগ	৯৭	১	১০	১	b
কানুকো সন্দেশে	উৎকণ্ঠিতা	১০৯	২	৭	১০	c
কাঞ্চন গোরী	রাধার জড়িমা	২৬১	১	৭	৩৫	d
কালিন্দী তীর	রাস	৪৬২	3	24	১৬	e
কাঞ্চন মণি	রাস	৪৮১	3	24	৬	f
কিবা রূপে কিবা	রাধার আক্ষেপ	৫০	3	11	১২৫	g
কি কহব রে	মুগ্ধার মিলন	৫৮	১	৫	14	h
কি হেরিনু ওগো	গৌরাঙ্গ মহিমা	৬০	০	০	০	
কিনু চন্দ্রাবলী	উৎকণ্ঠিতা	১০৬	2	৭	13	i
কিয়ে গুরু গর	অনুরাগ	১৮৯	০	০	০	j
কি পেখলু	রূপানুরাগ	২১৮	০	০	০	
কি কহব মাধব	চিন্তা-দশা	২৩৪	৪	11	৪	k
কিবা সে দোহার	বিপরীত কেলী	২৫০	3	12	৮	
কিয়ে হিমকর	কৃষ্ণের প্রৌঢ়াবেগ	৩৩৮	১	৮	২৯	l
কি কহব রাই	জ্যোৎস্নাভিসার	৩৫৪	০	০	০	
কি পেখলু রে	অপূর্ব্ব কেলী	৩৬৫	3	৮	14	m
কিং বিতনোসি	অভিসারোৎকণ্ঠা	৪৭৩	০	০	০	n

a কালীবাবুর ৪৩ পৃঃ। b পঃ কঃ তঃ রসোদগারে। c পঃ সঃ ১৬০ পৃঃ। d পঃ সঃ ৫৬ পৃঃ। e পঃ সঃ ২২৮ পৃঃ। f পঃ সঃ ২২৪ পৃঃ। g "মনের মরম কথা" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। h "অভিনব গোরী" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। i গীতাবলী ২৭নং গান। j পঃ সঃ ২৪৭ পৃঃ। k পঃ সঃ ৩৩৭ পৃঃ। l পঃ সঃ ১১২ পৃঃ। m পঃ সঃ ৪৭০ "দেখ সখি" পাঠে ও পঃ কঃ তঃ পেখনু পাঠে আরম্ভ। n গীতাবলী ১৮ নং গান।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
কি কহব তোহারি	কৃষ্ণের প্রৌঢ়দ্বেগ	৪২৭	০	০	০
কুন্দন কনয়া	গৌরচন্দ্রের মহিমা	২৩	৪	2০	3I a
কুসুমাবলীভি	বাসকসজ্জা	১০৪	2	৭	৬ b
কুচপর ধরল	সম্ভোগ	১১৭	I	৭	৫৯
কুন্দকুসুম	জ্যোৎস্নাভিসার	৪১৫	2	৪	2
কুঞ্জ ভবন	রাসলীলা	৪৬৪	০	০	০ c
কেলী বিপিনং	অভিসার	১০৩	০	০	০ d
কে মোরে মিলাঞা	চিন্তোদ্বেগ দশা	২৮৩	৪	৪	I2 e
কেশ কুটিল	নাগরের বৈদগ্ধি	৩৮১	০	০	০
কেশের বেশে	গৌরাঙ্গের মাধুরী	৪০৫	৪	I৭	2৭
কোমল শশি	রাসলীলা	৪৭৫	3	24	24 f
খনে খনে	রাধার বয়ঃসন্ধি	১৫	I	৪	I৭ g
খঞ্জন গঞ্জন	নিতাই মাধুরী	২৩০	৪	22	৯ h
গোবিন্দের অঙ্গে	গৌরচন্দ্রের রূপ	৭২	৪	I৮	I3 i
গৌর দেহ সুচারু	বিপরীত বিলাস	২১১	3	I৫	I৮ j
গোরা দয়ার	গৌরাঙ্গ মহিমা	২০১	৪	I৮	II
গুরুজন নয়ন	শুক্লাভিসার	২২২	3	I3	৮ k

a পঃ সঃ ৮০। b পঃ সঃ ১৪৯। c সঃ সাঃ সঃ ১৫০ "দেখরে সখি" আরম্ভ। d জগন্নাথবল্লভ নাটক ৩ অঙ্ক ৩৭ নং। e পঃ সঃ ২৯৯ ভূতবিরহে। f গীতাবলী ১৬নং। g পঃ সঃ ৮২ "খেনে খেনে" পাঠে ও পঃ কঃ তঃ "ক্ষণে ক্ষণে" পাঠে আরম্ভ। h পঃ কঃ তঃ "অঞ্জন গঞ্জন" পাঠে আরম্ভ। i "গদাধর অঙ্গে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। j পঃ সঃ ২৩৪ পৃঃ। k পঃ সঃ ১৪১ পৃঃ।

বারাণসী-5

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
গোরা করুণাসিন্ধু	গৌরাঙ্গ মহিমা	২৫৮	৪	২০	৩৩ a
গোরা হেমজলদ	গৌরাঙ্গ মহিমা	৩৯০	০	০	০
গৌরাঙ্গ ঠেকিল	গৌরাঙ্গ ভাববিলাস	৪২০	৪	১৮	১৪
গৌরাঙ্গ বিহরই	গৌরাঙ্গ ভাববিলাস	৪৩১	৪	১৮	৩৬ b
গেলি কামিনী	কৃষ্ণের রূপানুরাগ	৪৩৫	১	৩	৪ c
ঘন ঘন নীপ	বাসকসজ্জা	২৮০	০	০	০ d
চলে নিজ পদভরে	নিত্যানন্দ মহিমা	২৫	৪	২২	২
চম্পকদাম	কৃষ্ণের প্রৌঢ়োদ্বেগ	৬৫	০	০	০ e
চল চল ঢিঠ	যানে হরি বিদায়	১৩০	০	০	০
চলিলা রসিক	বিপ্রলব্ধার সম্মিলন	১৮১	২	৪	১৮ f
চম্পক শোণ	গৌরাঙ্গ মাধুরী	২১৪	১	১	৩ g
চন্দ্রবদনী	শুক্লাভিসার	৩৪২	২	৭	৪
চাতুর মরদ	সুরত কথামৃত	৭১	০	০	০ h
চান্দ নেহারি	নাগরের প্রৌঢ়োদ্বেগ	৩৯৭	১	৮	২৮
চিরদিনে সো	বিপ্রলব্ধা মিলন	১১৫	০	০	০ i
চিরদিনে সো	সম্পূর্ণ সম্ভোগ	৪০২	৪	১৪	১৪ j
চুম্বনে লুবধ	বিপরীত সম্ভোগ	২২৬	০	০	০
চূড়হি চূড়	রাধার রূপানুরাগ	২৭২	১	৪	৮ k
চৌদিগে গোবিন্দ	গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন	৪৫০	২	৩	২ l

a পঃ সঃ ২১ পৃঃ ও পঃ কঃ তঃ তে "কলি তিমির" পাঠে আরম্ভ।
b পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "কাঁচা কাঞ্চন মণি"। c পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে।
d পঃ সঃ ১৫১। e পঃ সঃ ১২৫। f পঃ সঃ ১৬৬। g পঃ সঃ ১৮।
h (আস্বাদনীতে) সঃ সাঃ সঃ ১৫। i হরিবল্লভ কৃত। j বিদ্যাপতিকৃত
পঃ সঃ ৩৯৮। k পঃ সঃ ৪০পৃঃ। l "ভালভালি" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
জয়রে জয়রে গোরা	গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন	৪৬৮	I	I	২	a
জয় জগতারণ	নিত্যানন্দ মহিমা	৮৪	I	I	৪	b
ডাহিন নয়ন	আক্ষেপানুরাগ	৪২৬	3	11	৫৭	c
ঢল ঢল সজল	স্বাভিযোগবর্ণন	৩৯৬	I	৪	৭	d
তপত কাঞ্চন	গৌরাঙ্গের রূপ	২১৮	3	I০	12	
তপন কিরণে	মানিনীকে মিনতি	৩৮৪	0	0	0	
তব চঞ্চল	দূতীর প্রতি মানিনী	৩৭৫	2	I৮	৯	e
তরল নয়ন	সুরত কথামৃত	২৩	0	0	0	f
তুয়া গুণে কুলবতী	মুগ্ধার সমর্পণ	৩২	0	0	0	
তুয়া অপরূপ	রাধার উদ্বেগ দশা	২০৮	I	৭	২৭	g
তুহু যদি মাধব	মাধবের প্রতি উক্তি	১১৬	2	I৭	৩৭	h
			৪	I৬	33	
থুং কুচবল্লিত	অভিসারে সখীবাক্য	৪৪৩	৩	১৩	৩১	i
থরহরি কাঁপ	সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া	২২	0	0	0	j
দরশনে নয়ন	সম্পূর্ণ সম্ভোগ	২২৫	0	0	0	
দুহু দুহু নয়ন	কামকলা রঙ্গ	১৪৬	0	0	0	
দুহু তনু এক	কুঞ্জ-বিহার	১৭০	৩	৪	৭	k
দূর সঞে নয়নে	মানিনীকে শিক্ষা	৩০৭	২	১৮	৩	
দূতী বিদূরয়	দূতী প্রতি মানিনী	৩৭5	২	১৮	৯	l

a পঃ সঃ ১৯। b "ডগমগ" পাঠে কোন কোন গ্রন্থে আরম্ভ। c "মনমথ তোহে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। d পঃ সঃ ৪২। e গীতাবলী ১১নং। f (আস্বাদনীতে) সঃ সাঃ সঃ ১৫। g পঃ সঃ ৫২। h আস্বাদনীতে। i গীতাবলী ২৫নং পঃ সঃ ১৩৬। j কালীবাবুর ৭৭ পৃঃ। k "মলয়জ" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। l গীতাবলী ১১নং।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
দৃঢ় পরিরম্ভন	প্রগল্ভার সম্ভোগ	২৩৭	০	০	০	
দেখ দেখ সোই	মহাপ্রভুর মহিমা	৭	0	০	0	
দেখ সখি অট	উৎকণ্ঠিতা	১০৮	০	০	০	a
দেখ সখি রসিক	কেলী রস-রঙ্গ	১৮৩	0	0	0	
দেখরে ভাই	নিত্যানন্দ মহিমা	১৮৮	০	০	০	
দেখ সখি নাগর	সখীর ভর্ৎসনা	২৯৯	৪	1৬	1৬	b
দেখ দেখ সুন্দর	গৌরাঙ্গের রূপ	৩৬৮	৪	1৮	3২	c
দেখত নিত্যানন্দ	নিত্যানন্দ মহিমা	৩৬৯	৪	22	14	
দেখ দেখ রাধা	আবেশময় সম্ভোগ	৪১৭	0	0	0	
দোহে দোহানির	মি নে প্রেমাবেশ	৯০	০	০	০	
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৪১৭	০	০	০	
দোহু মুখ সুন্দর	যুগলমাধুরী	২৫৭	2	3	12	d
ধনিগো আজু	রাধার বয়ঃসন্ধি	১১	1	৮	11	e
ধনি সখি আচর	সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া	২১	1	8	34	f
ধনি ধনি চলু	অভিসারার্থ উত্তেজনা	৬৭	০	০	০	
ধনি ধনি রাধা	অভিসার মাধুরী	৬৮	০	০	০	
ধনি তুহু দুতি	দূতী বচনে উপেক্ষা	১২৫	০	০	০	
ধনি নাগর	বিপরীত বিলাস	১৪৭	3	24	৪৫	g
ধনি ধনি রাধা	মাধবের রূপোল্লাস	১৯৬	০	০	০	
ধনি ধনি কো বিহি	ঐ ঐ	২০৩	3	14	৬	h

a পঃ সঃ ১৫৭। b পঃ সঃ ২৩৫ পৃঃ দেখ, "মুক্তি জানো" পাঠে— পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। c "লাখ বাণ" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। d পঃ সঃ ৪৬৬। e "ধব গোধূলী" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। f পঃ সঃ ১০৯। g "ভরি নায়ক" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। h পঃ সঃ ৪৬৩।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
ধনি চলি আওলি	কুঞ্জাভিসার	৩০৬	০	০	০
ধনি ধনী বনি	অভিসার মাধুরী	৩৩৯	২	3	10
			৩	13	৪৭
নব যৌবনী	অভিসার ও মিলন	২৪৬	3	1৫	3
নাচে গোরা প্রেমে	গৌরাঙ্গের ভাব-বিলাশ	২৮৯	8	1৮	1৯
নায়হে গুরু	শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি	১৩	I	5	4 a
নাচে পহু নিত্যানন্দ	নিতাইচাঁদের নৃত্য	২৯০	4	22	25
নিতাই মোর	নিতাইচাঁদের মহিমা	৪৫	8	22	2৭
নিতি নিতি আসি	রূপানুরাগ	৭৫	I	7	I৬
নিরুপম কাঞ্চন	অভিসার সৌন্দর্য্য	১৫৯	3	১8	২৬
নিতাই সুন্দর	নিত্যানন্দ মহিমা	21৬	০	০	০
নিরমল বদন	শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগ	২৩২	I	৮	2
নিতাই গুণমণি	নিত্যানন্দ মহিমা	২৪১	3	I	2
			8	22	I5
নিতাই করুণা	নিতানন্দ মহিমা	২৬০	8	22	I০
নিতাই রঙ্গিয়া	নিতানন্দ মহিমা	৩১৯	8	22	I2
নিজ ঘর মাঝ	শ্রীরাধার লালসা	৩৪৯	I	৭	2৫
নিশসি নেহারসি	শ্রীরাধার লালসা	৩৯৫	I	4	4 b
নিতাই কেবল	নিত্যানন্দ মহিমা	৪২১	4	22	2I
নিতাই চৈতন্য	গৌরনিত্যানন্দ মহিমা	৪৩৩	4	23	৬
নিন্দতি চন্দন	রাধার বিরহোন্মাদ	৪৩৬	০	০	০
নীল রতন কিয়ে	রূপানুরাগ	৫৩৭	০	০	০ c

a পঃ সঃ ৮৪। b পঃ সঃ ৩৩ পৃঃ পূর্ব্বরাগে। c পঃ.সঃ ৫৮ পৃঃ পূর্ব্ব-রাগ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
নীলিম মৃগমদে	তিমিরাভিসার	৭৮	3	13	৭ a
পরিহর এ সখি	অভিসারে মুগ্ধা	৩০	1	5	৮ b
পশুতি দিশি	রাধার প্রৌঢ়ানন্দ	১১১	২	৭	৮ c
পহিল সমাগম	আবেশময় বিলাস	১৬৮	2	1	10 d
পরশিতে চমকি	রস-কৌতুক	১৯৭	০	০	০
পতিত হেরিয়া	শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা	২৬৮	4	20	30
পহিলহি রাধা	বিলাস-কৌতুক	৩০৯	1	2	21 e
পূরবে গোবর্দ্ধন	নিত্যানন্দ মহিমা	১২০	4	22	18
পূরতে বিপিন	শুক্লাভিসার	৪০০	০	০	০
প্রেমেমত্ত মহাবলী	নিত্যানন্দ মহিমা	৩৫	4	22	26
প্রেমরতন খনি	সোদ্বেগে অভিসার	৮৯	০	০	০
প্রেম আগুণি	দূতীর মুখে অনুরাগ	১২৩	২	১৯	২
প্রেমেমত্ত নিত্যানন্দ	নিত্যানন্দের প্রেম	১৫১	৪	22	৩৫
প্রেমকো কাহিনী	মাধবের রাধাপ্রেম	১৫৫	০	০	০
প্রেমকো সাগর	সম্মিলন কেলীবিলাস	৩৬৩	০	০	০
পৈঠলী কেলী	সম্মিলনানন্দ	৪২৯	০	০	০
স্ফুরদিন্দীবর	রাসবিহারীর জয়	৪৭৭	০	০	০ g
বরণি না হয়	শ্রীকৃষ্ণের রূপ	৪৭	৪	২৭	৩৬
			২	১	৩ h

a পঃ সঃ ১৪১ পৃঃ। b পঃ সঃ ১২২ পৃঃ এবং গীতগোবিন্দ ১২নং।
c পঃ সঃ ১৫২ পৃঃ এবং গীতগোবিন্দ ২২নং। d পঃ সঃ ৪৬৯।
e পঃ কঃ তঃ নবোঢ়াতে এবং পঃ সঃ ৭০ পৃঃ। f গীতাবলী ১৯নং।
g "বিকচ সরোজ" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ পঃ সঃ ৩২ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ ।	কোন্ রসের পদ ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ।	পদকল্পতরুতে ।		
			শাখা ।	পল্লব ।	পদের নম্বর ।
বহতি মলয়	মানিনীর সখ্যুক্তি	১৫৬	৪	১৬	২২ a
ঐ	ঐ	৩৬৩	৪	১৬	২২
বদসি যদি	মানিনীকে অনুনয়	২৯৩	2	13	1৬ b
বদন না কর	বিপ্রলব্ধার প্রতি	১১৬	2	21	৮ c
বালি বিলাসিনী	সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ-সন্ধি	৭০	০	০	০
বাসিতবারি	বাসকসজ্জা	৩৫৬	2	৪	৫ d
বাজত ডম্ফ	রাসলীলা	৪৮৩	3	24	14
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি	গৌররূপ	৪৪	০	০	০
বিরহ ব্যাকুল	রাধা বিরহে দশা	১২৬	2	1৭	৪ e
বিমল হেম	গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ	১৪৯	2	5	1 f
বিরলে বসিয়া	গৌরাঙ্গের বিরহ	১৭৩	৪	৪	2
ঐ	ঐ	৩৪৭	৪	৪	2
বিগলিত চিকুর	বিপরীত বিহার	১৮৪	3	15	1৭ g
বিনোদিনী কনক	তিমিরাভিসার	১৯৪	3	13	43
বিরচিত চাটু	মানিনীকে প্রবোধ	৩০২	2	1৯	৭ h
বিষম বিশিখ	মানান্তে মিলন	৩৪৫	০	০	০
বিপিনে মিলল	রাসে উপেক্ষাভঙ্গী	৪৫৬	3	24	4
বুঝিব ছওল	নায়ক-শিক্ষা	৮০	০	০	০
বৃন্দা বিপিনে	অভিসারে মিলন	৪৪৬	০	০	০

a গীতগোবিন্দ ১০নং। b গীতগোবিন্দ ১৯নং। c আস্বাদনীতে ; পঃ পঃ; ২০৪ পৃঃ। d পঃ সঃ ১৫০। e "বিমোহে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। f পঃ সঃ ২০ পৃঃ। g পঃ সঃ ২৩৪। h গীতগোবিন্দ ২০ নং।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
ভকতি রতন	নিত্যানন্দ মহিমা	৬১	৪	22	I৭
ভাবে ভরল	গৌরাঙ্গের নৃত্যাদি	১৩৫	৪	I৭	4০
ভামিনি পৃচ্ছন	স্বাভিযোগে ভাব	৩২২	I	৪	৭ a
ভাব ভরে গর	গৌরাঙ্গের ভাব	২৩৯	3	II	III
ভালে তুহু মাধব	রাধার বিলাস কলা	১১৬	০	০	০
মধুর মধুর	রাধার প্রবোধ	৫১	০	০	০ b
মরকত দরপণ	রাধার মরণাকাঙ্ক্ষা	৮৫	I	4	৯ c
মঞ্জুতর কুঞ্জতলে	সখীর প্ররোচনা	১৬১	2	2০	I০ d
মদন মোহন রূপ	গৌরাঙ্গের রূপ	১৮৬	০	০	০
মকর কুণ্ডল	রূপোল্লাস	২১৯	3	2৫	4৬
মনমথ মকর	স্বয়ংদৌত্যে বৈদগ্ধী	৩২৮	3	I	৭ e
মরিয়াই এমন	নিত্যানন্দবিলাপ	২৭০	4	22	II
মদন কিরাত	স্বয়ংদৌত্য বৈদগ্ধী	৩৪২	3	I	৮ f
মদন মদালসে	বিলাস কেলী	৪০৩	4	I4	I০
মণ্ডলী রচিয়া	গৌরচন্দ্রের নৃত্য	৪৫১	৪	১৭	I০
মধুর বৃন্দা	রাসে বনবিহার	৪৬০	3	2৭	৭৬ g
মণ্ডিত হল্লী	রাস নৃত্য	৪৬৫	3	24	I৭
মঝুপদে দংশল	সুরত কথামৃত	১৬৯	3	I৫০	I4 h
মাধব কৈছে	পূর্ব্বরাগে সখী	২৮	০	০	০

a গীতাবলীতে ৮নং ও পঃ কঃ তঃ "কুটিলং" পাঠে আরম্ভ। b পঃ সঃ ৬৬। c পঃ পঃ ৪১। d গীতগোবিন্দ ২১নং। e পঃ সঃ ২১৪। f পঃ সঃ ২১৮। g পঃ সঃ ২২৮ পৃঃ দেখ, পঃ কঃ তঃ বসন্ত-রাসে "বৃন্দা-বিপিনে" পাঠে আরম্ভ। h আস্বাদনীতে।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
মাধব শুনহ	বিপ্রলব্ধার দূতী	৩৬১	0	0	॰
মাধব সুন্দরী	ঐ	৩৬২	॰	॰	॰
মানুদ মুঞ্চ	রাধার রতিকলা	৩ৃ৭	॰	॰	॰
মাধব মনোরথে	কৃষ্ণের দূতীপ্রেরণ	৪১৪	॰	॰	॰
মুখ মণ্ডল	রাসারম্ভে রূপ	৪৫৩	4	27	35 a
যবধনী ভৃঙ্গ	মুগ্ধার সংক্ষিপ্ত	৪১	0	0	0
যহি যহি নিক	রাধারূপে আভিবপ্য	১৭৮	I	4	20 b
যমুনা যাইতে	নাগরের মুগ্ধতা	১৬২	0	0	0
যব হরি হেরল	বিপ্রলব্ধার সম্মিলন	২৮৭	2	17	39
যাওবি বসনে	মুগ্ধাকে সখীশিক্ষা	২১	0	0	0 c
রতিরসে চঞ্চল	মুগ্ধার বিলাস	৫৯	0	0	0
রতি বিশারদ.	ঐ	৭০	0	0	0 d
রতিসুখ শয়ন	কৃষ্ণের অভিসার	৭৯	0	0	0
রতিরসে অতি	মধ্যার সম্ভোগ	৯১	2	3	14
রমনী জনম	কৃষ্ণের আপ্তদূতীর	৯৯	I	4	61 e
রসবতী হোই	মানিনীকে রসবর্ষণ	১২৮	0	0	0
রতন মন্দির	নাগরের মনোভাব	১৫১	I	3	৫ f
রঙ্গিণী সঙ্গে	রাধার দশা	১৫৪	0	0	0
রতি রণরঙ্গ	সম্পূর্ণ সম্ভোগ	২৮৮	৩	১৫	৯

a পঃ সঃ ৪৯। b পঃ সঃ ৯৪। c কালী বাবুর ৫৫ পৃঃ দেখ।

d (আস্বাদনীতে) সঃ সাঃ সঃ ১৫। e "ধনি ধনি" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

f পঃ কঃ তঃ সূচীতে সুবল সখে ধরে।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
রস পরিপাটী	গৌরাঙ্গের ভাব	৩১৭	4	20	২০ a
রমণি ধনি ধনি	রাধার অভিসার	৩১৯	2	২	10 b
রতিজয় মঙ্গল	সম্ভোগ রসানন্দ	৪১৮	০	০	০
রাই কতপরি খসি	মানিনীর দৈন্যোক্তি	১৩১	2	17	২৯ c
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৩০১	২	১৭	২৯
রাধাবদন বিলো	মিলনে রূপমাধুরী	১৬৪	৪	14	৬ d
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৪১৬	৪	১৪	৬
রাইর বিপতি	কৃষ্ণের অভিসার	২১০	0	0	0
রাধাকৃষ্ণ নিবেদন	প্রার্থনা	২৫৪	0	0	0
রাধানাম আধ	মাধবের প্রেমবর্ণনা	২৭৬	0	0	০ e
রাধে নিগদ	রাধার বিরহ পীড়া	৩২০	১	৪	৩ f
রাধা মধুর বিহারা	জ্যোৎস্নাভিসার	৩২৭	3	13	34 g
রাধা বদন হেরি	সম্ভোগ	৩১০	3	24	৪৯
রাধে কলয়	সখীর প্রবোধ	৩৭৭	০	০	০ h
রাধা গুণমণি	কান্তাভিসারিণী	৩৭৯	০	০	0
রাধা বদন নিরখি	কৃষ্ণের প্রেমাবেশ	৪৩০	0	0	0
রাধা কানু	নিকুঞ্জ বিলাস	৪৬৬	0	0	0
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ	প্রার্থনা	৪৮৫	৪	3৬	৭৮ i

a "শুনি বৃন্দা" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। b "ধনি ধনি" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। c "চাহ মুখ তুলি" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। d পঃ সঃ ৩৯৩। f পঃ সঃ ৩৬৭। e গীতাবলী ৭নং পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে। g জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে ও পঃ কঃ তঃ "চিকুর পাঠে আরম্ভ। h গীতাবলীতে ৩৬ নং। i পঃ সঃ ৪৭৮।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন রসের গান।	গীতের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
রূপ দেখ সিয়া	রাধার প্রতি মুখরা	৭৭	০	০	০	
রূপে গুণে অনুপমা	নিত্যানন্দ মহিমা	১৭৬	৪	22	৬	
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৩৪৭	৪	২২	৬	
লাগিয়াছে কদম্ব	রাধার ব্যাধি	৩৭	০	০	০	
শরদচন্দ	রাসে অভিসার	৪৫৪	3	24	3	a
শুন শুন সুন্দরি	মুগ্ধার সখী-শিক্ষা	৩১	০	০	০	b
শুন শুন এ সখি	ঐ ঐ	৬৯	১	২	22	c
শুন সজনি	রাধা বিরহ	১৪২	০	০	০	
শুনি ধনী শিরোমণি	মাধবের অভিসার	১৪৩	০	০	০	
শুন শুন মাধব	বিপ্রলব্ধার দূতী	১৮০	2	8	১৭	d
শুনি বর নাগর	রাধা প্রেমোৎকর্ষ	২৬৬	০	০	০	
শুনিয়া দেখিনু	আক্ষেপানুরাগ	২৭৫	3	11	121	
শুন শুন সহচরী	সহচরীর দৌত্য	২৮৬	০	০	০	
শুন শুন সুন্দরি	মানিনীকো প্রবোধ	৩৭১	২	১৭	৫	
শুন শুন মাধব কহ	রাধার দশমী দশা	৪১১	৪	11	৬২	e
শুন শুন মাধব পড়ল	ঐ ঐ	৪১২	০	০	০	
শৈশব যৌবন	রাধার বয়ঃসন্ধি	১৪	1	5	3	f
শ্যামর গৌর	গৌরচন্দ্রের মাহাত্ম্য	১১৮	৪	2০	৬	
শ্রীবাস অঙ্গনে	সঙ্কীর্ত্তন-রাস	৪৬৯	2	1	1	
সখী পরবোধি	মুগ্ধার সংক্ষিপ্ত	৩৩	০	০	০	g

a পঃ সঃ ২২১। b কালী বাবুর বিদ্যাপতি ৫২। c পঃ সঃ ৬৯।
d পঃ সঃ ১৬৬। e "মলিন চিকুর" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।
f পঃ সঃ ৮৩। g কালীবাবুর বিদ্যাপতি ৬৩ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
সব দেব হাকারি	রাধার ব্যাধি কি	৮	০	০	০	
সঙ্কেত কেলী	রাধা দূতীর সাফল্য	৫৫	০	০	০	
সহজই কাঞ্চন	গৌরাঙ্গ মাধুরী	৮৩	৪	১৭	২৬	a
সহজই শ্যাম	শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্ততা	৮৮	০	০	০	
সহজে নিতাই	নিত্যানন্দ মহিমা	৯৬	4	22	33	
সজনি অনুপম	মানিনীর চরিত	১২৭	০	০	০	
সজনি মঝু মনে	রূপোল্লাস	১৪১	০	০	০	b
সজনি এতদিনে	সখীর উত্তেজনা	১৯২	০	০	০	
সঘনে আলিঙ্গন	বিপরীত বিহার	২৪৮	০	০	০	
সহজে লুনিকো	রাধার জাগরণ দশা	২৬৫	I	2	14	c
সজল জলধর	রূপানুরাগ	২৭৪	০	০	০	
সজনি কি আজু	রূপানুরাগ	৩৩৫	০	০	০	
সজনি হেরি হেরি	বিপরীত বিহার	৩৪৪	৩	২৭	৬৪	d
সহজই আনন	রাধা রূপানুরাগ	৩৪৮	০	০	০	
সজনি অব কি	উৎকণ্ঠিতা	৩৬০	০	০	০	
সজনি অপরূপ	মাধবের রূপানুরাগ	৪০৯	১	৩	৬	f
সজনি কি কহব	রাধা প্রেমোৎকর্ষ	৪২৭	০	০	০	
সরস বসন্ত	শ্রীরাসলীলায় রঙ্গ	৪৫৮	2	4	২০	g
সাত পাঁচ সখী	রাধার ব্যাধি নিদান	৩৯	I	৬	৫	h

a পঃ সঃ ৪৩০। b পদকল্পলতিকা ৩৩। c পঃ সঃ ৫৪ ও পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে। d "রাধামাধব" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ ও পঃ সঃ ৪৭৭। f পঃ সঃ ৯৮ ও পঃ কঃ তঃ তে পূর্ব্বরাগে। g পঃ সঃ ৪৬৭ ও পঃ কঃ তঃ বিপ্রলব্ধা মিলনে। h "আলো সই!" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের পদ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।		
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।
সাহসে ভরকরি	মধ্যার সঙ্কীর্ণ	১৩৩	০	০	০
সাজল মদন	শুক্লাভিসার	২১৮	০	০	০
সাজল কুসুম	বাসকসজ্জা	২১৯	2	৭	৭ a
সুরত তিয়াসে	সম্ভোগ-বৈচিত্র	৬৯	I	2	২৬ b
সুরত সমাপি	আবেশময় বিলাস	১৯৯	3	২৭	100 c
			4	30	272 d
সুখময় কাননে	কুঞ্জাভিসারে মিলন	২৩৫	০	০	০
সুন্দরি কলয়	সখীর উত্তেজনা	৩২৪	০	০	0
সুন্দরি ধরবি	রাধার প্রেম-পরীক্ষা	১৮৯	3	৮	৪ e
সুন্দরি সাধ্বি	মানে সখীর সান্ত্বনা	৩৭৩	০	০	০ f
সুন্দর বদনে	রূপোল্লাস (কৃষ্ণের)	৪০১	2	25	34 g
সো আসিতে হাম	রাধার আক্ষেপোক্তি	৪২৫	০	০	০
স্তন বিনিহিত	রাধার বিরহ-বিকার	৩৫১	4	১৬	৮ h
স্ফুরদিন্দীবর	রাসবিহারীর জয়	৪৭৭	০	০	০ i
হন্তন কিমু	অভিসারে সতর্ক	১০১	৩	১৪	১১ j
হরিগলে লাগল	কেলীবিলাস	২৩৭	০	০	০
হরিভুজ কলি	বিপরীত বিহার	৪৪৭	০	০	০
হেরইতে হেরি	রাধার বয়ঃসন্ধি	২৬	১	৪	১৯ k
স্ফুরদিন্দীবর	রাসবিহারীর জয়	৪৭৭	০	০	০

a পঃ সঃ ১৫১। b পঃ সঃ ৭২। c পঃ কঃ তঃ তে সম্ভোগ। d পঃ কঃ তঃ রসালস। e আস্বাদনীতে। f গীতাবলী ৩৬নং। g পঃ কঃ তঃ দানলীলায়। h গীতাবলী ৯নং। i গীতাবলী ১৯নং। j গীতাবলী ১০নং। k পঃ সঃ ৯১।

দ্বিতীয় সূচীপত্র।

পদকর্ত্তাগণের প্রসঙ্গ।

(১) অনন্ত দাস—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার নাম অদ্বৈত শাখাতে উল্লিখিত। বিদ্যাবত্তার নিমিত্ত ইনি পণ্ডিত খ্যাতিতে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু (১৪৩১ শকাব্দে) প্রথম নীলাচল গমন সময়ে আঠিসারা গ্রামে "পরমোদার ও পরম সাধু" অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে "সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে যাপন ও তৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত" করেন। এইগ্রন্থের ৯, ১৪ এবং ২২ ক্ষণদাত্রয়ের ৮নং গীতত্রয় এবং ৪, ১০ ও ১৫ ক্ষণদার প্রত্যেক তৃতীয় সংখ্যক গীতত্রয় এবং ১৬ ক্ষণদার ১নং, ২৯ ক্ষণদার ৬নং এই মোট ৮টি গীত ইহার বিরচিত।

(২) অনন্ত রায় বা রায়অনন্ত—রসিকানন্দের শিষ্য, নীলাচল বাসী ভক্তকবি। রসিক মঙ্গল গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে এইগ্রন্থের ১১শ ও ২৮ ক্ষণদার ২নম্বরের গীতদ্বয় ইহার কৃত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত "অনন্ত আচার্য্য" স্বতন্ত্রব্যক্তি—পদকল্পতরুতে তাঁহার কৃত পদ ২। ১টি আছে।

(৩) আত্মারাম দাস—ইনিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ-পদকর্ত্তা। শ্রীখণ্ডগ্রামে অম্বষ্টকুলে জন্ম। এগ্রন্থের ১৬ ক্ষণদার ২নং গীতটি ইহার রচিত (পদকল্পতরুর মতে ১ ক্ষ ২নং গীতও ইহার কৃত)

(৪) কবিরঞ্জন—এই গ্রন্থের ৯ক্ষ ১ এবং ২৬ক্ষ ৬নং গীত ইহার বিরচিত

(৫) কবিশেখর—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় ইনিও বহুতর পদাবলী প্রণেতা, ইহার নিজের পদেই প্রকাশ ইনি শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের ভ্রাতঃ-পুত্র রঘু নন্দন গোস্বামীর শিষ্য, বোধহয় ইহার প্রকৃত নাম শশীশেখর ইহার বিরচিত গীতগুলি—কবিশেখর, রায় শেখর, শেখর, শশী শেখর, দুখিয়া শেখর, পাপিয়া শেখর, ও শেখর দাস ভনিতাযুক্ত। এই গ্রন্থের ২ ক্ষণদার ৭নং, ১৭ ক্ষ ৯ ও ১৯ক্ষ ৫নং গানগুলি ইহার কৃত। কেহ কেহ বলেন চন্দ্র শেখর

ও ইহারই নামান্তর। কিন্তু নরোত্তম বিলাসে দৃষ্ট হয়—চন্দ্রশেখর, ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

(৬) কানুদাস—এ গ্রন্থের ১ ক্ষণদার ২ নম্বরে ইহার বিরচিত একটী-মাত্র গীত আছে। ইনি লীলাচলবাসী কবি। রসিকানন্দ ঠাকুরের শিষ্য। (রসিকমঙ্গল গ্রন্থ দেখ)।

(৭) কৃষ্ণদাস—এ গ্রন্থের ২০ ক্ষণদার ১নং গৌরচন্দ্র গীতটি "কৃষ্ণদাস" ভণিতাযুক্ত। সম্ভবতঃ ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কারণ গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ "দীন কৃষ্ণদাস" এবং শ্যামানন্দ ঠাকুর "দুঃখী কৃষ্ণদাস" নাম ব্যবহার করিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস বৈদ্য, শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস, রাঢ়দেশবাসী দ্বিজবর কৃষ্ণদাস, কালাকৃষ্ণদাস, বিহারী কৃষ্ণদাস, কি দেবানন্দ মনোহরের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস, কেহই পদকর্ত্তা বলিয়া বুঝা যায় না।

(৮) গতিগোবিন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ২০ ক্ষণদার ২নং শ্রীনিত্যানন্দ গীতটি ইহার বিরচিত। গীতেই পরিচয় প্রকটিত।

(৯) গিরিধর দাস—এ গ্রন্থের ২৯ ক্ষণদার ১৭নং অপূর্ব্ব গীতিটি ইহার রচিত।

(১০) গুপ্তদাস—তৃতীয় ক্ষণদার ২নং নিত্যানন্দ গীতটি এই মহাত্মার কৃত। আমাদের বিশ্বাস ইনি শ্রীচরিতামৃতোক্ত নিত্যানন্দ শাখার "পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি"। কেহ কেহ মনে করেন ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়তম শ্রীহট্টবাসী মুরারী গুপ্ত।

(১১) গোবিন্দদাস—ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু—রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠভ্রাতা, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রীতি ও আদরের পাত্র সেই সুললিত ছন্দে লীলালেখক সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীকার বুধরীর গোবিন্দ কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বোরাকুলী নিবাসী "গীতবাদ্য বিদ্যায় সুনিপুণ" গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিরচিত গীত সকলও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত; তাঁহারও একটি কি দুইটি গীত এ গ্রন্থে আছে, আস্বাদনীতে সেগুলি আমরা দেখাইয়াছি। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত গানগুলি গোবিন্দদাস কৃত। ১ ক্ষণদার ১০নং; ২ক্ষ ১, ৩, ৯; ৪ক্ষ ৬, ২; ৫ক্ষ ৬,

১০ ; ৬ক্ষ ৬ ; ৭ক্ষ ১. ২, ৩ ; ৮ক্ষ ১, ১০, ১১, ১৩ এবং ১৫ (আস্বাঃ) ৯ক্ষ ৩ ; ১০ক্ষ ১, ৬ ; ১১ক্ষ ৩, ৪, ৮ ১১ ; ১২ক্ষ ৩, ৪ ; ১৩ক্ষ ৩ (আস্বাঃ) ৭ ১৪ক্ষ ৭ ; ১৫ক্ষ ১, ৬, ৭, ৮ ; ১৬ক্ষ ৩ ; ১৭ক্ষ ৬, ৭, ১০ ; ১৮ক্ষ ১, ৩. ৪ ; ১৯ক্ষ ১, ৩, ৪. ৬, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৬ ; ২০ক্ষ ৪, ৫, ৯. ১২, ১৩ ; ২১ক্ষ ৭ ; ২২ক্ষ ৪, ৫, ৭, ৯, ১০ ; ২৩ক্ষ ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬ ; ২৫ক্ষ ৪, ৫, ৩, ১০ ; ২৬ক্ষ ৮, ১১ ; ২৭ক্ষ ৭ ; ২৯ক্ষ ৩, ৪, ৫, ৮ ; ৩০ক্ষ ৩, ৮, ৯ ; মোট ৭৯।

(১২) গোপালদাস—কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহার পরিচয় এইরূপ – "শ্রীগোপাল-দাস প্রভুর এক শাখা, প্রভুর পরম প্রিয় গুণে নাই লেখা ; বুধই পাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণ কীর্ত্তনিয়া" ইত্যাদি। ২০ ক্ষণদার ৭নং গীতটি ইহার বিরচিত।

(১৩) ঘনশ্যামদাস—স্বরচিত গোবিন্দ রতিমঞ্জরী গ্রন্থে ইনি এইরূপে আপন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন—"পিতার নাম দিব্যসিংহ পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বুধবীর গোবিন্দ কবিরাজ। ৫ ক্ষণদার ১নং গীতটি ইহার বিরচিত। (ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীরও নামান্তর ঘনশ্যাম দাস বটে, কিন্তু তিনি এ গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তার পরবর্ত্তী)।

(১৪) জয়দেব—ইনি সুবিখ্যাত গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামী। পঞ্চ গৌড়াধিপতি সুবিখ্যাত লক্ষ্মণসেন নৃপতির পঞ্চরত্নের অন্যতম। গীত-গোবিন্দের ৯টি গান এ গ্রন্থে গৃহিত হইয়াছে। যথা – ১১ ও ২৬ ক্ষণদার ৯ ও ১০ নম্বরে লিখিত গানটি এবং ১ক্ষ ৬, ৯ ; ৮—১২ ; ২০—৩, ৭ ; ২৩—৫, ৬ এবং ২৮ ক্ষণদার ৪ নং।

(১৫) জ্ঞানদাস—স্বনামপ্রসিদ্ধ বহু পদাবলী প্রণেতা। রাঢ়দেশে—কাঁদড়াগ্রামে জন্ম (ভক্তি রত্নাকর দেখ) ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখায় ইহার নামোল্লেখ আছে। (যথা—শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর) ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। ইহার নিম্নলিখিত গীতগুলি এ গ্রন্থে গৃহিত হইয়াছে। ৪ক্ষ ৫নং ; ৫—৫ ; ৬—৩ ; ৭—৫ ; ৮—১৫ ; ৯—২ ; ১৩—২, ৩ ; ১৮—৫ ; ১৯—৫ ; ২০—১০ ; ২১—৮ ; ২২—২ ; ২৩—৫ ; ২৪—৩ ; ২৮—৭ ; ২৯—৯ ; মোট ১৭।

(১৬) তুলসীদাস—২৯ ক্ষণদার ১১নং গানটি ইহার বিরচিত।

(১৭) দামোদর—১০ ক্ষণদার ৫নং গীতটি ইহার বিরচিত। ইনিই কি গাণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ রক্ষাকারী রসতত্ত্ব প্রবীণ স্বরূপ দামোদর?

(১৮) দ্বিজ গঙ্গারাম—আমাদের মনে হয় ইনি নন্দন আচার্য্যের ভ্রাতা গঙ্গাদাস আচার্য্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে "বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস, তিন ভাই, পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞী" ইহার নামের ভণিতাযুক্ত ১ ক্ষণদার ২নং গীতটিতেও নিত্যানন্দচন্দ্রের মহিমা বর্ণিত।

(১৯) নরহরি—ইনি পরমাভিবন্দনীয় খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর ১৪ ক্ষণদার ৬নং এবং ২৭ ক্ষণদার ১নং গীতদ্বয় ইহার বিরচিত। নরোত্তম বিলাসের নরহরি কি অদ্বৈত বিলাসের নরহরি—এই পদ দ্বয়ের প্রণেতা হইতে পারেন না, কারণ তাঁহারা এ গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী।

(২০) নয়নানন্দ—ইনি প্রেম বিলাস গ্রন্থোক্ত নয়নানন্দ মিশ্র। পরমারাধ্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর বাণীনাথ মিশ্রের পুত্র। মুর্শিদাবাদ কান্দির নিকটস্থ ভরতপুরে ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অদ্বৈতচন্দ্রের উপশখান্তর্গত পণ্ডিত গোস্বামীর শাখায় ইনি "মিশ্র নয়ন" নামে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের ২৯ ক্ষণদার ২নং (নিত্যানন্দ) গীত এবং ৩০ ক্ষণদার ১নং (গৌরচন্দ্র গীত) ইহার রচিত।

(২১) নরোত্তম—ইনি স্বনাম ধন্য খেতুরীর "নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়" এই গ্রন্থ সংগ্রহকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরমগুরু। এগ্রন্থের ৭ ক্ষণদার ৭নং গীত ২৬ ১০নং ১২—৫,৬। ১৭—১১এবং ৩০ ক্ষণদার ৭নং—এই সাতটি গীত এই মহাত্মার কৃত।

(২২) পরমানন্দ—এগ্রন্থের ১৪ ক্ষণদার ১নং গৌরচন্দ্র গীতটি ইহার বিরচিত, সম্ভবতঃ—ইনিই শ্রীচরিতামৃতের "পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি"।

(২৩) প্রসাদ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও অতি প্রিয় পাত্র এবং তাঁহারই কৃপায় "কবিপতি" খ্যাতি প্রাপ্ত; নিবাস বিষ্ণুপুর। ইহার পীতা করুণাময় মজুমদার বন্দনীয় আচার্য্য প্রভুর বাড়ীর মুহুরি ছিলেন। কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে আমাদের ২১ ক্ষণদার ২নং গীত ও ২৬ক্ষণদার ১নং গীত ইহার কৃত।

(২৪) বলরাম দাস—ইনি নরোত্তম বিলাস গ্রন্থোক্ত বলরাম কবিরাজ, বন্দনীয় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং সুপ্রসিদ্ধ অষ্ট কবিরাজের অন্যতম, নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াস গ্রামে। অদ্যাপি ইহার বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। কেহ কেহ মনে করেন স্বরূপ বর্ণন গ্রন্থোক্ত কৃষ্ণ নগরের দোগাছী নিবাসী নিত্যানন্দ শিষ্য বলরামই পদ কর্ত্তা, আবার কাহার কাহারও মতে প্রেম বিলাসোক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য কবিপতি বলরামই পদকর্ত্তা, তাহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কতদূর সবল জানি না। এই গ্রন্থের ৩ ক্ষণদার ১নং; ১২—২; ১৭—১; ১৯—১১; ২৩—২; এবং ২৫ ক্ষণদার ২নং গীত ইহার কৃত।

(২৫) বংশীদাস বা বংশীবদন—ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্শ্বদ ঠাকুর বংশীবদন। বংশী শিক্ষা গ্রন্থে আছে—"শ্রীছকড়ি চট্টোনাম বিখ্যাত ভুবন, তাঁহার অত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজন; চৌদ্দশত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায়, বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্ব লোকে গায়" এই গ্রন্থের ৩ক্ষ ৩, ৪, ৫; ৬—৪। ২২—৩ এবং ২৭ ক্ষণদার ৩নং গীত ইহার বিরচিত।

(২৬) বাসুদেব ঘোষ—ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনিয়া ও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষের সহোদর।৫ক্ষ ১। ১২ ও ২৩ক্ষ ১। ২৫—১। ২৬.২ ২৭—২। ২৮—১নং গীত গুলি ইহার কৃত।

(২৭) বাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রাম নিবাসী। মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়, সহস্র মুখে যার গুণ কহিল না হয়; এ গ্রন্থের ২২ ক্ষণদার ১নং গৌর চন্দ্র গীতিটি ইহার কৃত।

(২৮) বিদ্যাপতি—মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ ও তৎকর্ত্তৃক "অভিনব জয়দেব" উপাধি প্রাপ্ত। বিসপী নিবাসী। ১২৯৬ শকাব্দে জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। এই স্বনামধন্য পদকর্ত্তার নিম্নলিখিত গীতগুলি এ গ্রন্থে গৃহীত। ১ক্ষণদা ৩, ৪, ৫, ৮, ১১; ২—৬, ৭, ৮, ১০; ৫—৩, ৮, ৯, ১০ এবং ঐ ১১ (আস্বাঃ); ৭—৪; ৮—৪, ৮, ঐ ১৫ (আস্বাঃ); ১১—১৩; ১২—৮; ৪—১১; ১৬—৪, ৫; ১৭—৩, ৪; ২১—১; ২৪—৯; ২৫—৮, ৯; ২৬—৩, ৪, ৫ এবং ২৮ক্ষ ৩নং।

(২৯) বৃন্দাবন দাস—শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা। শ্রীবাস পণ্ডিতের

ভ্রাতষ্পুত্রী নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভে ১৮ মাস বাসের পর ১৪২৯ শকাব্দের বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে ভূমিষ্ঠ হন। নিম্নোক্ত গৌর নিত্যানন্দ পদ সমূহ ইহার কৃত। ২ ক্ষ ২নং ; ৪—১ ; ৮—১ ; ১১—১ ; 13—1 ; 14—২ ; পদকল্পতরুর মতে ৩০—২ নং গীতও ইহার প্রণীত।

(৩০) মদন—পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাসের বন্ধু। ঘনশ্যামের কোনও কোনও পদে আছে "মদন রায় পরমাণ" এই গ্রন্থের ৬—২ এবং 19— নং নিত্যানন্দ গীতিদ্বয় ইহার বিরচিত। উভয় গীতের ভণিতাই ঠিক্ সমান।

(৩১) মুরারী—শ্যামানন্দ ঠাকুরের শিষ্য ; উৎকলবাসী কবি ; পীতারনাম রাজা অচ্যুতানন্দ ; ইনি সুপ্রসিদ্ধ রসিকানন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা ; জাতিতে করণ কায়স্থ ; ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মতে ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবিবর ; এ গ্রন্থের ৬ ক্ষ 1নং ; ৯ - ৭ এবং ২৪—1০ নং গীত ইহার বিরচিত।

(৩২) মহেশ বসু—সম্ভবতঃ কুলীন গ্রামের বসুবংশ ; ইনি এগ্রন্থের 11ক্ষ 12 নং গীতের রচয়িতা ; পদকল্পতরুর মতে ঐ গীতটি বসুরামানন্দের বিরচিত।

(৩৩) যদুনাথ দাস,—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহার প্রসঙ্গ এইরূপ—রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তারনাম, প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম একস্থান ; তিন পুত্র তার কৃষ্ণপদ মকরন্দ, কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র ; ৯ক্ষ ৪, ৯ নং ; 19—৭ ; ২০—৬ ; ২৬—12নং গীতগুলি ইহার কৃত।

(৩৪) রামানন্দ বসু,—শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা মালাধর বসু অর্থাৎ গুণরাজ খানের পৌত্র ; সত্য রাজ খানের পুত্র, বর্দ্ধমান মেমারি ষ্টেসনের নিকটস্থ কুলীন গ্রাম নিবাসী ; এই গ্রন্থের 15—৫ এবং ২৯—1 নং গীতদ্বয় ইহার বিরচিত।

(৩৫) রামানন্দ রায়—মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। ভবানন্দ রায়ের প্রথম পুত্র। ইহার বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে নিম্নলিখিত গীতদ্বয় এ গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। ৮ক্ষণদার ৬ এবং ২১ ক্ষণদার ৬।

(৩৬) রাধাবল্লভ দাস—কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে। যথা—"সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন, তার পত্নী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন। তার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র" এই গ্রন্থে ২৪ ক্ষণদার ২নং গীতটি ইহার প্রণীত।

...নায়-গ্রন্থাগার
...নলিনি, ফরীদ
...বেজেশরী-5

(৩৭) লোচন দাস,—সুবিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা। ইহার আত্মকৃত পরিচয় এইরূপ—"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস" 'মাতা সদানন্দী' 'কমলাকর দাস মোর পিতা' 'নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা'। আমাদের ৪ ক্ষণদার ২নং ও ১৭ক্ষ ২ নং এই নিত্যানন্দ-গীতদ্বয় ইহার বিরচিত।

(৩৮) শঙ্কর ঘোষ,—বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—'বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি, ডমকের বাদ্যে যে প্রভুর কৈল প্রীতি।' শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে সকল পার্শ্বদভক্ত নীলাচলে ছিলেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহাদের মধ্যে শঙ্করের নাম দৃষ্ট হয় যথা "গদাধর, জগদানন্দ শঙ্কর, বক্রেশ্বর"। ২৪ ক্ষ ১ নং ও ৩০—২ নং গৌর-নিত্যানন্দ-গীতিদ্বয় ইহার বিরচিত।

(৩৯) শ্যামানন্দ,—স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ ঠাকুর। ইনিই শ্যামানন্দ পরিবারের প্রবর্ত্তক। ১৩ ক্ষণদার ৬ নং গীতটি ইহার বিরচিত। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্যালক—শ্যামানন্দ চক্রবর্ত্তী এই গীতের প্রণেতা।

(৪০) সিংহ ভূপতি,—কবীন্দ্র বিদ্যাপতি যাহার সভাসদ ছিলেন ইনি যে সেই সুপ্রসিদ্ধ গীত-রসানন্দী মহারাজ শিবসিংহ,গীতের ভাষাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ। কাহারও মতে পঞ্চপল্লীর রাজা নরসিংহই সিংহ ভূপতি! এ গ্রন্থের ১৪নং ক্ষণদার ৭ নং গীতটি ইহার প্রণীত।

(৪১) সুকবি,—ইহার প্রকৃত নাম রায় চম্পতি, উপাধিছিল 'সুকবি বিদ্যাপতি'। পদামৃত সমুদ্রের খণ্ডিতা প্রকরণে—'কি করব জপতপ' এই গীতের টীকায় মহাজন রাধামোহন ঠাকুর ইহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজস্য মহাপাত্র চম্পতি রায় নামা মহাভাগবত আসিৎ। স এব গীতকর্ত্তাঃ। ৯ ক্ষণদার ৫নং গীতটি ইহার বিরচিত।

(৪২) হরিরাম দাস,—ভক্তি রত্নাকরে ইহার প্রসঙ্গ এইরূপ—"শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম, রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম। শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরি রাম আচার্য্য" ইত্যাদি। প্রেম বিলাসে আছে—'হরিরাম আচার্য্য শাখা পরম পণ্ডিত, রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহজগত বিদিত। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়, তথার গোয়াস গ্রামে তাহার আলয়'। ইনি—সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট

ছিলেন। ইহার বংশধরগণ—অধুনা সৈদাবাদে বাস করেন। এ গ্রন্থের ১৮ ক্ষণদার ২নং গীতটি ইহার বিরচিত।

(৪৭) হরিবল্লভ বা বল্লভ,—এই গ্রন্থের সংগ্রহকার মহাত্মা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই 'বল্লভ ও হরিবল্লভ' ভণিতাযুক্ত গীত গুলির রচয়িতা। ১ ক্ষণদার ১নং গীতের আস্বাদনীতে আমরা লিখিয়াছি—'চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেশাশ্রয় করিয়া হরিবল্লভ নাম গ্রহণ করেন' একথা সর্ব্ববাদী সন্মত নহে। তবে তিনি যে সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া শেষ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন, এবং স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও বাড়িতে না যাওয়ায় পরিশেষে স্ত্রীর চেষ্টার ফলে আপন মন্ত্রদাতা গুরু—রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর আদেশে, একটিবারমাত্র অনিচ্ছায় বাড়ী গিয়াছিলেন, এই সকল সর্ব্বসন্মত ঘটনা পর্য্যালোচনায়—শেষ সময়ে তাঁহার নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণের কিম্বদন্তিটি আমাদের নিকট খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক তৎকৃত স্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত গীতাবলী গ্রন্থ যখন 'হরিবল্লভ ও বল্লভ" ভণিতাযুক্ত গীতেই পরিপূর্ণ, তখন উক্ত ভণিতার গীতগুলি যে তাহারইবিরচিত এ কথাতে সন্দেহের কারণ নাই।

বংশীলীলা গ্রন্থের প্রণেতার নামও বল্লভ, তিনি—ঠাকুর বংশীবদনের প্রপৌত্র। শ্রীচরিতামৃতেও একজন বল্লভের নামোল্লেখ আছে,যথা—"বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত" পদকল্পতরুতে 'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত গীত আছে, তৎসমূহের মধ্যে ইহার বিরচিত গীত থাকিতে পারে কিন্তু এ গ্রন্থে গৃহীত 'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত গীতের সমস্তই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বরচিত। নিম্নলিখিত কারণগুলি এ কথার সমর্থক। (১) পূর্ব্বোক্ত ভণিতার সমুদয় সংস্কৃত-গীতই, স্তবামৃতের গীতাবলী হইতে গৃহিত। (২) ঐ ভণিতার গীত সকল দ্বারা অনেক স্থানেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গীতের সহিত তৎপরবর্ত্তী গীতের সম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে ও "এত কহি দূতী চললি" ইত্যাদি ভাবের বর্ণনা দ্বারা কোথাও বা ক্ষণদার বর্ণিত লীলার সংলগ্নতা বিধান হইয়াছে। (৩) এ গ্রন্থের 'বল্লভ' ও "হরিবল্লভ" উভয়বিধ ভণিতাযুক্ত গীতগুলিই—সহোদর-ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় অকৃতিগত সাধারণ সাদৃশ্যযুক্ত এবং একই কণ্ঠে উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন সুরের ন্যায় এক প্রকৃতির। (৪) চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত শ্রীকৃষ্ণ—ভাবনামৃত

গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ দর্শিনী টীকার অথবা—শ্রীমদ্ উজ্জ্বল নীলমণির টীকায়—তাঁহার হৃদয় সম্পুটের সযত্ন-সংরক্ষিত-লীলামহারত্ন-রাজীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তিনি যেরূপ সুকৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সকল গীতেও সেই-রূপ ভঙ্গীতে তাঁহারই মধ্যে অনেকগুলি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৬২৬ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সমাপ্ত করেন,—এবং তৎপরে অল্পদিনমাত্র জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েই এ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছেন। কারণ এ গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই রহিয়াছে—'ইতি শ্রীগীত চিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় গ্রন্থের একখানি 'উত্তর বিভাগ" সঙ্কলন করাও তাহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ দেহাবসান হওয়ায় আর তাহা হইতে পারে নাই।

বঙ্গভাষায় বিরচিত এ গ্রন্থে—ক্ষণদা সকলের পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত সমাপ্তি বাক্য এবং "দূতী কৃষ্ণ মাহ" "কৃষ্ণেণ সহ উক্তি প্রত্যুক্তি" "শ্রীরাধা আহ" ইত্যাদি রূপ গীত বিশেষের শীর্ষোক্তি,—এবং সংস্কৃত ভাষার বহুতর গীত গ্রন্থে গ্রহণ দ্বারা গ্রন্থ সংগ্রহকারের সংস্কৃতানুরাগ,—ও সংস্কৃত লেখায় সিদ্ধ হস্ততা ও তদ্বিষয় বদ্ধমূল অভ্যাস—পূর্ণরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে।

এই গ্রন্থের নিম্ন লিখিত গীতগুলি বল্লভ ভণিতাযুক্ত—১ ক্ষণদার ৬ ও ৯নং ২—৫; ৩—৫; ৪—১০; ৫—৪, ৮; ৬—৮; ৭—৬; ১০—৭; ১১—৭; ১২—৭; ২০—৮; ২৪—১২; ২৮—৯; নিম্নের গানগুলি হরিবল্লভ ভনিতা-যুক্ত। যথা—১ ক্ষ ১, ৭; ২—৪, ৬; ৩—৮; ৪—৭, ৯, ১৩; ৫—৭, ১১; ৬—৬; ৭—৮, ৮—১৪ ১৬; ৯—৬, ১০; ১০—৪; ১১—৫; ১৩—৪, ৫, ৯; ৬—৬, ৮; ১৭—৭, ৮; ১৮—৬; ১৯—১২, ১৪; ২০—১১; ২৩—১২, ১৪; ২৫—৬; ২৬—৭; ২৭—৬, ৮; ২৮—৫ মোট—৫২।

সম্পাদকের নিবেদন।

নিম্নোক্ত সত্য সমূহ যাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল নহে, এ গ্রন্থ তাহাদের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই।

(১) জড় জগতের মধ্যাকর্ষণ-শক্তির ন্যায়, চিজ্জগতের স্থিতি, গতি পরিণতিও উন্নতিব এবং সমস্ত আনন্দের একমাত্র নিদান—প্রেম।

(২) ধ্বংশ ও পরিবর্ত্তনশীল-বৈকারিক বস্তুতে প্রীতি সমুচিত নহে, কারণ তাহার পরিণাম ফল—দুঃখ। রূপ, গুণ, মাধুর্য্য হইতে কখনও যাহার চ্যুতি নাই, সেই রসস্বরূপ-অচ্যুত-ভগবানের প্রতি প্রেম-ভাবই নিত্যানন্দ লাভের পরমোপায়।

(৩) শ্রীভগবানের "জ্ঞানাতীত মায়াতীত মহৈশ্বর্য্য-সঙ্কুল-স্বরূপে" জীবের ভাবময়-প্রীতির-সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব, যে হেতুক ভয় সম্ভ্রমাদি তাহার প্রবল বাধক। তাঁহার নরবপু—অর্থাৎ শুদ্ধ-মাধুর্য্য ও রসময়, সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপই প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-বিষয়াবলম্বন, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ভজনীয়।

(৪) সংসার অশান্তির আকর, উহা হইতে নয়ন মন ফিরাইয়া জীব জগন্মঙ্গল-গৌরাঙ্গচন্দ্রের নামে রূপে গুণে মজিলেই প্রেমের আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে ও শ্রীশ্রীরাধামধবের লোকাতীত লীলানুভবের অপার্থিব সুখে অধিকারী হইতে পারে।

(৫) ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসই—প্রেমের পরাকাষ্ঠা; শিবলোকে ব্রহ্মলোকে, কি বৈকুণ্ঠে কোথাও রসের এমন পূর্ণ-পরিণতি ও পূর্ণানন্দ নাই! ব্রজভাব ব্যবহারিক-সম্বন্ধ-সমুদ্ভুত বস্তু নহে। নিজসুখ, স্বার্থ কি ইন্দ্রিয়ের প্রণোদনা-সম্ভূত নহে, উহার সহিত বিবেচনা অবিবেচনার কোনও সম্বন্ধ নাই, উহা অবিকৃত নিরপেক্ষ প্রেমের পূর্ণাদর্শ!! এই অপার্থিব প্রেমের ফলে গর্ভধারিণী না হইয়াও মাতৃ-সৌভাগ্যের চরম ফল লাভ হয়, জন্ম দাতা না হইয়াও পিতৃপদের পূর্ণতম সুখাদি লাভ হয়, পরিণীতা পত্নী না

হইয়াও কান্তা-শিরোমণিত্ব লাভ হয়, সামান্য গোপশিশু হইয়াও রাজনন্দনের প্রিয়সখা হওয়া যায়, ভ্রাতা না হইয়াও আদর গৌরবের পরমাধার "দাদা" হইতে পারাযায়!! এমন মহাবলীয়ান প্রেম-ভাবের ভজন ও অনুগতি ব্যতিত জীবের পরম মঙ্গল আর কি হইতে পারে ?

এগ্রন্থ রাগানুগীয় ভক্তগণের ভজন সাহায্যের নিমিত্ত—

যে সকল মহানুভব ভক্তমণ্ডলী জানেন শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের রসকেলী অপ্রাকৃত বস্তু। আকারে এক হইয়াও—যেমন চক্ষুর প্রিয়তা ও সৌরভ্যাদি গুণের নিমিত্ত অগুরু কাষ্ঠেরধূম সাধারণ ধূম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু এবং প্রেম সমুত্থ নায়ক-নায়িকার ঈর্ষা অসূয়াদি, আর রজ-তমোগুণ-সঞ্জাত ঈর্ষাদি যে প্রকার বিভিন্ন গুণ ধর্ম্মাদি বিশিষ্ট পৃথক পদার্থ, তেমনি পার্থিব জড়-রস আর ব্রজের প্রেম-রসের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরিত। ব্রজরস যাহাদের সাধনের ধন—হৃদয়ের সারসম্পদ এবং ব্রজ-কিশোর-কিশোরীর মধুর প্রেম লীলা সম্পাদনও বিস্তার কারিণী-সখীগণের দাসী রূপে আনুগত্য যাহাদের ভজনের তাৎপর্য্য ও বাসনার সার, সেই সকল ভজনানন্দী ভক্তগণের ভজন-সাহায্যার্থ স্বনাম ধন্য রাগানুগীয়-ভজন-পদ্ধতির সুপ্রদর্শক মহাত্মা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই প্রেমময়-প্রেমময়ীর রসলীলা বর্ণনের অনুসঙ্গে—সখীভাবে সাধকের লোভ উৎপাদনার্থ সখীগণের স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা আনন্দ, সুখ, দুঃখ,অধিকার আদরও চাতুর্য্যাদি বিশেষভাবে এবং অতি সুন্দররূপে ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানাকারে গ্রন্থ প্রকাশের কারণ—

শ্রীব্রজ মণ্ডলের ভজনানন্দ বৈষ্ণবগণের চরণানুগত্যে, তাঁহাদের রীত্যনুসারে আমরা এই অমূল্য গ্রন্থের নিত্যপাঠে নিরত হই। কিন্তু বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থের ভুলবাহুল্য এবং হস্তলিখিত পুস্তকাবলীর পাঠ-বৈষম্য ও লিপিকর প্রমাদের আধিক্য,আমাদিগকে বড়ই বিরক্ত ও বঞ্চিত করিতেছিল। পরিশেষে ভক্তিভাজন নিত্যানন্দ দাস বাবাজী দাদামহাশয়ের উপদেশে ও সাহায্যে অতি প্রাচীন দুই খানি সুবিজ্ঞ লেখকের বিলিখিত গ্রন্থের সহিত অন্যান্য

গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া ও অভিজ্ঞ মহোদয়গণের সহিত আলোচনা করিয়া, যথাসাধ্য ভ্রম প্রমাদ নিরসন পূর্ব্বক আমরা একখানি গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া লইলাম এবং গীত গুলি—"কিরূপ অবস্থায় কাহার উক্তি" তাহা না বুঝিলে লীলার সংলগ্নতা উপলব্ধি হয় না বলিয়া এবং লীলারসানন্দী মহাত্মাগণ যে প্রণালীতে এই সকল গীতের রসাস্বাদন করেন তাহার দিগ্‌দর্শন জন্য ও বহুতর গীতেরই বহুতর স্থানের অর্থবোধ প্রগাঢ় চিন্তা ও গভীর আলোচনা-সাপেক্ষ দেখিয়া—তদ্ব্যাখ্যা লিপি করিয়া রাখা প্রয়োজনীয় বোধ হওয়ায়, তাহাতে একটি আস্বাদন দিগ্‌দর্শিনী টীপ্পনি লিখিয়া রাখিলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কীর্ত্তনানন্দী ভক্তকুল-ভূষণ বাবু কাশীনাথ রায় ঐ হস্তলিখিত গ্রন্থখানি দেখিয়া উহা মুদ্রিত করার জন্য অত্যাগ্রহ প্রকাশ করায়

নিম্ন লিখিতানুরূপ উন্নতির সহিত গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইল—

(১) রস পরিস্ফুটের উদ্দেশ্যে আমরা আস্বাদনীতে কতক গুলি মনোহর মহাজনী পদ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

(২) যে তিথিতে যে ক্ষণদার পাঠকীর্ত্তন কর্ত্তব্য, গ্রন্থের উপরিভাগে তাহা লিখিয়া দিলাম।

(৩) গীত কর্ত্তার মহিমা, মত ও মনোভাবের অনুভূতি, গীতের রস ও রহস্যার্থ অনুভবের এবং অনুরাগের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তনের অতি উৎকৃষ্ট উপায়, এই নিমিত্ত যে সকল গীতে (প্রায় ৪০টিতে) ভণিতা ছিল না তন্মধ্যে অনেক গুলি, গ্রন্থান্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। যে গুলিকে প্রকরণ-সঙ্গতি রক্ষার্থ, গ্রন্থকর্ত্তা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বোধ হইল, সে গুলি আস্বাদনীতে দিয়াছি। অন্যান্য গুলি উদ্ধৃত চিহ্নে ও বন্ধনিতে চিহ্নিত করিয়া যথা স্থানেই প্রদান করিয়াছি।

(৪) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে পদকর্ত্তা গণের মহিমাদি বোধক একটী দ্বিতীয় সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

(৫) সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মণ্ডলীর আনন্দাধিক্যের নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার গীতগুলির সমাদৃত টীকা উদ্ধার করিয়া দিলাম, যে সকল সংস্কৃত গীতের টীকা নাই, আমার পরম করুণাবতার আরাধ্যদেব শ্রীমদ্দ্বৈতবংশাবতংস আচার্য্য শিরোমণি শ্রীপাদ

রাধিকানাথ গোস্বামীর শ্রীমুখোক্তি হইতে সেগুলিরও টীকা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

(৬) অক্লেশে গীতগুলি বাহির করার সুবিধার নিমিত্ত বর্ণানুক্রমে গীতের প্রারম্ভাংশ লিখিয়া সুবিস্তার সূচিপত্র প্রস্তুত এবং তাহাতে অন্যান্য প্রসিদ্ধ গীত গ্রন্থের যেখানে যেখানে ঐ সকল গীত আছে তাহাও দেখাইয়া দিলাম।

(৭) অন্যান্য গ্রন্থের সহিত যে সকল গুরুতর পাঠ বৈষম্য ও প্রকরণ পার্থক্য আছে, পূর্ব্বোক্ত সূচীপত্রে এবং আস্বাদনীতে তাহাও দেখাইয়া দিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের পদ সংগ্রহ পূর্ব্বক লীলাবর্ণনার আদি ও আদর্শ—এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সাহিত্যভাণ্ডারে অতি মূল্যবান্ বস্তু, তন্নিমিত্ত আমরা ইহার পরিচর্য্যায় সাধ্যানুসারে চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করি নাই! কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় মুদ্রণ ভ্রমের নিমিত্ত চেষ্টাও আশার অনুরূপ ফল হইতে আমরা বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছি। আস্বাদনীতে ও টীকাতে স্থানে স্থানে মারাত্মক মুদ্রণ ভুল রহিয়া গিয়াছে। এবং প্রেসে নূতন অক্ষর ও বঙ্গালা অঙ্কের শোচনীয় অভাব প্রযুক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রণ-সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এমন কি সূচীপত্রের অনেক স্থানেই বাঙ্গালা ও ইংরাজী অঙ্ক মিলাইয়া 1৬, ৩2, 8৫4' ইত্যাকার বিড়ম্বনার সহিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে! পাঠক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সতর্কতার সহিত সূচীপত্রের অঙ্কগুলি পাঠ করিবেন। আরও সবিশেষ দুঃখ এই যে—গ্রন্থের আকার অভাবিত বৃহৎ এবং মুদ্রাঙ্কণে অপরিহার্য্য-নীয় বিলম্ব হইয়া পড়ায় এইবারে পূর্ণাবয়বে শুদ্ধিপত্র দিবারও সুবিধা হইল না!!

আং সাংঘাতিক মুদ্রণ ভ্রম—

২৪৫ পত্রাঙ্কের স্থলে ৫৪২ বসিয়াছে এবং ২৫৭ হইতে ২৬৪ পত্রাঙ্ক দুই বার ছাপা হইয়াছে!! কৃপাময় পাঠকমণ্ডলী অষ্টাদশী ক্ষণদার ৫নং গীতের আরম্ভ পৃষ্ঠা হইতে উনবিংশতি ক্ষণদার ৩নং গানের আরম্ভ পৃষ্টা পর্য্যন্ত আট পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ২৫৭ হইতে ২৬৪ পর্য্যন্ত অঙ্ক সকল কাটিয়া যথাক্রমে ২৬৫ হইতে ২৭২ করিয়া লইবেন।

—

উপসংহারে—বিনীত প্রার্থনা মহাজনীপদের আস্বাদনী লেখা আমার ন্যায় রস-বোধ বিহীন অভাজনের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। পতিতপাবন পরমারাধ্য অভীষ্টদেব (পূর্ব্বোল্লিখিত) প্রভুপাদের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদে যাহা লেখা হইয়াছে যদিও তাহা—তাঁহাকে শুনাইয়া এবং তদীয় কৃপানিদেশানুসারে সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়াছি তথাপি তাঁহার শ্রবণের অনবধানে কোনও কোনও স্থানে ভ্রম প্রমাদ থাকা কিছুই বিচিত্র নহে; সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী এরূপ ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাইলে প্রদর্শন করিয়া কৃপা প্রকাশ করিবেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন কেশীঘাট নিবাসী কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীর নিকটে এ গ্রন্থ প্রাপ্তব্য। ব্রজ রস মুগ্ধ গ্রাহকগণ ডাকে গ্রন্থ লইতে চাহিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ ব্যয় ৴৫ পাঠাইবেন। ইতি

কেশীঘাট, বৃন্দাবন।
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ সাল

কৃপাভিখারী—দীনাতিদীন
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

মঙ্গলাচরণ।

অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো।
নিত্যানন্দসখঃ, সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ ॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরভগবানই কলিপীড়িত নরনারীর একমাত্র আশ্রয়। যে হেতু পরমজ্ঞানীশিরোমণি ও অলৌকিক প্রভাবশালী (স্বরূপতঃ মহাবিষ্ণু ও মহাদেবের অবতার) লোকপূজিত শ্রীল অদ্বৈতচন্দ্র, জীবের দুর্গতি দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া এবং উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া, পূর্ণ-ভগবানের অবতারার্থ বহু আরাধনা দ্বারা তাঁহাকে প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরচন্দ্রই নিখিল রসভাবিত ভক্তবৃন্দের প্রেষ্ঠ, প্রিয়, সখা, সম্পদ, পতিপুত্রাদি সর্ব্বভাবে ভজনীয়। যেহেতু শনামধন্য শ্রীযুক্ত নরহরি সরকার ঠাকুরের ন্যায় মহিমান্বিত মধুররসের ভক্তগণ তাঁহাকে প্রেষ্ঠস্বরূপে ভজন করিয়াছেন। এবং ব্রজ-রসপ্রাণ যতীন্দ্র-শিরোমণি শ্রীপাদস্বরূপ গোস্বামীর ন্যায় মহারসিক মণ্ডলী তাঁহাকে 'প্রিয়' স্বরূপে প্রাণের প্রাণ বলিয়া আরাধনা করিয়াছেন। আর প্রকৃত প্রেমে জগৎ জুড়ানের অনুসঙ্গে নানাবিধ লোকাতীত প্রভাবে ঈশ্বরত্ব প্রকটন কারী [মূলসঙ্কর্ষণ] দয়ার সাগর শ্রীনিতাই চাঁদ, শুদ্ধ সখ্যের পরমাধাররূপে নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। ও অসাধারণ ধীমান্ গৌড় রাজমন্ত্রী শ্রীমৎ সনাতন, গোস্বামী ও শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী তাঁহার প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অতুলিত পদৈশ্বর্য্য তুচ্ছজ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব স্মৃতিকর্ত্তা সেই শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহাকে একমাত্র 'গতি' বলিয়া নির্দ্ধারণ ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-

লক্ষ্মীপ্রাণপতি র্গদাধর রসোল্লাসী, জগন্নাথভূঃ।
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদঃ সদয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥
আজানুলম্বিত ভুজৌ, কনকাবদাতৌ,
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ, কমলায়তাক্ষৌ,

ছেন, ও প্রেমামৃত বর্ষণে জীবের নবজীবন দাতা পরমাভিবন্দনীয় সেই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে—পরম সম্পদের, প্রকৃত কীর্ত্তির, কিংবা নিত্য প্রেমানন্দের "কেতন" স্বরূপে অথবা রাধাপ্রেমের জয়ধ্বজারূপে নিরত হৃদয়ে ধারণ করিতেন। আবার শ্রীভগবানের নিত্যকান্তা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর তিনি প্রাণপতি অথচ তাহা হইয়াও ব্রজ-বামলোচনামণি শ্রীরাধার ভাবময় ভক্ত-বিগ্রহ, শ্রীযুত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর, উজ্জল পরকীয়-রসাত্মক প্রেমরসে সতত উল্লসিত। এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র হইতে প্রাদুর্ভাব লীলা অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে বাৎসল্য রসের নিত্যানন্দ দান করিয়াছেন।

এই নিমিত্তই বন্দনীয় গ্রন্থকার মহাশয় "এই করুণারস ও ভাবরস বিলাসী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দেব শচীনন্দন স্বকীয় অঙ্গ (শ্রীশ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ) উপাঙ্গ [শ্রীবাসাদি] পার্ষদ [স্বরূপ সনাতনাদি] গণের সহিত সদয় হউন" এই প্রার্থনাময় মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। অতএব মহিমানুভূতির সহিত গ্রন্থারম্ভে এ শ্লোকটী কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

এমন যে দুইজনা আছেন। উভয়ের ভুজযুগল আজানুলম্বিত (অর্থাৎ সুস্পষ্ট মহাপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত ও লীলাবিলাসে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনাদিতে সুদীর্ঘ ভুজের চালনা দ্বারা জগতের অমঙ্গল বিনাশ ও দূরবর্ত্তী জনগণকে প্রেমদান ও আকর্ষণকারী)।

দুজনেরই বর্ণ কনকের ন্যায় সুন্দর, নির্ম্মল, গৌর (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতীয় "শুক্ল 'রক্ত স্তথাপীত" মহাভারতীয় "সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ" উপনিষদোক্ত "রুক্মবর্ণ" ইত্যাদি সুবিখ্যাত বাক্যাবলীর লক্ষিত ভগবান্)।

উভয়ে মূর্ত্তিমান্ মহামঙ্গলরূপ সঙ্কীর্ত্তনের পিতা অথবা পিতামাতা। এস্থলে অবশ্যই পূর্ব্বপক্ষ হইবে—"একজন পুরুষ, সন্তানের মাতা এবং অপরে পিতা

বিশ্বম্ভরৌ, দ্বিজবরৌ, যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ, করুণাবতারৌ ॥ ২ ॥

অথবা এক পুত্রের দুই পিতা" এই দুই কথাই যে অসম্ভব!! এ প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ একই বস্তু। লীলাসাধনার্থ প্রতীতিতে বিভিন্ন হইয়াও কার্য্যতঃ এক। শ্রীগৌরকিশোর ইচ্ছাময় আর শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্র ক্রিয়াময় বিগ্রহ। ইচ্ছা এবং ক্রিয়ার সম্মিলনেই যাবতীয় লীলা। শ্রীচরিতামৃত সুস্পষ্টবাক্যে এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ"। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "নিতাই ভজিলে গৌর পাবে" এই মহা বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়, যেমন ক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছাকে ধরা যায়, তেমনি একত্ব হেতু নিতাই ভজিয়া গৌরকে পাওয়া যায়। বিচারেও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র শ্রীগৌরহরির প্রকাশ স্বরূপ মাত্র। শ্রীচরিতামৃতে আদি, ১ম পরিচ্ছেদ।

আর দুজনেরই কমলায়ত লোচন। (নয়নের আয়তত্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং জীবের দুর্গতি দর্শনে করুণা বিস্ফারিততা উভয়ের পরিচায়ক। নয়নের লোকাতীত সৌন্দর্য্য; স্নিগ্ধতা, কোমলতা, দর্শকের চক্ষু জ্বালা বিদূরণাদি অসীমগুণের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি নিমিত্ত কমলের সহিত উৎপ্রেক্ষা)।

দুজনেই নিখিল বিশ্বের পতি ও গতি [তত্ত্বপক্ষে একথা গোস্বামী সিদ্ধান্ত। লীলাপক্ষে ভক্তি রসামৃতে জগৎ পরিপোষণ সর্ব্বজ্ঞানিত কথা। বিশ্বম্ভর শব্দের এই অর্থ।]

দুইজনেই দ্বিজ কুলের বরেণ্য [যেমন অসাধারণ সদ্‌গুণে ও পাণ্ডিত্যে, তেমনি ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও ধর্ম্ম যাজনের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা দ্বিজবরৌ]।

দুজনেই যুগধর্ম্মের প্রতিপালক [কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীনাম সংকীর্ত্তন, সে রসে আজ ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিও যে দুজনের করুণায় মাতোয়ারা। এবং যে দুজন সমস্ত জগতের প্রিয়বিধানকারী। সভ্য অসভ্য, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, নির্ব্বিশেষে জগতের সমস্ত প্রাণীরই,—প্রীতির বস্তু নৃত্য ও গীত। যে দুজনের অপার করুণায় নানাপ্রকার কঠোর সাধনের পরিবর্ত্তে উহাই জগতে, ভজনের

আশীর্ব্বাদ মঙ্গলাচরণ।

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া, বিসদয়া, প্রোন্মীলদামোদয়া
সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া, রসদয়া, চিত্তার্পিতোন্মাদয়া

প্রধান সাধন হইয়াছে। উত্তম, অধম, পাপী, তাপী সকলের প্রতি নির্ব্বিচারে করুণা বিতরণকারী, সেই পরম দয়াল অবতারদ্বয়কে বন্দনা করি।

শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি,শ্লোকোক্ত বিশেষণের সার্থক প্রয়োগ হইতে পরে না। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক দ্বারা অভীষ্ট বন্দন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

বৈষ্ণবজগতের বিশুদ্ধ ভজন-পথপ্রদর্শক, বন্দনীয়-চরণ, শ্রীযুক্ত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটী মহা বাক্য এই:—

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল বিলাস স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নাই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ব বিধি সার ॥

এই গীত চিন্তামনি গ্রন্থ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেই দৈনন্দিন যুগল বিলাস এবং সেই মধুর মধুর শ্রীমূর্ত্তি যুগলের নানা ভাবোচ্ছলিত নব নব বিকাসের অপূর্ব্ব চিত্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু হৃদয়ের যাবতীয় খেদ বিদূরিত এবং মন বিসদ অর্থাৎ নির্ম্মল না হইলে ; দেশ কাল অধিকারী, উদ্দেশ্য এবং রসভাবাদির বিচার দ্বারা শাস্ত্র বাক্যে সমন্বয়বুদ্ধি ও বিশ্বাস না জন্মিলে ; হৃদয় নির্ম্মল নিত্যরসে বিভাবিত এবং অন্তরে প্রেমানন্দের উদয় না হইলে, ভক্তিরসে নিত্য বিনোদিত না হইলে, সর্ব্বত্রে স্বাভীষ্ট দর্শন জনিত সমদৃষ্টি না জন্মিলে যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের এই অপ্রাকৃত চিন্ময় মানবীয়-রূপের ও লীলার প্রকৃত ভাব ও ছবি জীব-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। এবং তদ্ব্যতিত কেহই এ মহারসময় গ্রন্থের রসাস্বাদনে অধিকারী হইবেন না।

কলিপীড়িত জীবের পক্ষে এইরূপ মহাভাগ্য লাভ, একমাত্র শ্রীগৌর

শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া, সমদয়া, মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে ! তবদয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ৩ ॥
চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং

সুন্দরের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কৃপা সাপেক্ষ। তাই এগ্রন্থের মহানুভব সংগ্রহ কর্ত্তা; শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহা কৃপাপাত্র ভক্তশূর কবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৮ম পরিচ্ছেদের ১১স সংখক এই শ্লোকটির দ্বারা তদীয় কৃপাকাঙ্খা করিতেছেন, যথা "হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য ! তোমার যে দয়ায় লোকসকলের যাবতীয় খেদ [শোক দুঃখ আক্ষেপাদি] অবহেলে উদ্ধূলীত অর্থাৎ সমূলে উৎপাটিত হয়, মন নির্ম্মলকরে. প্রকৃষ্টরূপে প্রেমানন্দের বিকাশ সাধন করে। শাস্ত্র সকলের, মত ভেদের মূলীভূত কথা যে "সাধ্যবস্তু লাভের উপায় কি ?" এ বিতর্কে আর জীবকে যাইতে না দিয়া ও শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় দেখাইয়া বিবাদ প্রসমন করে। সংসার বিশুষ্ক জীব হৃদয় রস ভাবিত করে। চিত্তে উন্মাদনা দান করে, সর্ব্বদা ভক্তি সুখানুভূতিতে, চিত্ত বিনোদিত করে। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দান করে। মাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষ রূপিনী তোমার সেই দয়া জগতের মঙ্গলার্থ সমুদিত হউক"

অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তের উক্তি কদাচ অতি রঞ্জিত কি ব্যর্থ হয় না। প্রাণের উৎকণ্ঠা ও বিশ্বাস সহকারে এ শ্লোকটী কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্যাপহারক। সংসারোথ মহাদাবানল নির্ব্বাপণকারী। এবং মঙ্গলরূপ শ্বেত-কুমুদের প্রস্ফুরণ করণে চন্দ্রিকা সদৃশ। যাহা পরাবিদারূপিণী বধূর প্রাণ স্বরূপ। আনন্দের সমুদ্র পরিবর্দ্ধক, প্রতিপদে যাহাতে পূর্ণরূপে অমৃতের আস্বাদ বিরাজিত। যাহা ব্রহ্মাদি হইতে কীটপতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে অপূর্ব্ব-রসে স্নান করায় সেই শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্রীপদ্যাবলী গ্রন্থের নাম মাহাত্ম্য প্রকরণের ৬ষ্ঠ [ক্রমিক গণনায় ২২শ]

আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং ॥ ৪ ॥

সংখ্যক এই শ্লোক দ্বারা :সঙ্কীর্ত্তন গীতাবলীর সম্পুটস্বরূপ এ গ্রন্থের বস্তু-নির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণে শ্রীসংকীর্ত্তনের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

দৃপধাতুর অর্থ দীপ্তিবিধান। প্রতিবিম্ব প্রতিফলনের সর্ব্ব প্রকার স্বচ্ছ-ফলক—চশ্‌মা, দূরবীক্ষণাদি সমস্ত দ্রব্য দর্পণ শব্দের প্রতিপাদ্য। মানবের নির্ম্মল চিত্ত এই জাতীয় সর্ব্বপ্রকার ফলকের গুণ সম্পন্ন দর্পণ স্বরূপ,তদ্দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, অগাধ, অপরিমিত, নিকটস্থ বা সুদূরস্থ সমস্ত দ্রব্যের, অতীন্দ্রিয় পদার্থ পর্য্যন্তের এমনকি আত্মারস্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ, তদীয় শক্তি সমূহের স্বরূপ ভাবসমূহের ও লীলাসমূহের—ছবি পর্য্যন্ত অনুভূত হইতে পারে। মায়ার ছায়ায় এবং জাগতিক পঙ্কিলতার সংস্পর্শে আমাদের এমন অপূর্ব্ব বস্তু, মলিন ও অকর্ম্মণ্য! ইহার অধিক দুঃখ আর কি আছে? করুণাবতার শ্রীশচী-নন্দন গৌরভগবান্ চেতোদর্পণের এই মালিন্যের সম্মার্জ্জন স্বরূপ শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং :দুর্ভাগ্যজীবগণ, নানা ভাব ও নানা রুচিসম্পন্ন বলিয়া নানাপ্রকারে ইহার, গুণ প্রচার করিয়াছেন।

আমার দয়ালপ্রভু হৃদয়াকর্ষক ভক্তরূপে, সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ রূপে, দিগ্‌বিজয়ী-পরাভবী অধ্যাপকরূপে, সর্ব্বজন- মান্য মহাপ্রভাবান্বিত সন্ন্যাসীরূপে এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ন্যায় সরল কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু হইতে সহস্র সহস্র জ্ঞানীর ঐহিক পারত্রিক উপদেষ্টা জগৎ বিখ্যাত প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌম পর্য্যন্ত কত কত মহামান্য জন সকলকে উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দ্বারা এবং পরিশেষে বক্ষ্যমান শ্লোকটীকে স্বীয় শিক্ষাষ্টকে সন্নিবেশিত করিয়া শিক্ষাদিয়াছেন যে, শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, কলির জীবের পরম কর্ত্তব্য এবং, চিত্ত-দর্পণের মালিন্য নাশের উপায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে এশ্লোকটি গৃহিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে, ইহার প্রত্যেক কথা অব্যর্থ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মভাগ্য, এবং বাসনার সংঘর্ষনোত্থ দাবানল কীর্ত্তনামৃতে নিশ্চয় নির্ব্বাপিত হয়। শ্রেয় অর্থাৎ প্রেমলাভ হয়। দিব্যজ্ঞানের বিকাশ হয়। অমৃতাভিষিক্ত শুষ্কশাখায় নবপল্লবোদয়ের ন্যায় নব-জীবন লাভ হয় ॥ ৪ ॥

আনন্দবাগ—গ্রন্থাগার
পাণিহাটি, ২৪ পরগণা
[stamp partly illegible]

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

১ম ক্ষণদা, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—রাগ কেদারা।

(১)

দেখ দেখ সোই ! মুরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম,
নয়ন-চসক, ভরি লেহ ॥ ধ্রু ॥
শ্যামল বরণ, মধুর-রস ঔষধি,
পূরব যো, গোকুল মাহ।

দেখ দেখ সেই মূর্ত্তিমান মেঘ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। স্ববর্ণের ন্যায় সুন্দর গৌরবর্ণ এবং সুধা অপেক্ষাও মধুরাস্বাদ যুক্ত এই রূপামৃত দ্বারা নয়নরূপ পাণপাত্র পূর্ণ করিয়া লও। পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ মধুর-রস-রূপে এবং নিখিল গোকুলজনের জীবন ধারণের নিদান ঔষধিরূপে, গোকুলে যাহার উদয় হইয়াছিল, যাহার সৌরভ-প্রবাহ জগতের যাবতীয় যুবতীগণকে (দেবী, মানবী, নির্ব্বিশেষে) উন্মাদিত করিয়াছিল। ললনা-শিরোমণি ব্রজ-সুন্দরীগণ যে রস-স্বরূপকে কুচমণ্ডলের মহাভূষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পরমবস্তুই এক্ষণে তৎপ্রভাবে অর্থাৎ ব্রজগৌরাঙ্গিনীগণের স্তন কান্তিতে গৌরবর্ণ হইয়া গৌড়ে আসিয়াছেন এবং এস্থানেও দুইরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। প্রথম স্বরূপে মূর্ত্তিমান্ মেঘরূপে নির্ব্বিচারে রসবর্ষণ, আর দ্বিতীয় স্বরূপে প্রেম-কল্পতরু হইয়া প্রেমদান করিতেছেন। আবার সকল ভুবনের সুখদ কীর্ত্তন সম্পদে দিবারাত্রি মত্ত থাকিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

উপজল জগত, যুবতী উমতাওল,
যো সৌরভ পরবাহ।।
যো রস, বরজ গোরী, কুচমণ্ডল
মণ্ডন-বর, করি রাখি।
তে ভেল গৌর, গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেম-সুরশাখী।।
সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন সম্পদ
মত্ত রহল দিনরাতি।

এ গীতে, রসময়, সর্ব্বতাপহারী এবং নিরন্তর রসবর্ষণশীল বলিয়া, পূরবের গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণ এবং আমাদের নদীয়ানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের তুল্যভাবে মেঘরূপে বর্ণনা হইলেও, কথিত হইয়াছে,—শ্যামলমেঘের বর্ষণস্থান কেবল শ্রীগোকুল। সে লীলায় জগতের ভাগ্যে নগদ লাভ, কেবল সৌরভ-প্রবাহ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মেঘ গৌড়ে সমুদিত হইয়া স্থান, কাল, পাত্র, বিচার ব্যতীত যাবতীয় ভুবনে রসবর্ষণকারী।

দ্বিতীয়রূপের বিচারেও দেখুন, ঔষধি উদ্ভিদ হইতে ফল, মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প, ছায়া, রস প্রভৃতি সমস্ত সম্পদেই, তরু সমৃদ্ধ এবং বৃহৎ। এই প্রকারে সুকৌশল বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা জগন্মঙ্গল শ্রীশচীকুমারের অব্যর্থ মহা করুণা চিন্তার সমুল্লাসে উচ্ছসিত হইয়া গীতকর্ত্তা বলিতেছেন :—যেখানে বা যে হৃদয়ে এই মঙ্গল স্বরূপের প্রকাশ তথায় ভব দাবানল এবং কলিকল্মষ কোন্ ছার পদার্থ? কি করিতে পারে?

বিষয় বিক্ষোভিত মানবীয় মলিন হৃদয়ে, রসময় রসময়ীরূপে লীলাবিলাসী, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের চিন্ময় নির্ম্মল রসলীলার অবিকৃত স্ফূর্ত্তি কেবল শ্রীগৌরশশধরের কৃপা সাপেক্ষ।

"গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধি-কারী" মহাজনের এ মহাবাক্য অভ্রান্ত এবং বহু পরীক্ষিত সত্য। তাহাই

ভবদব কোন ? কোন কলি-কল্মষ ?
যাহা হরিবল্লভ ভাঁতি ॥

---

(২)

রাগ—কেদার, গান্ধার।

আরে মোর নিতাই সে নায়র।
সংসার-তাপিত— জীবের জীবন,
নিতাই মোর সুখের সায়র ॥ ধ্রু ॥
অবনী মণ্ডলে, আইল নিতাই,
ধরি অবধূত বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন, বসু জাহ্নবার জীবন,
চৈতন্যলীলায় বিশেষ ॥

ব্রজরস-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রগীতির সদাচার বৈষ্ণব সমাজে চির-প্রচলিত।

গ্রন্থকার, বন্দনীয় শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেবাশ্রয় করিয়া "হরিবল্লভ দাস" নাম গ্রহণ করেন। এ গীতটি তাঁহার স্বরচিত। নামোল্লেখ শূন্য এই গীতে রূপকাদি নানা অলঙ্কারচ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ, গুণ মহিমাদি বর্ণন দ্বারা তিনি পূর্ব্বোক্ত সদাচার সম্পাদন করিয়াছেন।

---

(২) আরে! আমার নিতাইর ন্যায় নাগর আর কে আছে? সমুদ্র যেমন জলচর জীব নিচয়কে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক নাচিয়া নাচাইয়া আনন্দ দান করে ও বাঁচাইয়া রাখে, তেমনি সংসার-সন্তপ্ত যাবতীয় জীবকে নিয়ত সুখসত্ত্বারূপ স্বকীয় বুকে রাখিয়া, জনগণের জীবন স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময় সুখের সাগর আমার নিতাইচাঁদ অবিরত আনন্দক্রীড়া করিতেছেন।

নরলীলায় এই নিতাই পদ্মাবতীদেবীর পুত্ররূপে অবধূতের বেশে অবনীতে

রাম অবতারে, অনুজ আছিলা,
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ অবতারে, গোকুল বিহারে,
জ্যেষ্ঠ ভায়া বলরাম॥

আসিয়, বসুদা ও জাহ্নবীদেবীর বল্লভত্ব অঙ্গীকার ও শক্তিসম্পন্ন বংশ বিস্তার দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের ধর্ম্ম, যাজন ও সংরক্ষণের দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞাপালন দ্বারা, গৌরপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য যে কেবল চৈতন্যলীলায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বে শ্রীরামাবতার কালে অনুজ লক্ষণরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারে দাদা বলদেব-রূপে শ্রীভগবানের অভিপ্রেত সমাধান ও প্রেমসেবা সাধন করিয়াছেন।

তত্বতঃ—সমস্ত সত্বার মূল হওয়াতে যিনি আসন, উপাধান, শয্যা, পাদুকা, ছত্র, গৃহ, সিংহাসনাদি সর্ব্বপ্রকার উপকরণ স্বরূপে এবং মাতা, পিতা, দাস, সখাদি সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানের সেবা সমাধান করেন, এবং মানবলীলায়—অগ্রজ-গতপ্রাণ শ্রীলক্ষণ হইয়া দাদার আজ্ঞা ও অভিপ্রায় শিরোধার্য্য পূর্ব্বক, আবার কৃষ্ণপ্রাণ অগ্রজ বলদেব হইয়া অনুজকে আপনার আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী করিয়া, সুখে রাখিয়া; এবং গৌর অবতারে নিতাইরূপে অন্তরঙ্গ সখা হইয়া সমতা, ক্ষমতা ও বাধ্যতাময় সর্ব্ববিধ মধুরসখ্যভাবে, মনোমত প্রেমসেবার দ্বারা আনন্দদান ও আনন্দলাভ করেন, তাঁহার ন্যায় রসবিদগ্ধ আর কে আছে?

অতএব জগতে যত ভাবের ও যত রসের ভক্ত বর্ত্তমান আছেন, সকলেই আমার নিতাইচাঁদের শ্রীচরণাশ্রয়ে ধন্য এবং কৃতার্থ হইবেন, তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। নদীয়া বিহারে শ্রীনিতাইয়ের অদোষ-দর্শিতা এবং কলি-পীড়িত জীবের প্রতি অবাধ করুণা, পূর্ণরূপে প্রকটিত। অতএব গীতকর্ত্তা দ্বিজ গঙ্গারাম আপনাকে কলির অন্ধকূপে পতিত ও দুর্ব্বিপাকগ্রস্থ ভাবিয়া জগদুদ্ধার ও প্রেমপ্রচারে দীক্ষিত এই পরমাশ্রয়কে ডাকিয়া শরণ লইতেছেন। কেবল অনুতপ্ত চিত্তে ডাকিলেই নিতাইর করুণা লাভ করা যায়!

গৌর অবতারে, নদীয়া বিহারে,
নিতাই বলিয়া নাম।
কলি-অন্ধকূপে, পড়িয়া বিপাকে,
ডাকে দ্বিজ গঙ্গারাম ॥

---

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ আহ। রাগ—ধানশী।

(ধনি গো ! আজু) পেখনু, বালা-খেলি।
(যব) মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরী রেখা, ধন্দ বাড়াইয়া গেলি ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থায় ভুবনমঙ্গল,জগমনোহারী প্রেমাবতারের এবং সঙ্গীতের স্থায় চিত্তহারী আনন্দময় বস্তুর, মঙ্গল-সম্মিলনরূপ শ্রীগৌরচন্দ্র গীতেও যদি কোনও দুর্ভাগ্যজনের মনের পঙ্কিলতা বিদূরিত না হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে "কলির অন্ধকূপে পতিত ও দুর্ব্বিপাক গ্রস্থ" ! শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের উদয় ব্যতীত তাহার হৃত্তমো নাশের আর উপায়ান্তর নাই। বুঝি তাই আমাদের পরম কারুণিক মহানুভব গ্রন্থকার প্রতি গৌরচন্দ্র গীতির পরে এক একটি শ্রীনিত্যানন্দ গীতি দিয়াছেন।

---

(৩) বয়ঃসন্ধি সময়ে শ্রীরাধার মাধুরী ও চেষ্টা দর্শনে বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ,কোনও সখীকে কহিতেছেন,—সখি ! আজ এক বালিকার অপূর্ব্ব খেলা দেখিলাম। সে যখন মন্দির হইতে বাহিরে আসিল, বোধ হইল যেন নবীন মেঘ হইতে বিদ্যুৎরেখা বিনির্গত হইল !! আমার অন্তরে এই ধাঁধাঁ বাড়াইয়া সে আবার মন্দিরে চলিয়া গেল। সেই অল্পবয়স্কা বালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গ্রন্থিত ফুলের

(সে যে) অলবয়সি বালা, (যনু) গাথনি পঁহুপ মালা,
থোরি দরশনে আশ না পুরল, বাঢ়ল মদন-জ্বালা।
(সে যে) গোরী কলেবর লূনা,* (যনু) কাজরে-উজোর-সোনা,
কেশরী-জিনিয়া মাঝারি খিনী, দুলহ লোচন-কোণা।
ঈষৎ হাসনি সনে, (মুঝে) হানল নয়ন-বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

—

মালার ন্যায় সুকোমল এবং সুন্দর। সখি! সে অল্পক্ষণের দর্শনে আমার দর্শনাশা মিটে নাই। কেবল মদন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সুন্দরী কজ্জলোজ্জলিত স্বর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গিনী এবং লাবণ্যময়ী, আর কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ-মধ্যা। উপমার দ্বারা এ সকল কথা কথঞ্চিৎরূপে বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার লোচনাঞ্চলের চারুতার উপমা জগতে দুর্লভ।

সহাস্য দৃক্‌পাত দ্বারা, সে আমাকে যেন নয়ন বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ বাণবিদ্ধ প্রাণীর ন্যায় আমার যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইতেছে না।

*অন্যান্য গ্রন্থের পাঠ 'নূনা' এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কৃত তদর্থ-খর্ব্ব বা কৃশ।'

পঞ্চ গৌড়েশ্বর রাজা শিবসিংহের সভাসদ কবি বিদ্যাপতি, রাজার আদেশ অনুসারে তদীয় প্রীতির নিমিত্ত গীত রচনা করেন, সেই জন্য এ গীতের ভণিতায়, মহারাজকে "চিরঞ্জীবরহু" ইত্যাদি বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

ইতিহাসে দেখা যায় বঙ্গের হিন্দুরাজগণ, স্বীয় রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগরি এবং মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, বোধ হয় ইহাই পঞ্চ-গৌড়। অথবা স্কন্দপুরাণের মতে "সারস্বত, কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎ-কলা" পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা, বিন্ধ্যাস্যোত্তরবাসিনঃ।

—

(৪)

বালা।

না রহে গুরুজন মাঝে,
বেকত অঙ্গ, না ঢাকয়ে লাজে।
বালাজন সঞে বাসে,
তরুণী পাই তহি পরিহাসে।
মাধব! পেখলু রমণী,
কো কহ বালা কো কহ তরুণী।
কেলী-রভস যব শুনে,
অনত হি হেরি, তহি দেই কাণে।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি,
কান্দন মাখি হাসি, দেই গারি।
কবি বিদ্যাপতি ভাণে,
বালা-চরিত রসিকজন জানে।

---

(৪) "শ্রীরাধার ভাব ও বয়স এখনও নায়ক সুখানন্দ লাভের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না" এইরূপ বাক্য ব্যপদেশে সখী,নাগরগুরুর পরীক্ষা করিতেছেন। যথা,—সেতো নব-যৌবনীর ন্যায় সর্ব্বদা গুরুজনের গোচরে অবস্থান করে না। অঙ্গ ব্যক্ত হইলে লজ্জান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ আচ্ছাদন করে না। সর্ব্বদা বালিকাদিগের সঙ্গেই থাকে। পূর্ব্ব সঙ্গিনী তরুণী পাইলে তাহার পরিবর্ত্তিত ভাব ব্যবহার নিয়া তৎসহ পরিহাস করে। মাধব! আমি সে রমণীকে আজও ঐরূপ দেখিয়া আসিলাম।

তবে কেহ কেহ তাহাকে বালিকা বলিয়া থাকে এবং কেহ কেহ তরুণীও বলিয়া থাকে বটে, এবং কেলী বিষয়ক কোনও কথা শুনিলে সে সাবহিত তরুণীর ন্যায় অন্যত্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কাণ দিয়া সেই কথাটী শুনে অথচ কেহ উহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে যেন হাসির উপর ক্রন্দন মাখিয়া বালিকার ন্যায় তাহাকে গালি দেয়।

উক্তিকারিণী সখীর ভাবাপন্ন হইয়া গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর নাগরেন্দ্রকে কহিতেছেন,—"এইরূপ বালার চরিত্র কেবল রসিকজনের বোধ্য। অর্থাৎ তুমি রসিকশেখর, ঐ সকল আচরিতের ভিতরে কি ভাব, কি রস স্বয়ং অনুধাবন দ্বারা বুঝ।

অন্যান্য গ্রন্থে ২য় ছত্রের 'ঢাকয়ে' স্থানে 'ঝাঁপয়ে'; ৩য় ছত্রের 'বাসে'

(৫)

বালা।

শৈশব যৌবন, দরশন ভেল
দোহু দলে বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।
কবহু বান্ধয়ে কচ, কবহু বিথার।
কবহু ঝাপয়ে অঙ্গ, কবহু উঘার॥
থির নয়ন, অথির কছু ভেলা।
উরোজ উদিত থল লালিম দেলা।
শশীমুখী ছোড়ল, শৈশব-দেহে।
খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহে॥

স্থলে 'যব রহই'; ৪র্থ ছত্রের শেষার্দ্ধে 'পরিহাস তহি করই' এবং ৫ম ছত্রের 'পেখনু' স্থলে 'তুয়া লাগি ভেটনু' ইত্যাদি পাঠান্তর আছে।

---

(৫) নাগরমণি কহিতেছেন, সখি! আমার বোধ হয়, তাহার মদন লালসার সঞ্চার হইয়াছে। দেখনা, শৈশব এবং যৌবনের পরস্পর দর্শন সঙ্ঘটিত হওয়াতেই রমণী উভয়ের দলবল প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবময়ী হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই কখনও কেশ বন্ধন করে, কখনও বা করে না। অঙ্গ, কখনও অচ্ছাদিত, কখনও বা উন্মুক্ত করিয়া রাখে। শৈশব-সুলভ স্থির নয়ন যে, কিছু চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সুন্দর বুঝা যায়; লালীমদেলা থলোর ন্যায় অর্থাৎ রক্তাভদলবিশিষ্ট পুষ্পস্তবকবৎ কিম্বা স্থলকমলের দ্বারা নির্ম্মিত দেউলের মত, স্তনোদ্গম হইতেছে দেখা যায়। শশীমুখীর আর শৈশব দেহ নাই, শৈশব দেহে বিকশিত ত্রিবলীর রেখাত্রয়কে চিরপরিত্যাগ করিয়াছে। এখন যৌবনের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই সরল অবেক্ষণের পরিবর্ত্তে বঙ্কিম দৃষ্টি,

অব যৌবন ভেল, বঙ্কিম-দিঠ।
উপজল লাজ, হাস ভেল মিঠ॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল-ভাণ।
জাগল মনসিজ, মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচ-বাণ॥

---

(৬)

বালা।

খনে খনে নয়নকোণে অনুসরই।
খনে খনে বসন ধূলি ভরে ভরই।

উচ্চ হাস্যের পরিবর্ত্তে মধুর হাসি দেখা দিয়াছে, ইহা দ্বারাই লজ্জার আবির্ভাব বুঝা যায়। চিত্তে যে চাঞ্চল্য উপজাত হইয়াছে, এ কথা তাহার চঞ্চল চরণই বলিয়া দেয়। মনে যে মনসিজ জাগরিত হইয়াছে, নয়ন মুদ্রণের মুদ্রাই তাহার পরিচায়ক। অবধান পূর্ব্বক এ সকল কথা ভাবিলে বুঝিবে এই বালার শরীরে নিশ্চয়ই কন্দর্প লাগিয়াছে।

৬ষ্ঠ ছত্রের 'উদিত' স্থলে পদামৃত সমুদ্রের পাঠ 'উদয়' এবং কালীপ্রসন্ন বাবুর বিদ্যাপতির পাঠ 'উদয়'; 'লালীম' স্থলে উভয় গ্রন্থেই 'নালীম' এবং ভণিতাতে—"শুন বর কান, ধৈরয ধরহ মিলাওব আন" এইরূপ পাঠান্তর।
*কালী বাবুর ব্যাখ্যা "স্তনের উদ্গাম স্থল রক্তাভ হইল"।

---

(৬) রঙ্গিণী সখি, সময় পাইয়া রঙ্গ আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, তাহার নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোনে অর্থাৎ কাহাকেও যেন অনুসরণ করে (কিম্বা কখন কখন

খনে খনে দশনকো ছটছটি হাস*
খনে এক অধর আগে গহে বাস।
বালা শৈশব তারুণ ভেট
লখই না পারই জেঠ কনেঠ।
হৃদয় মুকুলিত হেরি থোরি থোরি
খনে আচর দেই খনে ভই ভোরি।
চঁওকি চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ
মনমথ পাঠ কো, করি অনুবন্ধ।

নয়নে অপাঙ্গ দৃষ্টির বিকাশ) দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আবার বালিকার ন্যায়, বসন ধূলি ধূসরিত করিতেও দেখা যায়। ক্ষণে ক্ষণে দশনকান্তি ছড়াইয়া অট্টহাস্য করে, কখন বা মুখাগ্রে বসন দিয়া হাস্য গোপন করিয়া থাকে; (অথবা হাস্য মুখাগ্রেই বাস করে) এই বালার শরীরে শৈশবের ও তারুণ্যের দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে ঠিক, কিন্তু তন্মধ্যে কাহার প্রাধান্য অর্থাৎ কে বড় কে ছোট, এ কথা এই সকল লক্ষণে সাব্যস্ত করা যায় না। তবে হৃদয় কিছু কিছু মুকুলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সুন্দরী তদুপরে কখন বস্ত্রাচ্ছাদন করে, কখনও করে না, বিভোর ভাবে তৎপ্রতি চাহিয়া রহে।

তবে কখন কখন বিনাকারণে যেন চমকিত হইয়া দ্রুতগমনে চলিয়া যায়, কখনও মন্থমন্দ ভঙ্গীতে গমন করিয়াথাকে ইহা মন্মথ পাঠের উপক্রমনিকা অথবা লক্ষণ বটে।

---

* আমাদের আদর্শ পুথিতে "থটথটি হাস" পাঠ ছিল। উহা লিপির ভ্রম বিবেচনায় পদামৃত সমুদ্রের পাঠ সমীচিন বোধে গ্রহণ করিয়াছি। ৪র্থ অবধি ৮ম লাইন অন্যান্য গ্রন্থে বিপর্য্যয় ভাবে ন্যস্ত।

—(৬)

দূতী সেয়নী করহ সোই ঠাট,
পণ্ডিত হাম পড়াওব পাঠ।
চেতন মন্থু, ঝষ-কেতন-তন্ত্র,
অবগহি লেঙ, শিখঙ রসমন্ত্র।
আপন-তন-কাঞ্চন-হামে দেই,
যতনহি প্রেম-রতন ভরি লেই।
বিদ্যাবল্লভ ইহ আজীব,
ইহ বিনু দোহুকো জীউ না জীব।

(৭)

বরাড়ি।

আওলি দূতী, রহসি—চলু বালা,
পুছইতে—শুনই কহই সোই কালা।
কমল-নয়ন, রূপগুণক ফান্দে,
সুচতুর-দূতী, রমণী-মন বান্ধে।
জানল বাত, মনোভব-ভূপে,
ধনি ডারল, লালস-রস-কূপে।
তব দূতীক করু শরণ কিশোরী,
সো দেওলি, অভিসার কো ডুরী।
সংভ্রমে গহি গহি, তা, করমূল,
পাওলী ধনী, যমুনাকে কূল।
সাধসে ধাধসে ধক ধক প্রাণ,
কহে হরিবল্লভ ভেটহ কান।

এই সকল কথা বলিয়া সুচতুরা দূতী সপরিহাস বচনে কহিলেন, যাহা হউক আমি এ শাস্ত্রের অধ্যাপনা জানি, তাঁহাকে পাঠ পড়াইয়া লইব। আমার কন্দর্প তন্ত্র বড় জাগ্রত গ্রন্থ। তাহাকে ইহাতে অবগাহন করাইব এবং রসমন্ত্র শিখাইব। সে যদি, আপন দেহরূপ কাঞ্চন পেটিকা, আমার হাতে প্রদান করে, আমি প্রেমরত্নের দ্বারা, সযত্নে উহা পূর্ণ করিয়া লইব।

পদ কর্ত্তা বিদ্যাবল্লভ তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন, হাঁ ইহাই জীবনের অবলম্বন বটে, এ না করিলে এ দুজনেরই জীবন থাকিবে না।

চতুর্দ্দশাক্ষরে লিখিত এ গীতের ৮টী ছত্র,অপর কোনও পদাবলী গ্রন্থে এ কি গীতে নাই। ঐ কয়েক পংক্তির পরেই, সমুদয় পুস্তকে “বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান, তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান” এইরূপ ভণিতায় গীতি সমাপ্ত। কোনও লিপিকারকের অনবধানতায় কি অন্য কোনও কারণে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ একত্র হইয়া গিয়াছে কি না বিবেচ্য।

(৭) দূতী শ্রীরাধার নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া

(৯)

বরাড়ি

কাহে ডরসি ধনি ! চলু হাম সঙ্গ,
মাধব নহি পরশিব তুয়া অঙ্গ।
এ রজনী, ফুল-কানন-মাঝ,
কো এক ফিরত, সাজি বহু সাজ।
কুসুমকো ঘোর—ধনুক ধরি পানি,
মারত শর, বালাজন জানি।
অতএ, চলহ সখি ! ভিতর কুঞ্জ,
যহি হরি রহত ; মহাবল-পুঞ্জ।
এত কহি, আনল ধনী, হরিপাশ,
পূরল, বল্লভ-সুখ অভিলাস।

---

(৯) নরলীলার বলিহারি ! নিত্য-কিশোরী-রসময়ী, আজ মুগ্ধা বালিকা ! দূতী তাহাকে সাহস প্রদান করিতেছেন, যথা,—ধনি ! কেন তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ ? আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, ভয় কি ? আজ মাধব তোমার অঙ্গ, স্পর্শও করিবেন না।

তবে রজনী তে এই প্রফুল্লিত বনে, কে একজনা নানা সাজে সাজিয়া বিচরণ করে এবং এ বনে কোনও অবলার আগমন জানিলেই সে ভয়ঙ্কর ফুলধনু হস্তে ধারণ কবিয়া শরপ্রহার করে। অতএব মহাবল হরি যেখানে অবস্থান করিতেছেন, চল আমরা সেখানে সেই কুঞ্জের ভিতরে যাই।

এই বলিয়া দূতী ধনীকে হরির নিকটে আনয়ন করিলেন, বল্লভের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখাভিলাষ পূর্ণ হইল। অথবা যুগল সম্মিলন দর্শনে পদকর্ত্তা বল্লভের সুখাভিলাষ পূর্ণ হইল।

"চলু হাম সঙ্গে" শব্দে "আমার সঙ্গে চল" এরূপ অর্থও হইতে পারে।

(১০)

বরাড়ি।

ধরি সখি-আচর, ভই উপচঙ্ক,
বৈঠে না বৈঠই, হরি-পরি যঙ্ক।
চলইতে আলী, চলতপুন চাহ,
রস-অভিলাসে, আগোরল নাহ।
লুবধল-মাধব, মুগধল-নারী,
ও অতি বিদগধ, এ অতি গোঙারী।
পরশিতে তরসি, করহি কর ঠেলই,
হেরইতে বয়ন, নয়ন-জল থলই।
হঠ-পরিরম্ভণে, থরহরি কাঁপ,
চুম্বনে, বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ।
শুতলি, ভীত-পুতলী-সম গোরী,
চিত নলিনী, অলি—রহলি আগোরি।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ পরিণাম,
রূপকো কূপে, মগন ভেল কান।

---

(১০) কেলীকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া,সখীর বস্ত্রাঞ্চলধারিণী-শ্রীরাধা,ভীতিভাবগ্রস্থা হইলেন, হরির কেলীপর্য্যঙ্কে বসিয়াও বসেন না! সখি চলিতেই তৎসহ চলিয়া যাইতে চাহেন! দেখিয়া—কৌতুকী-কান্ত, রসাভিলাষে পথ আগুলিয়া রহিলেন। তদনন্তর লুব্ধ এবং বিদগ্ধ মাধব মুগ্ধা এবং গোঙারী (অবিদগ্ধা) নায়িকা শ্রীরাধাকে স্পর্শ করামাত্র,তিনি ত্রাসযুক্ত হইয়া স্বকীয় কর-দ্বারা নাগরের হস্ত ঠেলিয়া দিলেন। তৎপরে মাধব,তাহার চিবুকে ধরিয়া মুখ-নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অন্তঃসাত্ত্বিক—বহির্ভয়সঙ্কিত ভাবে,ধনিমণির নয়ন-নীরস্খলিত হইতে লাগিল! এবং বিদগ্ধ-নাগরের বলাৎকার আলিঙ্গনে (ঐ প্রকার ভাবসাবল্যে) থরথরি কাঁপিতে লাগিলেন। চুম্বনকালে বদন বসনাবৃত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে,অভিলষিত-নায়কের নবীন-সুখস্পর্শে ভাবময়ীর শ্রীঅঙ্গে স্তম্ভভাব বিকশিত হইল। তিনি গৃহ-ভিত্তির পুত্তলিকাবৎ কিম্বা সুনির্ম্মিত ভীতিভাবযুক্ত পুতুলের ন্যায়, নিশ্চল এবং নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া পড়িলেন। ভ্রান্ত-ভ্রমর যেরূপ চিত্রিত-নলিনীকে আবরণ করিয়া রহে, তখন সেই দৃশ্য ঘটিল, অর্থাৎ নাগরশেখর সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। জালরন্ধ্র দ্বারে লীলাদর্শনকারিণী-সখীগণের ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজ কহিতেছেন, পরিণাম এই হইল, রসরাজ (কৃষ্ণ বা কান্)—রূপের কূপে নিমগ্ন হইলেন!!

(১১)

ভূপালা।

থরহরি কাঁপয়ে লহু লহু ভাষ,
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ।
আজু ধনি পেখনু বড় বিপরীত,
খনে অনুমতি, খনে—মানয়ে ভীত ?
সুরতক নামে, মুদই দুই আখি,
পাওল, মদন-মহৌষধি, সাখি !
চুম্বন বেরি, করয়ে মুখ বঙ্কা,
মিলন, চাঁদ, সরোরুহ অঙ্কা।

নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী,
জানল, মদন ভাণ্ডারক কুঠোরী !
ফুয়ল-বসন-হিয়া, ভুজে রহু সাটি,
বাহিরে রতন, আঁচরে দেই গাঁঠি ! !
(বিদ্যাপতি কি বুঝব বল ! হরি—
তেজি তলপ-পরিরম্ভন বেরি।)
ইতি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

---

(১১) জালরন্ধ্রদত্ত-নয়না সখীগণ, শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রথম মিলন দর্শনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া একে অপরাকে কহিতেছেনঃ—বিনোদিনীর স্তম্ভভাব দূর হইয়াছে কিন্তু এখনও থর থর কম্পন রহিয়াছে, লজ্জা বশতঃ স্পষ্টোচ্চারণে কথা বলিতেছেন না, লঘু লঘু বাক্যে কি বলিতেছেন। এ নিশ্চয়ই নায়কের সহিত রসালাপ ! আজিকার আচরণে কখন সম্মতি, কখন ভীতি এইরূপ বিপরীত ভাব ! দেখ সুরতের নাম শুনিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিতেছেন, ইহা মদন-মহৌষধি প্রাপ্তির সাক্ষি। অর্থাৎ নবজীবন দাতা, মদনানুভবের পরিচায়ক। আরও দেখ চুম্বনের সময় মুখ বঙ্ক করিয়া, পদ্মিনীর ক্রোড়ে চন্দ্রের সম্মিলনের ন্যায়, অপ্রফুল্ল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। এবং নাগর যেমন নীবিবন্ধ স্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন অমনি চমকিয়া উঠিতেছে, অতএব ঐখানেই যে মদন ভাণ্ডারের সংস্থিতি, একথা জানিয়াছেন। আবার নায়কোন্মুক্ত-বক্ষঃ-বসন, স্বীয় হস্ত দ্বারা সাটিয়া অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতেছে ! মুগ্ধা,—রত্ন বাহিরে রাখিয়া খালি অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিতেছে ! !

গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি, সখীর কথার উত্তরে সখীভাবে বলিতেছেন,—হরিকে পরিহার করিয়া, কেলীতল্প-পরিরম্ভণকারিণী অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া এখনও শয্যাতলে বক্ষ-রক্ষাকারিণীর রসসম্ভ্রমময় ভাব এ সকল আমরা কি বুঝিব ?

(১)

অথ দ্বিতীয় ক্ষণদা,—কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—দেশাগ।

কুন্দন কনয়া, কলেবর কাঁতি,
প্রতি অঙ্গে অবিরল, পুলককো পাতি।
প্রেমভরে, ঢরঢর-লোচনে চায়,
কতহু মন্দাকিনী, তহি বহি যায়।
দেখ দেখ. গোরা গুণমণি,
করুণায় কো বিহি, মিলায়ল আনি।
জপি-জপায়ে, মধুর নিজ নাম,
গাই গাওয়ায়ে, আপন গুণ-গাম।
নাচি নাচাওয়ে, বধির-জড় অন্ধ.
কতিহু ন পেঁখো, ঐছন পরবন্ধ!
আপহি ভোরি, ভুবন করু ভোর,
নিজপর নাহি, সভারে দেই কোর।
ভাসল প্রেমে, অখিল নরনারী,
গোবিন্দদাস কহে. জাও বলিহারী।

এ গীতোক্ত "লহু লহু" ভাব কিরূপ, নিমোদ্ধৃত পদে আস্বাদ্য :—
"তরল-নয়ন-শর অথির সন্ধান, নবীন শিখাওল গুরু পাঁচ বাণ?
অগেয়ানে(১) কোন করয়েবেবহার? বলে নাহি লেওত জীবন হামার।
আরতি না কর কানু না ধর চীর, হাম অবলা, অতি-রণ ভীর(২)
প্রথম বয়স, লেশ না পূরব আশ, না পূরে অলপ ধনে দারিদ-তিয়াস।
মাধবী-মুকুলিত, মালতী ফুল, তাহে নাহি ভুখিল ভ্রমরা অনুকূল(৩)
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম, সাহস, না করয়ে সংশয় ঠাম
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান, মাতল-করি, নাহি অঙ্কুশ মান।

---

(১) কুন্দন অর্থ উল্লম্ফন। 'কুন্দন কনয়া' কনক পরাভবী। স্নিগ্ধও সমুজ্জল অরুণের আলোক, যেমন অন্ধকার ধ্বংস করিতে করিতে প্রাভাতিক-কুসুমের শোভা ও সৌরভ এবং পুলকিত পক্ষীগণের কল-নাদের সহিত মিলিয়া—

১। যে কর্ম্মে যে অজ্ঞ, তাহাকে। ২। ভীরু। ৩। মধু ঋতুতে কিম্বা বৈশাখ-মাসেও লুব্ধ ভ্রমর, মালতীর মুকুলে বসে না।

নবীনভাব, নূতন দৃশ্য এবং আনন্দ উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষাময় একটি নব জগৎ লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে। তেমনি আমার বিশ্ব-পাবনাবতার শ্রীবিশ্বম্ভরের অবিরল পুলক-পূরিত কনকপরাভবী স্নিগ্ধ-মধুর-সমুজ্জ্বল-গৌরকান্তিতে জীবগণের প্রাণে, প্রেম ও আনন্দমাখা—নবীন ভাব, নবীন ব্যবহার এবং নবীন অনুভবের সৌন্দর্য্যময়, একটি অভিনব স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়।

আর আমার গৌর-নরাকৃতি-রসময়ের,প্রেম ঢরঢর লোচনের সে ভুবন-ভোরা চাহনি ও নয়নাশ্রু ধারা দেখিলে হৃদয়ের শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, মালিন্য ও সকল প্রকার কুটিনাটি, সমূলে বিধৌত হইয়া যায়। বোধ হয় যেন শত মন্দাকিনী, প্রবাহিতা হইয়া জগৎ পবিত্র করিতেছে। সিদ্ধভক্ত পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ প্রভুর এই সকল মহামাধুরী মানসে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ভাবাবেশে ভক্তগণকে উহা দেখাইয়া বলিতেছেন,—এমন গুণের গোরা গুণমণিকে জানিনা কোন্ বিধাতা করুণা করিয়া জগতে আনিয়া দিয়াছেন।

গীতকর্ত্তা, তারপর আমার গৌরহরির অব্যর্থ করুণাবর্ষণের কলা-কৌশলে বিমোহিত হইয়া ভাবিতেছেন, শাস্ত্রের ও বাচিক উপদেশের ফলে চিরস্থায়ী প্রকৃত কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া, আমার দয়ার ঠাকুর স্বয়ং আচরণ দ্বারা কার্য্যকরি-শিক্ষার সহিত সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি দান করেন!! তাই বলিতেছেন, যথা—"জপি জপাওয়ে ইত্যাদি"। আপন গুণগাথা অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গুণগ্রাম। এইরূপ প্রয়োগ "স্বভক্তি শ্রিয়ং" ইত্যাদি গোস্বামী প্রয়োগের অনুসরণ বটে। "নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ" "ভুবন করু ভোর" "ভাসল...অখিল নর নারী" এই সকল বাক্য শ্রীগৌর ভগবানের অযাচিত এবং নির্ব্বিচার কৃপার সুন্দর উদাহরণ।

"সভারে দেই কোর" ইহার অর্থ—ভক্তমণ্ডলীর মাঝে, যে আসিতেছে, তাহাকেই (পর হইলেও) আলিঙ্গন করিতেছেন। "নারী পুরুষ সকলকে কোল দিতেছেন" কেহ এরূপ কদর্থ করিবেন না। অশ্রুত-অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া নারী পুরুষ সকলে প্রেমে ভাসিতেছে।

(২)—শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য—রাগ ধানসী।

চলে, নিজ-পদভরে, দিগ টলমল করে,
পদভরে অবনি-দোলায়।
আধ আধ কথা কয়, মুখের বাহির নয়,
নিজ-পারিষদে গুণ গায়॥
(দেখরে ভাই!) অবনি-মণ্ডলে, নিত্যানন্দ।
ভায়ার মুখ-হেরি, বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ধ্রু॥
পরিধান নীল-ধটি, আটনি নারহে কটি
অন্তর্ভাবে, বাহ্য নাহি জানে।
অঙ্গ হেলি হেলি চলে, গৌর গৌর বলে,
নিশি দিশি, আর নাহি জানে॥

---

(২) "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" শ্রীমদ্গীতোপনিষদুক্ত এই ভগবদ্ বাক্যের মর্ম্মানুরূপে ভক্তের ও ধর্ম্মের রক্ষার্থ প্রতি যুগে, যুগাবতার প্রকটিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কলিযুগে,—লীলাবিহারী সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পূর্ণতম ভগবান্ গৌরহরি, সে শুভ কার্য্যটি স্বকীয়-লীলা-বিলাসের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়ায়, তৎপ্রকাশরূপে প্রকটিত,—নিতাইচাঁদ, পূর্ণ-সম্বর্দ্ধিত সখ্য-রসানন্দে,—আহ্লাদ ও গৌরবের অপূর্ব্ব সম্মিলনে—আজ মহোন্মাদ তরঙ্গিত!! দেখ, চলিতে চলিতে সকলদিকে (আগে পাছে) পদ-চালনা করিতেছেন, সে সদর্প-পদসঞ্চারে, দিক্ সকল টলমল এবং প্রতিপদেই পদভরে ধরণী যেন দোলিতেছে! আনন্দজাড্যে—আমার নিতাই-চাঁদের—মুখেরকথা, মুখের বাহির হইতেছে না! সে অপূর্ব্বামৃত-তরঙ্গে ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন, আর আনন্দে তাঁহার গুণগান করিতেছেন।

"অবিকৃত-নির্ম্মল-নিত্যানন্দ মরজগতে অসম্ভব" এই, চিরদিনের অবি-

যুগে যুগে রাম, সুজন-প্রতিপালক,
পাসণ্ডীর করিতে বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

---

(৩)—শ্রীকৃষ্ণ আহ—বালা ধানসি।

হেরইতে হেরিনা হেরি,
পুছইতে কহই, না কহ পুনবেরি।
চতুর-সখী সঞে বসই,
হাস-পরিহাস, হসই না হসই!
পেখলু ব্রজ-নব-নারী,
তরুণিম-শৈশব, বুঝই না পারি।
হৃদয়-নয়ন-গতি-রীতে,
সো কিয়ে আন, নহে পরতিতে।
ঐছন হেরইতে গোরী,
হঠ-সঞে পৈঠল, মন মাহা মোরি।
তবহি কুসম-শর ভোর,
ছুটল বাণ, ফুটল হিয়া-মোর।

সংবাদিত সিদ্ধান্ত, উড়িয়া গিয়াছে! আজ শ্রীনিত্যানন্দরূপে মূর্ত্তিমান্ নিত্যানন্দ,—অবনীমণ্ডলে সাক্ষাৎ প্রকটিত!! 'সর্ব্বাবস্থায় পূর্ণতা'ই নিত্যানন্দের লক্ষণ; কিন্তু দেখ কি অদ্ভুত! তাঁহার (শ্রীগৌরচন্দ্রের) বদন বিলোকনে এ নিত্যানন্দের আনন্দ, অবিরত বর্দ্ধিত হইতেছে। ইত্যাদি।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে ২য় ছত্রের স্থলে "পূর্ব্বে যেন ব্রজধাম, মধুমত্ত বলরাম, নানাদিকে ঘুরিয়া খেলায়"; ৪র্থ ছত্রের স্থলে "আধ আধ কথা কয়, ক্ষণে কান্দে উচ্চরায়, মকর কুণ্ডল দোলে কাণে"; * চিহ্নিত স্থলে "যিনি কবিবর গুপ্ত, শ্রীভুজে কণকদণ্ড" ইত্যাদি পাঠান্তর বর্ত্তমান।

---

(৩) শ্রীরাধার ভাব ব্যবহারের কথা, আলোচনা করিয়া, সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন "সেই সুন্দরী এমন এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আমার পানে

গোবিন্দ দাস-চিতে জাগ,
চান্দ কি লাগি, সূরয-উপরাগ ?

চাহিল,—যেন এদিকে দেখিয়াও দেখিতেছে না। দেখিলাম আপন সখীর প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিয়া পুনঃ প্রশ্নে আর কিছুই বলিল না। যে সকল সখীর সহিত সে বাস করে তাহারাও অতি চতুরা, তাহাদের পরস্পরের হাস পরিহাস এমন অসাধারণ যে তদ্দারাও কিছু বুঝিবার উপায় নাই! তাহারা হাসিয়াও যেন হাসে না!! বস্তুতঃ এই নবীনা ব্রজাঙ্গনাটীর আচরণ এমন রহস্যময় যে তাহার অনুরাগ অভিলাষ—বুঝা দূরের কথা, তাহাকে দেখিয়া সে প্রকৃত পক্ষে বালিকা কি তরুণী, এ কথাই বুঝা যায় না। তাহার হৃদয়ের এবং নয়নের গতির রীতি সময়ে ২ এত বিভিন্ন হয় যে, দেখিয়া মনে হয় এ কি সেই পূর্ব্ব-দৃষ্ট সুন্দরী না আর কেহ? অথবা তুমি যে বলিয়াছ 'ইহা নবানু রাগের লক্ষণ' মনে হয় এ কি তাই না অন্য ভাব?

তুমি বলিতে পার "ভাব না বুঝিয়াই, অসরক্ত অন্ধের ন্যায় তুমি তৎপ্রতি লুব্ধ হইয়া তাপিত হইতেছ কেন? তাহার উত্তর—কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমিতাহার ভাব ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, তাহাতেই সে বলাৎকারে আমার হৃদয়ে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সেই অবধি আমি কুসুম-শরে ভোর হইয়া গিয়াছি। কন্দর্প-শরে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে।

গীত রচয়িতা মহাজন গোবিন্দদাস, সখীর ভাবাবেশে, ভঙ্গী-ময়-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন,—তোমার কথা শুনিয়া "চাঁদের জন্য সূর্য্য গ্রহণ" এই প্রবাদটি আমার মনে জাগিতেছে। এ কথার ভাবার্থ এই যে, আমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রের সমস্ত কলাই, প্রাত্যহিক সঞ্চার ক্রমে সে দিন সূর্য্যে অবস্থান করে, সেই জন্যই আমাবস্যা বিশেষে—সূর্য্য গ্রহণ হয়। এক্ষেত্রে চন্দ্র রূপিনী রাধা—সূর্য্যরূপ কৃষ্ণের হৃদয়স্থা-সখীর মন্তব্য বলিয়া তাহাতেই কন্দর্পরাহু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছে। উদ্দেশ্য—উভয়েই এ কি অবস্থাপন্ন হইয়াছ, অতএব আশ্বস্ত হও।

---

(৪)—কৃষ্ণেনসহ উক্তি প্রত্যুক্তি—রাগ বরাড়ি ।

(সখীর রঙ্গোক্তি)
মাধব ! কৈছে মিলব তোহে সোই,
কুলবতী-বালা, সুলভ নাহি হোই ।
(কৃষ্ণের মিনিতি)
এসখি ! এ মঝু তনু মন প্রাণ,
যাই কহ তাহে, দেয়নু দান ।
(সখীর রসবর্ষণ)
"তুহুঁ অতি লোলুপ, গিরিবর ধারী,
সো ধনী অতি পরবশ, পরনারী ।
অতি-কুলশীল, লাজ ভয় পুঞ্জে,
কেমন যুকতি তাহে, আনব কুঞ্জে ?
এক, কুসুম-শর, বল যদি করয়ে,
তুহু অতি সুকৃত,—শাখী ফল ধরয়ে ।
তব হাম এ যশ, পাওব আজি,
পূরব তোহারি, মনোরথ রাজি"
এত কহি আলী,চললি যহি বালা,
গহি হরিবল্লভ, গুণ মণি মালা ।

---

(৫)—সুহই—দেশাগ ।

আজু হাম পেখলু, কালিন্দী-কূলে,
তুয়া বিনু মাধব, বিলুঠই ধূলে !
কত শত-রমণী, মনহি নাহি আনে,
কিয়ে দিখদাহ, সময়ে জল দানে ?
মদন-ভূজঙ্গমে, দংশল কান,
বিনহি অমিয়া-রস কি করব আন ?
কুলবতী ধরম, কাচ-সমতুল,
মদন-দালাল, ভেল অনুকূল ।
আনল বেচি, নিল মণি- হার,
সো তুম পহিরি, করবি অভিসার ।
নীল-নিচোলে, ঝাপহ নিজ দেহ,
বমু ঘন—ভিতরে, দামিনী-রেহ,
চৌদিকে চতুরি সখী চলু সঙ্গে ।
আজু নিকুঞ্জে,করহ রস রঙ্গে,
বল্লভ, উজ্জ্বল-নিকষ সমান ।
নিজ তনু-পরীখ, হেম-দশ-বাণ ।

---

(৪) এ গীতের ভাব সুব্যক্ত। সুকৃত-শাখী—সুকৃতি রূপ বৃক্ষ। ভণিতার অর্থ—বল্লভহরি (শ্রীকৃষ্ণ) রাধার (বালার) গুণ রূপ মণিমালা গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ জপিতে লাগিলেন। শ্লিষ্টার্থ—গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ গুণ গান ধরিলেন।

---

(৫) 'দুই খণ্ড কাঞ্চনকে সম্মিলিত করিতে হইলে দুখানিকেই তুল্য রূপে তাতাইয়া লইতে হয়। প্রেম কাঞ্চকরী সখী,শ্রীরাধার নিকটে গিয়া তাহাই আরম্ভ করিলেন । কহিতেছেন,— সখি রাধে! দেখিয়া আসিলাম,তোমার বিরহ সন্তাপে

(৬)—কানড়।

যাওবি বসনে, অঙ্গ সব গোই,
দূরে রহবি, যঙ্গু বাত না হই।
[সজনি!] পহিলহি রহবি লাজাই,
কুটিল-নয়নে দিবি, মদন জাগাই।
ঝাপবি কুচ, দরশাওবি কন্ধ,
দৃঢ় করি বান্ধবি, নীবিহক বন্ধ।
মান করবি, কছু রাখবি ভাব,
রাখবি রস, যনু, পুনঃ পুনঃ আব।
ভনই বিদ্যাপতি, প্রেণমক ভাব,
যো গুন বন্ত, সোই ফল পাব,।

মাধব আজ কালিন্দী-কূলে, ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন!! হায়! সে ভূবন-দুর্লভ রাজকুমারের নিমিত্ত কত শত শত রমণী অনুরাগিনী, কিন্তু কাহারও প্রতিই তাহার মন ধাবিত হয়না। যাইবে কেন? সলিল-সিঞ্চনের দ্বারা কি কখনও বিষ-দাহ নিবারিত হয়? তাহাকে মদনরূপ ভূজঙ্গমে দংশন করিয়াছে, অমৃতরস ব্যতিত অপর প্রতিকারে কি করিবে?। (ভাবার্থ,—তোমার বদন শুধাকরই সে অমৃতের আধার)।

শ্রীরাধাকে চিন্তিত ও উৎকন্ঠিত দেখিয়া কহিতেছেন। তুমি কি কুলবতীর ধর্ম্মের কথা ভাবিতেছ? দেখ! তোমার কুলবতী-ধর্ম্ম, কাচের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। মদন-দালাল, সদয় হইয়া এই সামান্য বস্তুর পরিবর্ত্তে, নীলমণির অমূল্যহার আনয়ন করিয়াছে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তোমার হৃদয়ে অনিয়াছে) অতএব এই ভূবন-দুর্লভ-হার বক্ষে পরিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের রূপে গুণে হৃদয় অলঙ্কৃত করিয়া তুমি অভিসার কর। মেঘের ভিতরে যেমন বিদ্যুৎ-রেখা আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপে নীল-বসনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন কর এবং সুচতুরা সখী সমুহে পরিবৃতা হইয়া নিঃশঙ্কে গমন কর। অঙ্গ-চ্ছটায় কোনও বিপদ্ ঘটাবেনা। এইরূপে নাগরের সহিত নিকুঞ্জে সম্মিলিত হইয়া আজ মনের সাধে রস-রঙ্গকর। তোমার বল্লভ-কৃষ্ণ, সমুজ্জল নিকষের তুল্য। শ্লেষার্থ—উজ্জল রসের নিকষ। আজ দশগুণ সমুজ্জল সুবর্ণবৎ তোমার তনুখানির, রস-নির্ম্মলতা এবং অকৃত্রিমতার পরীক্ষা তৎ-সংঘর্ষণে সাধিত হউক।

---

(৬) পূর্ব্বগীতোক্ত—'রসরঙ্গ' কি প্রকারে করিতে হইবে এ

(৭)—বালা।

পরিহর এ সখি ! তোহে পরণাম,
হাম নাহি যাওব, সো গিয়া-ঠাম।
অনেক যতন করি, করাওলি বেশ,*
বান্ধিতে না জানিয়ে, আপন কেশ।
ইঙ্গিতে না জানিয়ে, কৈছন মান,†
বচনক চাতুরি, হাম নহি জান,
কবহু না জানিয়ে, সুরতক বাত ‡
কৈছে মিলব হাম, মাধব-সাথ ?
সো বরনাগর, রসিক-সুজান,
হাম নবনাগরীধ অলপ গেয়ান।
ভনয়ে বিদ্যাপতি, কি বোলব তোয়,
আজুকো মিলন, সমুচিত হয়।

গীতে, সখী, তাহা শ্রীরাধাকে শিখাইতেছেন যথাঃ—সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নাগরের নিকটে যাইবি। গিয়া এমত দূরে থাকিবি যেন আলাপ করা অসম্ভব হয়। প্রথমে খুব লজ্জাশীলতা—দেখাইবি কিন্তু অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা মাধবের মনে, মদন জাগাইতে হইবে। স্তন-যুগল এরূপে বসনাবৃত রাখিবি যেন কন্দ (মূল) দেখা যায়। আর তাঁহার সমক্ষে একবার নীবিবন্ধ দৃঢ় করিয়া আটিয়া বাঁধিস। আর সকল কথায়ই বাম্য প্রকাশ করিবি, অথচ সে বাম্যের সঙ্গে ২ একটু একটু দাক্ষিণ্যও দেখাইস। রস, একসঙ্গে ঢালিয়া দিস্ না, চাপিয়া রাখিস্ ; যেন পুনঃ পুনঃ আইসে। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই গীতের প্রারম্ভে আরো চারটী ছত্র বেশী আছে। যথাঃ—"শুন শুন মুগধিনী মঝু উপদেশ, হাম শিখাওব চরিত বিশেষ। পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ, বঙ্কিম লোচনে কাজর গাজ। আরও ক্ষুদ্র ২ পাঠান্তর আছে।

---

(৭) পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থে এ (সপ্তম) গীতের পাঠান্তর, অনেক বড় বড় গুলি এইরূপ * সহচরী মেলি বনায়ত বেস † ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান, ‡ কভু নাহি শুনিয়ে মুরতক বাত ধ অবলা অতি ইত্যাদি। আর,—অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থেই, আমাদের ৬, ৫, ২, ৩, এই চারিটী ছত্র ৩, ৪, ৫, ৬, ছত্র রূপে ধৃত। গীতের ভাব ও অর্থ সুস্পষ্ট।

(৮)—বালা।

শুন শুন সুন্দরি! হিত-উপদেশ,
হাম শিখাওব, বচন-বিশেষ।
পহিলহি বৈঠবি, শয়ন কো সীম,*
আধ নেহারবি, বঙ্কিম গীম। ‡
যব পিয়, পরসই ঠেলবি-পানি,
মৌন করবি, কছু না কহবি বানি।

যব, পিয় ধরি বলে, লেওব পাশ,
নহি নহি বোলবি, গদ গদ ভাষ।
পিয়-পরিরম্ভনে, মোড়বি অঙ্গ
রভস-সময়ে পুনঃ, দেওবি ভঙ্গ।
ভণহি বিদ্যাপতি, কি বোলব হাম,
আপহি গুরু হই, শিখায়ব কাম।

---

(৮) শ্রীভগবানের মধুর রসলীলা, পুষ্টির—বিস্তারের এবং আস্বাদনের সম্যক্ অধিকারী কেবল সখীগণ। ইহাদের আনন্দ, ইহাদের সৌভাগ্য বর্ণনার ভাষা নাই। অনুভব কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সাপেক্ষ।

শ্রীরাধার অন্তর এবং আচরণ সারস্যময় না করিয়া সখী নিরস্ত হইবেন কেন ? বলিতেছেন—"এত হাবা কবে হইলি ? এই টুকুও করিতে পরিবিনা ? আচ্ছা তবে কেবল দুই একটা—বিশেষ কথা বলিয়া দিতেছি,এটুকু যেন অবশ্যই করিস্। "কিছুই জানিনা,—অপ্রতিভ বা অপদস্থ হইব" এরূপ শঙ্কার অবসর মাত্র নাই। প্রেমের—পাঠে, শিক্ষা মুখস্থ করিতে হয়না স্বয়ং কন্দর্প আপনাপনিই গুরু হইয়া, প্রেমিক-প্রেমিকাকে সময়োপযোগী রসের আচরণ শিখাইয়া দেন। ইহাই এ গীতের আস্বাদনীয় ভাব। অর্থ সুস্পষ্ট।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান্তর আছে, কিন্তু তাহা ভাবগত নহে।

---

* শয়ন কো সীম—শয্যার প্রান্তভাগ। ‡ গীম—গ্রীবা।

(৯)—শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী,—বরত-সমাপনি, গুরু-গৌরব ভয় ছোড়ি,
গুরুজন-দিঠি, কণ্টক-তরি, আওলী, মনহি মনোরথ ভোরি।
শুন মাধব! তোহে সোপনু ব্রজ-বালা,
মরকত-মদন, কোই যনু পূজই, দেই নব-কাঞ্চন-মালা॥
তুঁহু অতি চপল,—চরিত, যনু ষট্‌পদ, কমলিনী বিপিন-গোয়ারী
মৃদুল-শিরীষ—কুসুম, যনু তোড়বি, লহু লহু করবি, সঞ্চারি।
তরুণী-সমাজে, শুনি, যনু দুরজন, হাসি না দেই করতালি,
দূতীকো মিনতি, এতহু তুয়া পদতলে, গোবিন্দদাস বলিহারি।

---

(৯) দূতী এখনে রসপীড়িত-রসময়ের সমীপে (প্রেমার্দ্রা রাধাকে) উপহার দিয়া, অর্চ্চনার মন্ত্র-পাঠ করিতেছেন, যথা—"মাধব! কুলাঙ্গনাগণের সতীত্ব কণ্টকোৎপাটন-গুণটি তোমার অব্যর্থ। তোমার সেই গুণে, সতীব্রত সাঙ্গ ও গুরুজনের ভয়, গৌরবাদি অগ্রাহ্য করিয়া, এবং গুরুকুলের দৃষ্টিরূপ কণ্টকোত্তীর্ণ হইয়া, মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক এই সুকুমারী সুন্দরীটি অকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। যেমন কেহ নবীন কাঞ্চনের মালাদ্বারা মরকত নির্ম্মিত মদনের মূর্ত্তি পূজা করে, তেমনি আমি এই ব্রজসুন্দরীটি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চণ করিলাম। তুমি ভ্রমরের ন্যায় অতি চঞ্চল কিন্তু আমার এ পদ্মিনীটি বন গমনার্থ ব্যাকুলা ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিরীষ-কুসুমের ন্যায় সুকোমল, অতএব সাবধানে লঘু লঘু আচরণ করিও, কোনও কথা তরুণী সমাজে শুনিয়া, দুর্জ্জন লোকে যেন হাসিয়া করতালি না দেয়। ইহা, আমার মিনতির সহিত নিবেদন, রহস্য মনে করিও না।

(১০)—বালা।

সখী-পরবোধি, সেজ- তলে আনি
পিয়া-হিয়, হরখি ধওল নিজ-পানি
ছুইতে বালা মলিন ভই গেলি
বিধু-কোরে কুমুদিনী,কমলিনী ভেলি*
নহি নহি করয়ে নয়নে বহে লোর
সুতি রহল রাই, শয়নকো ওর †
আলিঙ্গয়ে নীবি-বন্ধন খোলি
করে কুচপরশে, সেহো ভেল থোরি
আচর লেই বদন, উর, ঝাঁপে
থির নাহি হোয়ত, থর হরি কাঁপে
ভনয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয সার
দিনে দিনে মদন করয়ে অধিকার।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে বয়ঃসন্ধি বর্ণনে দ্বিতীয় ক্ষণদা।

---

(১০)শেয-তলে, শয্যার উপর। কালী প্রসন্নবাবুর বিদ্যাপতির পাঠ "সে যতনে" উহা বোধ হয় ভুল। (*) নিজকান্ত শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে, প্রেয়সী শ্রীরাধা, চন্দ্রের ক্রোড়স্থা-কুমুদিনীর ন্যায়—প্রফুল্লিতা না হইয়া, লীলা-শক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে, নবীনা মুগ্ধা নায়িকার রস প্রকটনার্থ কমলিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া উঠিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থধৃত "মলিনী ভেলী" ভুল পাঠ, অপেক্ষাকৃত অসুন্দর এবং ছন্দ-পাতক। (‡)শয্যার শেষ সীমায় সরিয়া শুইয়া পড়িলেন। নবসুরত বিলাসোৎসুক-চাটু-বচন-পটু রসরাজ, সেখানে যাইয়া, সাদরে, সোহাগের সহিত নববালাকে আলিঙ্গন করিতে ও তদীয় নীবিবন্ধন মুক্ত করিতে লাগিলেন এবং করে কুচস্পর্শ করিলেন, তাহাতে নবনাগরীর সেই নিষ্প্রভ ভাব হ্রাস হইল, তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মুখেও বক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন করিলেন।

এই শ্রেণীর পদের, অধিক তর সুস্পষ্ট আলোচনা চলে না। নিম্নলিখিত উজ্জল নিলমণি-ধৃত শ্লোকটি এই স্থানে আস্বাদনীয়। যথা—

চুম্বে পটাবৃত মুখী নবসঙ্গমেভূদালিঙ্গনে কুটিনিতাঙ্গলতা তদাসিৎ
অব্যক্ত রাগজনি কেলী কথাসু রাধা, মোদং তথাপি বিদধে মধুসূদনস্য।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে বয়ঃসন্ধিবর্ণ দ্বতীয় ক্ষণদা।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ তৃতীয়া—ক্ষণদা।

(১)—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বরাড়ি রাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে,
ভাব-ভরে গরগর, আঁখি নাহি মেলে।
পূরব চরিত যত, পীরিতি-কাহিনী,
শুনি পঁহু মুরছিত লোটায় ধরণী।
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থির
কত শত ধারা বহে নয়নের নির!
নাচে পঁহু রসিক সুজান
যারগুণে দরবয়ে দারু পাষান
পুলকে মণ্ডিত শ্রীভূজ যুগ তুলি
গোলিয়া লোলিয়া পড়ে হরি হরি বলি
কুলবতী ঝুরেমনে ঝুরে দুটি আঁখি
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখি
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ
বলরাম দাস সবে এরসে বিমুখ।

---

(১) ভুবনৈক বন্ধু .শ্রীগৌরহরি গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এইরূপে প্রেম ও করুণা-বিলাস প্রকটন করেনঃ—বৃন্দাবনলীলার আবেশে নিরন্তর শ্রীরাধার ভাবে, কচিৎ কৃষ্ণাবেশে—বিরহ-রসে চিত্ত অনবরত গর গর এবং শ্রীঅঙ্গ প্রায় সর্ব্বদাই অবশ থাকিত। নয়ন নিমীলিত করিয়া হৃদয়ে সেই—রূপ মাধুরী, হেরিতে হেরিতে ধীরে ধীরে গমন করিতেন। পার্শ্বদ-গণের মুখে আপনার পূর্ব্ব-চরিত অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ রূপে আচরিত পূর্ব্ব চরিত-প্রেমলীলার কথা শুনিয়া, প্রায়ই প্রেম-মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন। পাষণ্ড পড়ুয়াগণ, কখনও কৌতুক করিয়া পথে বা গঙ্গাতীরে তাহাকে বৃন্দাবন লীলার শ্লোক বা গীতি শুনাইত,তাহাতেও তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং ভূমিতে গড়া গড়ি দিতেন। যে সময়ে বাহ্যস্ফুর্ত্তি হইত, তখন, পতিত জীব নিচয়ের দুর্দ্দশা (অর্থাৎ কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়

(২)—শ্রীনিত্যানন্দস্য ধানশি ।

প্রেমে মত্ত মহাবলী, চলে দিগ দিগ দলি, ধরণী ধরিতে নারে ভারা,
অঙ্গ ভঙ্গী সুন্দর, গতি অতি মন্থর, কিছার কুঞ্জর মাতোয়ারা ?

ভোগ, ভক্তিগন্ধ নাই যাতে যায় ভব রোগ, ইত্যাদি দুর্দ্দশা ও বহির্ম্মুখ দশা) দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া কাঁদিতেন। আর শত শত ধারায় অবিশ্রান্ত নয়ননীর প্রবাহিত হইত।

আবার যখন শ্রীবৃন্দাবনের রহঃ সন্মিলন-কেলী, স্ফূর্ত্তি হইত অমনি মহানন্দে ভক্তগণের সহিত শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রসে-মত্ত হইতেন। রসিক শিরোমণির সে সঙ্কীর্ত্তন মাধুরীর ও সে মোহন নৃত্য কলার গুণে—দারু পাষাণ পর্যন্ত দ্রব হইত!! পুলকাঞ্চিত-শ্রীভূজ-যুগল উত্তোলন করিয়া হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে যখন তিনি, কীর্ত্তন-মণ্ডলীতে লুলিয়া লুলিয়া পড়িতেন, সে প্রাণাকর্ষক দৃশ্যে, কুলবতীগণেরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত! পরিশেষে তাহারা প্রকাশ্যরূপে রোদন করিতেন। এমন কি বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সে অপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদিত।

শ্রীগৌরলীলা নিত্যবস্তু, ভক্তের মানস-নয়নে উহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষী ভূত। আমাদের ভক্ত—পদকর্ত্তার পবিত্র-হৃদয়ে উপরোক্ত লীলাবলী প্রত্যক্ষ সমুদিত হইয়াছেন, এবং তিনি দেখিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে দুঃখ সন্তাপাদির আকর,—ধন সম্পদ স্ত্রী পুত্রাদিতে যাহাদের, সুখের চরম-উপাদান বলিয়া বুদ্ধি এবং তাহাতে পরমাশক্তি বদ্ধমূল। "উদ্ধারের উপায় বিরহিত, সুখের মৃগতৃষ্ণা বিভ্রান্ত" এইরূপ গৃহবাসীগণ পর্য্যন্ত শ্রীগৌর-শুধাকরের মহামঙ্গল লীলার ও অপার করুণার প্রভাবে, গৃহ-সুখে বিতৃষ্ণ এবং গৃহবাসত্যাগ করিয়া তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে শরণ লইতেছে। দেখিয়া আক্ষেপোৎ কণ্ঠায় বলিতেছেন "হায়! কেবল আমি বঞ্চিত থাকিলাম"।

---

(২) দেখ, মহাবলবন্ত নিতাই সুন্দর, প্রেমে-প্রমত্ত হইয়া, দিক্ বিদিগের অমঙ্গল বিদলন করিয়া চলিয়াছেন!! প্রতাপের ভার বহনে পৃথিবী

প্রেমে-পুলকিত তনু, কণয়া-কদম্ব যনু, প্রেম-ধারা বহে দুটি আঁখে,
নাচে গায় গোরাগুণে, পুরব পড়েছে মনে, ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।
হুহুঙ্কার মালসাটে, কেশরী-গরব-টুটে, শুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডী জনা,
লগুড় নাহিক সাতে, অরুণ কঞ্জ হাতে, হলধর মহাবীর বানা।
কেবল পতিত-বন্ধু, রঙ্গের রতন সিন্ধু, অন্ধের লোচন পরকাশ,
পতিতের অবশেষে, রহি গেল গুপ্ত দাসে, পুন পহু না কৈল তলাস।

অসমর্থা হইতেছেন অথচ অতিমন্থর সে গতি-মাধুরী ও সুন্দর অঙ্গ-ভঙ্গীর অনুপম মধুরিমায় জগৎ মুগ্ধ হইয়া—মনোহর মন্থর গতির চূড়ান্ত উপমা-"মদমত্ত মাতঙ্গের গতি''কেও অতিতুচ্ছ বোধ করিতেছে। আমার নিতাইয়ের ঈষদারণ্য স্বর্ণাভ—শ্রীঅঙ্গখানি, প্রেম-কণ্টকিত হইয়া, স্বর্ণ-নির্ম্মিত কুসুমিত-কদম্ববৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত এবং নয়ন যুগলে, ধারা ধরিয়া প্রেমপ্রবাহ বহিতেছে। আর, কিশোর-গৌরাঙ্গচন্দ্রের উন্নতোজ্জ্বল-চিরানর্পিত-স্বভক্তি-রসদানেজগদুদ্ধারাদি-গুণগরিমা দর্শনে, পূর্ণানন্দে উচ্ছলিত হইয়া গান ও নৃত্য করিতেছেন! এবং পূর্ব্বের-ভাব অর্থাৎ ব্রজলীলা-রস, মনে পড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দকে "ভাইয়া ভাইয়া" বলিয়া ডাকিতেছেন। ভাইয়ার গৌরবে ও মহিমায় মাতিয়া, মত্তসিংহ পরাভবী বিষম বিক্রমে, মালসাট ও হুহুঙ্কার করিতেছেন। সে বিক্রমে কলির বিহার - স্থলীস্বরূপ—পাষণ্ডীগণের বুক, ফাটিয়া যাইতেছে। মহাবীরত্বের ধ্বজা (বান—ধ্বজা) স্বরূপ, মহাবল-হলধর, নিতাই রূপে প্রকটিত হইয়া, এই প্রকার মহাপ্রভাব ও মনোহর-বিক্রমে, কলির প্রতিপত্তি বিধ্বস্ত করিতেছেন, অথচ সঙ্গে একখানি লগুড়ও (অর্থাৎ দণ্ড খানিও) নাই! হাতের অরুণ কমলই এ লীলার মোহনাস্ত্র! অর্থাৎ অরুণকমলধারী শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রের দর্শনেই জীবের পাষণ্ড ভাব দূর হইতেছে এবং সকলে তাহাতে অনুরক্ত হইতেছে।

অতএব—সর্ব্বামঙ্গল বিনাশ এবং কলির সিংহাসন চূর্ণ করণ দ্বারা পাষণ্ড নিকরের উদ্ধারকারী, আবার লীলা-মাধুরীও রূপ-মাধুরী দ্বারা আকর্ষণ

(৩)—মুখরা প্রাহ, ভুড়ী।

নাগিয়াছে কদম্ব গাছের দে,
অন্তরে বেয়াধি—মরম জানে কে ?
সাত পাঁচ সখী মেলি
যমুনা সিনানে গেলি
কিনা সে দেখিল তায়—
সেই হৈতে মনে আন নাহি ভায়।

ডাকিলে'রাধে!' সমতি নাদে
আঁখি কচালে সদা কাঁদে।
মনে ঘর দুয়ার না ভায়,
জুড়ায় কদম্ব তলার বায়।
বংশী বদনে কহে তথাই নিয়ে,
চাহিতে চিন্তিতে রাই বা জীয়ে।

পূর্ব্বক প্রেমামৃত দানে যাবতীয় জীবের নবজীবন প্রদাতা, এই নিতাই পতিতের একমাত্র বন্ধু,দরিদ্রের রত্ন-সাগর এবং অন্ধের নয়ন-তুল্য। কিন্তু হায়! এমন অবতারেও আমি (পদ কর্ত্তার উক্তি) নিজ-কর্ম্ম-দোষে পতিতের অবশেষ রহিলাম!!

---

(৩) কোনও কোনও কদম্ব-বৃক্ষে দেবযোনির আবির্ভাবের বিশ্বাস বা ভ্রম, এখনও অনেক গ্রাম্য স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান আছে। শ্রীরাধার অলোক-বিশ্রুত-অদ্ভুত-বিরহ-বিকার দেখিয়া গুরুজন ও আত্মীয়স্বজন, কেহই কিছু বুঝিতে এবং কোনও প্রতিকার স্থির করিতে পারিতেছেন না, সকলেই মহা ব্যাকুল! শ্রীরাধাগতপ্রাণা তদীয় অতি নিকট সম্পর্কিত মাতামহী মুখরা, একটি বিশেষ ঘটনা ঐ সময় আলোচনা করিতে লাগিলেন। যথা,—আমার মনে হয় ইহাকে কদম্ব গাছের দেবতায় পাইয়াছে। ব্যাধি ভিতরে, কাজেই কেহ উহার নিদান বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জানিতে পারিয়াছি, পাঁচ সাত সখীর সহিত একত্র হইয়া, রাধা—যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিল, সেখানে সে ঐ দেবতার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে কিনা, সকলে ভাল করিয়া বিবেচনা কর।

হায়! আমার সোনার নাতিনীটির চিত্তে তদবধি আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। ডাকিলে উত্তর দেয় না। সর্ব্বদা কেবল চক্ষু কচালে আর

(৪) পৌর্ণ মাস্যাহ।

সবদেব হাকারি, কহিনু শ্রুতি-পুটে,
কালিয়া কোঙরের নামে, কাঁপি ঝাপি উঠে।
বুঝিনু ভাবিনীর ভাব, নহে দেব-দানো,
কদম্ব-তরুয়া-দেবেরে, কিছু মানো *
কালিয়া কুঙরদেব থাকে কদম্বেরডালে
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে, শিশুকালে
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মারিবে,
নিজ-পূজা † পাইলে ছাড়িয়া ঘরে যাবে
বংশী বদনে কহে এই কথা দড়,
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়।

কাঁদে। ঘর দ্বার কিছুতেই আর তাহার মন লাগিতেছে না। সদা সন্তপ্ত। কেবল সেই কদম্বতলার বাতাস পাইলেই কিঞ্চিৎ শীতল হয়।

গীত রচয়িতা বংশীবদন, তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবে বলিতেছেন—'চলুন তবে আমরা সখি রাধাকে লইয়া সেই কদম্ব তলায় যাই। সে স্থানের, ও সে তরুর পানে চাহিয়া-চিন্তিয়া (তোমার অনুমান সত্য হইলে) অবশ্যই উহার জীবন লাভ হইবে।

(এ গীতের ভাষাটি, মুখরার ন্যায় বৃদ্ধার উপযুক্ত বটে)

---

(৪) কেহ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সিদ্ধ-তপস্বিনী পৌর্ণমাসী দেবীকে আনাইলেন। দেবী-পৌর্ণমাসী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যোগমায়ার লীলা-মূর্ত্তি; রাধামাধবের প্রেম লীলার সংঘটন এবং সু-সম্পাদনার্থই ব্রজে, তাঁহার অবস্থিতি, তিনি রোজার ন্যায়—রাধাকে পরীক্ষা করিয়া, ভঙ্গীময় বচনে যাহা বলিলেন এই গীতে তাহাই সুব্যক্ত।

* মানো-মানসিক কর † শ্রীরাধা, সেখানে গিয়া, স্বাভীষ্ট দান রূপ পূজা করিলেই দেবতা, এক্ষণকার মত ঘরে চলিয়া যাইবে, ইহাই রহস্যার্থ।

তাং প্রতি রাধাহ—ভাটিয়ারি (৫)

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা অভরণ অঙ্গে, সাধে গেনু যমুনার জলে
তেমাথা পথের ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে, তিমিরে ঝাঁপিয়া ছিল মোরে।
ও গো! সজনি! কিহৈল প্রেমের জ্বালা
শয়নে স্বপনে দেখি কালা। ধ্রু।
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়, না কৈলে মরমে লাগে ব্যথা
যমুনা-পুলীন কাছে,দোথরি কদম্ব আছে, বন-চারী কেমন দেবতা।
কালীয়া বরণ শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম, কালিন্দী কদম্ব-তলে থানা
বংশী বদনে কয়, যুবতী জীবার নয়, দেখিলে—মরমে দিত হানা।

---

(৫) গ্রহ-গ্রস্থের ন্যায় জ্ঞানভ্রান্ত-প্রায়া শ্রীরাধা, পূজনীয়া পৌর্ণমাসী-দেবীকে নিজ সখী জ্ঞানে কহিতেছেন;—যথা,—হাঁ সখি, আমি ৫।৭ জনা সখীর সহিত নানা আভরণ পরিয়া, মহানন্দে যমুনায় যাই। কিন্তু তে-মাথা পথের ঘাটের নিকটে গেলে আমার পথ ভুল হইয়া গেল; কারণ এক অলৌকিক অন্ধকারে আমরা আবৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। (প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-সুন্দর-শ্রীঅঙ্গের কান্তিচ্ছটায়, বিনোদিনীর নয়ন-নীলিমাময় এবং অঙ্গে-অঙ্গাবৃত হইয়া গিয়াছিল) সখি! উহার ফলে, তদবধি আমার কি এক প্রকার প্রেম-যন্ত্রণা উপজাত হইয়াছে, শয়নে স্বপনে আমি কেবল সেই 'কালা' (কালতিমির) দেখিতেছি। এই অদ্ভুত ঘটনা কেহ বিশ্বাস করিবে না, অতএব ইহা কাহারও কাছে কহিবার যোগ্য নহে, বিশেষতঃ এরূপ দেবতার কথা নাকি প্রকাশও করিতে নাই, অতএব প্রকাশ করিলে কি জানি কিসে কি হয়' ভাবিয়া ভয়ে শঙ্কায় নিরস্ত রহিয়াছি, অথচ না কহিলেও মরমে ব্যথা পাইতেছি।

সখি! যমুনা-পুলিনের নিকটস্থ দোথরি কদম্ববৃক্ষে কোনও বনচারী দেবতা বিদ্যমান আছে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি তাহার কালিয়া শ্যামবর্ণ এবং তাহার নামও "কালিয়া" এবং সর্ব্বদা ঐ কদম্বতলায় থাকেন।

পদকর্ত্তা বংশীবদন সখীভাবের স্ফূর্ত্তিতে উত্তর দিতেছেন,—ঠিক্ কথা

(৬)—সুহই,—সিন্ধুড়া।

আজু, পেখনু নন্দ-কিশোর—
কেলী-বিলাস, সবহু অব তেজল, অহ নিশি-রহত বিভোর।
যবধরি চকিত,-বিলোকি,বিপিন-তটে পালটি আওলি মুখ-গোরি
তবধরি মদন-মোহন—তনু, কাননে, লুঠই, ধৈরয-পণ ছোরি।
পুনফিরি সোই-নয়নে যদি হেরবি, পাওব চেতন—নাহ,
ভুজঙ্গিণী দংশি, পুনহি যদি দংশয়ে, তবহি সময়ে, বিষদাহ।
অবশুভ-খন ধনি! মণি-ময় ভূষণ,—ভূষিত তনু অনুপাম
অভিসরু বল্লভ—হৃদয়—বিরাজহ, যনু মণি-কাঞ্চন-দাম।

তবু রঙ্গ তুমি সে দেবতার রূপ দেখ নাই। বদনে-নয়ন দিলে, বুকে এমন বিষম ঘা দিত, যাহাতে যুবতীর প্রাণ বাঁচিতে পারে না। (পদকল্পতরুতে ধ্রুবপদে, এ গানের আরম্ভ এবং পঞ্চম ছত্রের স্থলে "তার গলের মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে, সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা" ইতি পাঠান্তর)।

---

(৬) এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগতাদূতী, উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধার কাতরোক্তি শ্রবণ ও বিরহ-বৈকল্য দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন "উভয়ের অবস্থাই সমান শোচনীয়"। এইরূপ বিরহ-কাতরতা, সখী-জনের অসহ্য। অতএব আড়ম্বর-বিহিন-বচনে সখী কহিতেছেন—বিনোদিনি! এই বনচারী দেবতা আর কেহ নহেন,নাগরগুরু ব্রজেন্দ্র কুমার,—শ্যামসুন্দর। তাঁহারই ভুবন-মোহন-শ্যামাঙ্গ ছটায় তুমি এরূপ বিষম-দশাগ্রস্থ হইয়াছ। এখন তাঁহারদশা বলিতেছি শোন :—

আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, ব্রজেন্দ্র-কিশোর, সর্ব্ব প্রকার লীলাখেলা বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভোর অবস্থায় দিন যামিনী যাপন করিতেছেন! আজ, কানন-প্রান্তে যৎকালে তুমি, তাঁহার প্রতি চকিত দৃষ্টে চাহিয়া, অপূর্ব্ব

(৭)—ধানসি।

কতহি মনোরথ, মনমথ-রঙ্গে,
আওলি রমণী, বিপিন, সখী-সঙ্গে।
কেলী-সদনে, পিয়-বদন নেহারি,
পালটি চললি ধনী, পদ দুই চারি।
সহচরী, অঞ্চল-ধরি-ধরি রাখে,
বালা, মনসিজ-রস নাহি চাখে।
লাজকে রাজ সুতনু-তনু-দেশে,
সঙ্কোচ-সচীব তহি করল প্রবেশে।
কহে হরিবল্লভ ফুলশর-আগে,
রাজা, সচীব, সবহু—চলি ভাগে।

ভঙ্গী-পূর্ব্বক, বদন ফিরাইয়া চলিয়া এসেছ, তদবধি সেই মদনমোহন, ধীরতা হারাইয়া, সেই কাননে নিরন্তর লুণ্ঠিত হইতেছেন!। যদি তুমি আবার তথায় ফিরিয়া গিয়া, পুনরায় সেই-নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ কর, তবেই তাহার চৈতন্য লাভ হইতে পারে, কারণ ভুজঙ্গিণী কাহাকেও দংশন করার পরে, যদি আবার পূর্ব্ববৎ দংশন করে, তাহা হইলে বিষদাহ প্রসমিত হইয়া যায়।

উপস্থিত ক্ষণটি অভিসারের সুসময় বটে, এবং তোমার অঙ্গও অভরণ ভূষিত আছে। অতএব এক্ষণেই অভিসার কর, করিয়া—হেম-মণির অর্থাৎ কাঞ্চন-মণি-নির্ম্মিত মালার ন্যায়, আপন বল্লভের হৃদয়ে, বিরাজ কর; (অথবা তদ্রূপে প্রাণেশ্বরের সহিত স্ফুরিত হইয়া গীতকর্ত্তা—বল্লভের হৃদয়ে বিরাজিতা হও)।

---

(৭) কান্তের সহিত কিরূপ ব্যবহার ও কিরূপ প্রতি-ব্যবহার করিবেন, কখন কি ভঙ্গীতে—কি কি কথা বলিবেন, কি কি অবস্থায়—কি কি প্রকারে বাম্য ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবেন, কি উপায়ে কিরূপ কলা-প্রদর্শনে, নাথের অঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিবেন,—ইত্যাদি নানা বাসনায়-বাসিত এবং অনঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া সখীর সহিত রমণী-মণি রাধা, বনে আসিলেন। কেলী-কুঞ্জে-প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—প্রাণকান্ত সেখানে উপবিষ্ট। যাহার জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত আকুলতা, এত অনুরাগ, সেই প্রাণের-দেবতা-সর্ব্বার্ত্তিহারী-প্রিয়তম-হরিকে দেখিয়া বাম-মনোহরা-বিনোদিনী-বালা, অমনি ফিরিয়া চলিলেন!! দুই চারি পদ যাইবামাত্র নিকটস্থা কোনও সখী বস্ত্রাঞ্চলে ধরিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু ধনি-মণি কিছুতেই অনঙ্গ-

(৮)—ধানসি।

কবরী-ভয়ে চামরী, গেও গিরি-কন্দরে, মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ
হরিণী, নয়নভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গজ বনবাস।
সুন্দরি! কাহে মোহে সম্ভাষ না যাসি?
তুয়া ডরে কো নাহি,কাহা পলাওল, তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি?
কুচ-ভয়ে, কমল-মুকুল, জলে-মজ্জল, ঘট-পরবেশ হুতাশে,
দাড়িম, শ্রীফল, গগনে বাস করু, শম্ভু—গরল-গরাসে!
ভুজ-ভয়ে পঙ্কে, মৃণাল—কাল হরু, করভয়ে কিশলয়-কাঁপে,
কবিশেখর ভণ, কত কত ঐছন, কহব মদন পরতাপে?

রসাস্বাদন করিতে চাহেন না! লজ্জা-নরপতির-অধিকৃত—সুতনুর শরীরে রাজ-মন্ত্রী সঙ্কোচও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

তত্রস্থিতা সখীর ভাবাবেশে পদকর্ত্তা হরিবল্লভ বলিতেছেন, কেহ ব্যস্ত হইও না! কোনও চিন্তার কারণ নাই। ফুলশরের-প্রতাপে রাজা, মন্ত্রী সকলে পলায়ন করিবে।

---

(৮) সখী-কর্ত্তৃক বস্ত্রাঞ্চল-ধৃতা, বিনম্র-বদনী ধনির পানে চাহিয়া—রসিক-মৌলী-মণি, এইরূপে রস-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যথা—"সুন্দরি! তোমার কবরী-সৌন্দর্য্যের সহিত প্রতিযোগীতায় অসমর্থ হইয়া চির-সম্মানিত-চামরীগণ, মানের-ভয়ে গিরি-কন্দরে গিয়াছে! আর তোমার সদা-পূর্ণ-কল—অকলঙ্ক শ্রীমুখচন্দ্রের—লোকাতীত-আলোকে, বিকল ও ভীত হইয়া চাঁদ, আকাশে পলাইয়াছে। হরিণী সকল, কোকিলকুল এবং গজেন্দ্রগণ—যথাক্রমে—তোমার নয়নের,—স্বরের এবং গতির ভয়ে, মনদুঃখে বনবাসী হইয়াছে। এমন মহা-মহিমান্বিতা-সুন্দরী-তুমি—কেন কিসের ভয়ে আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া যাইতেছ? দেখ, তোমার ভয়ে, কে কোথায় না পলাইয়াছে? জলে, অনলে, বনে, আকাশে যে যেখানে পারিয়াছে, লুকাইয়াছে। এমন ভুবন-বিজয়িনী

(৯)—ভূপালী।

যব ধনি, ভুজ-ভরি, ধরল—মুরারী,
ভিজল বসন, তন, রোদন-বারি।
ঘন ঘন উছলত, পিয়-হিয়-মাহ,
কুসুম-শয়ন-তলে, আনল নাহ।
হসি হসি, হরি যব খোলত বাস,
থরথরি কাঁপই—'নহি' 'নহি' ভাষ।
অতি-ডরে-কাতর, ধনী-মুখ দেখি,
তব লহু লহু, উর পর—নখ-রেখি*।
লহু লহু আলিঙ্গন, লহু লহু কেলী,
লহু লহু অধরক, দংশন ভেলি।
কাঁপয়ে অঙ্গ, সঘনে সিতকারে,
বিজুরী মেকে, যৈছে নীরদ-ভারে।
রহি রহি মনসিজ-অনুভবি, শেষে,
তব সুখ-সাগরে, কয়ল প্রবেশে।
বালা,—মনহি পাওল আশোয়াস,†
এতদিনে জনমক, ভাঙ্গল তরাস।
জানল, রতিরস-কৌতুক-রঙ্গ,
জনম সফল মানল, পিয়া-সঙ্গ।
দোহ তনু, দোহ মন, বন্ধন ভেলা,
সখী-লোচন, মাধুরী ভরি নেলা।
কহে হরিবল্লভ,—বল্লভ-লাল,
রতি-রস পাঠ, পড়াওল ভাল।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ মুগ্ধা-বর্ণনে তৃতীয় ক্ষণদা।

তুমি কেন অকারণ ভয়-সঙ্কিত হইতেছ? তোমার, ওই কুচকুট্মলের ভয়ে পদ্মকোরক-জলে নিমজ্জিত! ঘট—অগ্নিতে দগ্ধ এবং দাড়িম্ব ও শ্রীফল—পৃথিবী ছাড়িয়া গগনাবলম্বী হইয়াছে!! শম্ভুর—সর্ব্বপূজিত-বাণলিঙ্গমূর্ত্তি, তোমার পীনস্তনের সৌন্দর্য্যে পরাভূত হওয়ায়, তিনি দুঃখে গরল গ্রাস করিয়াছেন। তোমার ভুজযুগলের-মাধুরী-পরাভূত-মৃণাল, পঙ্কে পড়িয়া কাল কাটাইতেছে। তোমার আরক্ত-কোমল-করতলের ভয়ে, কিশলয় সদা কম্পমান!! তোমার সৌন্দর্য্য-বৈভব এইরূপ ভুবন বিজয়ী। তুলনায়—আমার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য কিছুতেই যে তত্তুল্য নহে.—প্রত্যেক অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া—সহজেই ইহার পরীক্ষা হইতে পারে। তবে তুমি পলাইতেছ কেন? গীতকর্ত্তা-কবি শেখর শ্রীকৃষ্ণের হইয়া সখীভাবে কহিতেছেন—তোমার মদন প্রতাপের পরিচয় পদে পদে বিদ্যমান! বাক্যে তাহার কথা কত কহিব? পদকল্পতরুতে এই গীতিটি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত!

---

(৯) * আশ্বাস। † নখাঘাতের রেখা। রহস্য-লীলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ চতুর্থ ক্ষণদা।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—রাগ কেদার।

বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান,
দিব্য গন্ধ মাল্য, দিব্য বাস পরিধান।
কি ছার কনক-জ্যোতি, সে দেহের আগে?
সে বদন দেখিতে, চান্দের সাধ লাগে।
সে দন্ত দেখিতে, কোথা মুকুতার দাম?
সে কেশ-বন্ধন দেখি, না রহে গেয়ান!
দেখিতে—আয়ত দুই অরুণ নয়ান,
'আর কি কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান?
সে আজানু-ভুজ দুই, হৃদয় সুপীন,
তহি শোভে শুভ্র-যজ্ঞসূত্র – অতি ক্ষীণ।
ললাটে—বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর,
অভরণ বিনে—সর্ব্ব-অঙ্গ-মনোহর।
কিবা হয় কোটিমণি, সে নখ চাহিতে,
সে হাস দেখিতে কিবা করয়ে অমৃতে?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান,
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।

---

(১) শ্রীনবদ্বীপ-বিহারী হরির, জন্ম-লগ্নাদি গননা দ্বারা, তদীয় মাতামহ, মহা-জ্যোতির্ব্বিদ নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী, সবিস্ময়ে দেখিলেন,—এ বালক নিখিল বিশ্বের রক্ষক ও পালক হইবে। তাই—নাম রাখিলেন—বিশ্বম্ভর। শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রও চিরানর্পিত-প্রেমে, বিশ্বপূর্ণ করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। অবিচারিত-প্রেম-দাতা বিশ্বম্ভরের সে, ভুবন-বিস্মাপক মহিমা-মহাসমুদ্রের মকরস্বরূপ—ভক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা ও মধুরিমাবিদ্ (ভণিতার 'জান' শব্দের অর্থ জানে যে) ভক্তগণ! আসুন একবার আপনাদের পদতলে বসিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের ভুবন-ভোরা রূপামৃতের কিঞ্চিৎ বিন্দু-কণিকা, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করি। ভাই! সর্ব্ব-বিকার-বিধ্বংশী এমন সঞ্জীবনী-সুধা জগতে আর নাই।" মনে হয়—গীত-কর্ত্তা ঠাকুর বৃন্দাবনদাস যেন এইরূপ ভূমিকা পূর্ব্বক, বলিতেছেনঃ—"মদনের অনুভবে—যেমন সর্ব্ব-প্রাণী

(২) শ্রীরাগ—শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য।

নিতাই—মোর জীবন, ধন, নিতাই—মোর জাতি,
নিতাই বিহনে মোর—আর নাহি গতি।

বিমোহিত হয়, আমার—শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তিখানিও ঠিক্ তদনুরূপ বিমোহক! হেরিলে জ্ঞান হারাইয়া যায়! সে শ্রীঅঙ্গের—আরও একটি অত্যদ্ভূত-গুণ এই যে, জগতে—অভরণ, বসন, মাল্যাদির-পরিধারণে লোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আমার প্রাণের বিশ্বম্ভর-সুধাকরের-ভূষণের ভূষণ-শ্রীঅঙ্গ-সংস্পর্শে তিলক, মাল্য, বসন, অভরণাদি—দিব্যশ্রী লাভ করে।

পার্থিব পদার্থ সকলের মধ্যে, স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা সু-বর্ণ. কিন্তু বিশ্বম্ভরের অতুলিত গৌরকান্তির নিকটে কনকের-কান্তি কিছুই নহে—অতি তুচ্ছ! জগতে, আকাশের চাঁদই -- সুন্দর-বদনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপমা, কিন্তু সৌন্দর্য্য-গর্ব্বী-চন্দ্রের সমস্ত-অভিমান, বিশ্বম্ভরের চাঁদ-বদনের নিকটে, চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে,—অপেক্ষাকৃত সুন্দর 'রূপের' নিকটে—লাঞ্ছিত, লজ্জিত, কি অপদস্থ হইলে—দূরে লুকায়ন, সৌন্দর্য্যাভিমানীগণের চির-স্বভাব, কিন্তু আমার বিশ্বম্ভরের-বিশ্ব-মোহন-মাধুরীমুগ্ধ-গগনচাঁদ, সে স্বভাব ভুলিয়া নিরন্তর এই চিত্তহারী-মাধুরী-দর্শনেরই সাধ করে!! সে দন্ত দেখিতে— ইত্যাদি—পরবর্ত্তী পদগুলি স্বতঃই সুস্পষ্টার্থ এবং সুধা-মধুর। আসুন আমরা এ অমিয়, ঢোকে ঢোকে পান করি। ব্যাখ্যার-শর্করাদানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই!

---

(২) বায়ু—যেরূপ জীবেরজীবন স্বরূপ, জল—যেমন মৎস্যাদির জীবন স্বরূপ অর্থাৎ যাহাকে ছাড়িয়া—নিশ্চয়ই—বাঁচিনা! কথার মৃত্যু নহে—সত্য সত্যই মরণ ঘটে, তিনিই 'জীবন' শব্দের বাচ্য। আর,—আহারে, ব্যবহারে, শয়নে, গমনে, দেশে, বিদেশে, সুখে, দুখে—যাহা অবলম্বন, তাহারই নাম

সংসার-সুখের-মুখে, দিয়া যেনে ছাই,
নগরে মাগিয়া খাবো—গাইব নিতাই।
যে দেশে নিতাই নাই—সে দেশে না যাব,
নিতাই-বিমুখ-জনার—মুখ না হেরিব।
গঙ্গা যার পদ-জল, হর-শিরে ধরে,
হেন নিতাই না ভজিয়া, দুঃখ পাঞা মরে!

'ধন'। স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনের ও স্বজনের—শ্রেণী-গত মর্য্যাদা-মূলক-পরিচয়ের নাম—জাতি।

দেহে, ধনে, জনে, মর্যাদায়—যে আশক্তি, তৎসমুদয় নিতাইতে অর্পণ এবং মেঘেরসঙ্গে বায়ুর—যে সম্বন্ধ (একমাত্র গতিত্ব)—সেইরূপ জ্ঞানে আপনার ইচ্ছা ও স্বাধিনতা শ্রীনিত্যানন্দে প্রদানই, আমাদের সর্ব্ব-প্রধান-সাধনা; কিন্তু এই প্রকার একাগ্র-সরল-ভাব—দাম্ভিক, কুতার্কিক-বিদ্যাগর্ব্বিত অভিমানী দিগের-দুর্ল্লভ। দম্ভের-পর্ব্বতোপরি-সর্ব্বদা বসিয়া থাকিলে, পৃথ্বী-পরিপ্লাবী প্রেম-বন্যার-স্পর্শ ঘটিবে কেন? এবং নিরন্তর কুতর্কের-বৃহৎ-ছাতায় মাথা ঢাকিয়া থাকিলে,—প্রেমের-বাদর-বর্ষণেও যে অঙ্গ, আর্দ্র কি বিগলিত হইবেনা—তাহাতে আর কথা কি? অতএব শ্রীনিতাইচাঁদের-নির্ব্বিচার-করুণা-বিলাস ও অভূতপূর্ব্ব-প্রভাবও—উলুকের চক্ষে রবি-কিরণের ন্যায়—এই সকল দুর্ভাগ্য জীবের নিকটে অকার্য্য-কর!

ইহাদের সর্ব্বস্ব-ভূত—ধন মান ও অনর্থ-করী বিদ্যা ও জাত্যাভিমানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া,—শ্রীনিতাইচাঁদের-গুণে মাতোয়ারা—পদকর্ত্তা, ঠাকুর লোচনানন্দ নিতাইকেই ধন, প্রাণ, জাতিরূপে প্রচার করিয়াছেন। আরও বলিতেছেন যে, দুর্ভাগ্যধনী-মানীরা যে—সংসার সুখকে সর্ব্বস্ব-জ্ঞান করে, আমি, সে সুখের মুখে ছাই দিয়া, নিরুদ্বেগে ও পূর্ণানন্দে নিতাইর গুণ গাইয়া—নগরে নগরে মাগিয়া খাইব! মাগিয়া খাইব বটে কিন্তু যাহারা নিতাই-বিমুখ, তাহাদের কাছে কখনও যাঞা করিব না। এমন কি, তাহাদের মুখাবলোকনও করিব না! এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দের

লোচন বলে—আমার নিতাই, যেবা নাহি মানে,
অনল জ্বালিয়া দিব—তার মাঝ-মুখ খানে।

---

(৩) বেলয়ার

বরণি না হয় রূপ, বরণ-চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন-পুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল, কিয়ে কাজর,
কিয়ে ইন্দ্রনীল-মণিয়া

প্রতি, পরম-নিষ্ঠা-পূর্ণ-প্রেম ও বৈষ্ণবজনের কর্ত্তব্যাচরণ প্রকাশ করার পর, দুর্ভাগ্য-দাম্ভিকাদির দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন—হায়! ইহারা শ্রীমহাদেবকে—ঈশ্বর বলিয়া মান্য করে, অথচ স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ, দয়ার-সাগর-নিতাইকে না ভজিয়া দুঃখে মরিতেছে!! যে মুখ হইতে নিতাইয়ের নিন্দা নির্গত হয়, কেবল একমাত্র অগ্নি-শুদ্ধি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব যে আমার নিতাইকে মানিবে না, তাহার মুখে আগুণ জ্বালাইয়া দিব।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধের স্থানে স্থানে যেমন শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অভেদ মানিয়া—বলদেবেতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, অতি-দেশ করিয়াছেন ; সেইরূপ—পূর্ণতম-ভগবান্ বিশ্বম্ভরচন্দ্রের সহিত নিতাই-চাঁদের অভেদ মানিয়া "গঙ্গা যার পদ-জল" ইত্যাদি পয়ারটি বর্ণিত হইয়াছে।

---

(৩) শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন দর্শনান্তে গৃহাগতা-শ্রীরাধা, লালসা-ময়-ভাবাবেশে—শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন করিতেছেন, যথা—সে রূপের, সে চাক্‌-চিক্যময়-বর্ণের কিছুই বর্ণনা হইতে পারে না! কি প্রকারে হইবে? ইহা কি নব-মেঘের পুঞ্জ, কি কুবলয়ের-রাশি, কি কজ্জল—কি ইন্দ্র-নীলমণি—এই সন্দেহই দূর করা যায় না! হায়! প্রস্ফুটিত-পদ্মের-

বিকচ-সরোজ-ভান-মুখমণ্ডল, দিঠি-ভঙ্গিম-নট খঞ্জন-জোর
কিয়ে মধুর-মৃদু-হাস উগারই! পিবিআনন্দে আখি পড়লহিভোর
অঙ্গদ বলয়, হার মণিকুণ্ডল, কনক-নূপুর কটি-কিঙ্কিণী-বলন।
আভরণ-বরণ-কিরণ কিয়ে ঢরঢর! কালিন্দী-জলে,
যৈছে চান্দকি চলনা
সুকুঞ্চিত-কেশ, বেস কুসুমাবলী, রাজিত মত্তশিখিপুচ্ছকোছাঁদে
অনন্ত দাসেরমন, যুবতীকো-লোচন চূড়ানিরখিতে পড়লহি ফাঁদে

ভ্রান্তি-সমুৎপাদক সেই মুখমণ্ডল—তাহাতে নৃত্যশীল খঞ্জন-যুগের ন্যায় চঞ্চল-নয়ন-যুগল দর্শনাবধি কেবলই আমি বিতর্কাকুল হইতেছি!! আর বদনখানি কি মধুময়-মৃদুহাস্যই উদ্গীরণ করে! আহা! সে মধুপানে আমার নয়নদ্বয়, বিভোর হইয়া গিয়াছে!

শ্রীঅঙ্গের দোলন-সঞ্চালিত-মণি-কুণ্ডল, কটির কিঙ্কিণী—অঙ্গদ বলয় হার নূপুরাদি অভরণ-গুলির বর্ণ-প্রভাই বা কি সুন্দর—কি ঢর ঢর! যেন কালিন্দীর নীল-জলে প্রতিভাত—চঞ্চল-চন্দ্র-বিম্ব!! আবার, কুটিল-কেশগুলি কুসুমাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত। এবং প্রমত্ত-ময়ূরের-পুচ্ছ-নিচয়ের ছাঁদে, মোহনিয়া চূড়াটি বিরাজিত।

তত্রস্থা সখীর-ভাবাবেশে গীত-কর্ত্তা অনন্ত দাস—আর থাকিতে না পারিয়া মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন "তাহাতেই তো অনন্ত দাসের মন এবং যুবতীগণের নয়ন (ভাবার্থ—তোমার নয়ন) এই মোহনিয়া চূড়াটি নিরীক্ষণ করিতে গিয়া, বাঁধা পড়িয়াছে।

পদকল্পতরুতে আমাদের তৃতীয় ছত্রে, এ গীতের আরম্ভ।

(৪)—শ্রীরাধাহ, শ্রীরাগ।

অনুখন, কোণে থাকি, বসনে আপনা ঢাকি, দুয়ার বাহিরে পরবাস।
আপনা বলিয়া বোলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে, হেন ছারের হেন অভিলাষ!!
সজনি! তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ-জনে, অনুরত যার মনে, কেবল মরণ প্রতিকার।

---

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীরাধা,—কৃষ্ণরূপামৃত আস্বাদন করার সময়ে সমাগতা, কোনও সখী,—দর্শনানন্দেরকথা-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, শ্রীমতী কাতর-কণ্ঠে তাহাকে কহিতেছেন,—সখি! আমি বড় দুঃখিনী, আমার দুঃখের কথা শুন:—নিরন্তর আমাকে ঘরের-কোণে, অবস্থান করিতে হয়! তাহাও অসঙ্কোচে নহে;—সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়া থাকিতে হয়। আর লোকে যেমন প্রবাসে যায়, বাটীকার-দ্বারের-বহির্দ্দেশ, আমার পক্ষে সেইরূপ! আমাকে আপন বলিয়া ভাবে অর্থাৎ আমার আশা, উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণার যথার্থ প্রতিবিধানার্থ—উপায়-সৃষ্টি করে, আমার এমন আপন—কেহ নাই! আমি এইরূপ বিড়ম্বনাগ্রস্তা-নগণ্যা কুলবধূ; অথচ এইমাত্র আমার মুখে যাহার অলোক-বিশ্রুত মাধুরীর মহিমা শুনিলে, সেই দুর্লভ-ধনের প্রতি আমার মন অনুরক্ত। সখি! তোমার চরণে আর কি বলিব? ('চরণে' শব্দ ব্যবহারের অভিপ্রায়, বোধ হয় এই যে যদি পার, করুণা করিয়া উপায় বিধান কর) তাঁহার ন্যায়-জগৎ-দুর্লভ-নায়কে যাহার মন অনুরক্ত সে যদি আমার ন্যায় কুল-রমণী হয়, তবে মৃত্যুই তাহার এক মাত্র প্রতিকার!—সখি! আমি যাহা করিব বলিয়া নিশ্চয় করি, করিতে পারিনা। আমার দুঃখের নিশা, দুঃখের দিবা অবসান হয় না! ওদিকে গৃহে যত গুরুজন রহিয়াছেন সকলেই বৈরি,—অনুকূল কেহ নাই! অতএব কি করিব? আমার কোনও উপায়ই দেখিতেছি না!!

যত যত মনে করি, নিশ্চয় করিতে নারি, রাতি দিবস নাহি যায়,
গৃহে যত গুরুজন, সব মোর বৈরীগণ, কি করিব নাহিক উপায়!

(৫)—শ্রীরাগ।

কিবা রূপে, কিবা গুণে-মোর মন বান্ধে,
মুখেতে না ফুরে বাণি, দুটি আখি-কান্দে
মনের মরম-কথা, শুনগো সজনি।
শ্যাম-বন্ধু পড়ে মনে, দিবস রজনি,
কোন্ বিহি সিরজিল, কুলবতী-বালা?
কেবা নাহি করে প্রেম, কার এত জ্বালা!
চিতের-আগুনি কত, চিতে নিবারিব,
নাযায় কঠিন প্রাণ, কারে কি বলিব!
ঘর হৈতে বাহির, বাহির হৈতে ঘর
দেখিবারে করি সাধ, নহি—স্বতন্তর।
(জ্ঞান দাস বলে) সখি! সেইসে করিব
কানুর পিরিতি লাগি, সাগরে মরিব।

সকল গ্রন্থেই এ গীতিটি-ভণিতাহীন! পদামৃতে—৪র্থ, পংক্তির পরে এই টুকু বেশী:—"বুঝাইলু অনুক্ষণ, না বুঝে পামর মন, পিরিতি হইল মোর কাল, তাহে ননদির কথা, শুনিতে মরমে বেথা, এঘর বসতি জনজাল" ক্ষুদ্র পাঠান্তর ও আছে।

(৫) পরীক্ষার অভিপ্রায়ে-অবহিত্থাবলম্বনে সখী বলেন "রাধে! পর-পুরুষের রূপে, এত নিমজ্জিত হওয়া ভাল হয় নাই! যাহা হউক এখন চিত্ত-সংযমের চেষ্টা উচিত" এ কথায় কৃষ্ণময়ীর, অনুরাগের-সাগর উছলিয়া উঠিল। তিনি আকুল-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন:—সখি! তাঁহার রূপে, কি গুণ-গরিমায়, কিসে যে আমার মন বাঁধা পড়িয়াছে, তাহা বলা—কঠিন। দুইই কুলবতির-ধর্ম্ম-দুর্গ-ধ্বংশের, অব্যর্থ-প্রহরণ। আবার তাঁহাকে প্রাণ সপিয়া অবধি, আমি মনের ভাব-মুখে প্রকাশ করিতে পারি না—কথা ফুটেনা, কেবল কান্না পায়!! সখি! শ্যাম-বন্ধুর কথা—আমার, দিবা রাত্রি শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা মনে পড়ে। কিছুতেই আর, তাহাকে বিস্মৃত হওয়া—কি ধৈর্য্য-ধারণ করা সম্ভব নহে। জগতের কথা তুলিয়া আমাকে বুঝাইবার, বৃথা-চেষ্টা তুমি

(৬)—শ্রীরাগ।

মধুর-মধুর—তুয়া-রূপ,
জগ-জন-লোচন, অমিয়া-স্বরূপ
রূপ চাহি, গুণ নহে—উন
সো-তনু তেজবি কাহে? সখী
করি শূন!
ইথে, নাহি হয়—আন-ছন্দ *
হাম বলিযাঙ—তুয়া-মুখ-চন্দ।
যতন করব হাম সোই
হরিয়েছে তুয়া-নয়ন-পথ হই
তবহি সফল তনু মোর †
যব তুহু বৈঠবিঞ্চ‡—কানু কো
কোর §
হামো পৈঠব-কালিন্দী-বারি
তবহি মনোরথ, পূরব তোহারি
গোবিন্দ দাস পরমাণ
তুয়া বিনে কানুকি ধরয়ে
পরাণ

—

করিও না। হায়! জগতে কেনা প্রেম করে? কিন্তু এমন অদ্ভুত-যন্ত্রনা কাহারও হয় কি? আমি আর মনের-আগুণ, মনে নিবাবিয়া রাখিতে পারিতেছি না!! তবুও, জানিনা—কেন? কি দুরাশায় এত দুঃখ-যন্ত্রনাতেও প্রাণ বাহির হইতেছেনা!!

চিত্ত-সংযমের-সাধ্য আমার নাই। অতএব তাঁহার দর্শনাশায় এরূপে ঘর-বাহির—করিয়া, এ পরাধীন-জীবন আর রাখিব না। আমি সাগরে ডুবিয়া মরিব।

—

(৬) "মরিব" কথাটি সখীর-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় বাজিল! তাহাতে তিনি ব্যাকুলা হইয়া কহিতেছেন—রাধে! তোর—প্রিয়তমের, সমস্ত-পরিজনের, এবং নিখিল-ব্রজনরনারীর, আনন্দ-সন্দীপক এবং মধুর হইতে মধুর—এই যে তোর রূপ-রাশি, ইহা দেব-গন্ধর্ব্বাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের নয়নামৃত স্বরূপ; আবার রূপের তুলনায় গুণও যে কিছুমাত্র হীন তাহা নহে। হায়!

পদামৃত সমুদ্রের পাঠান্তর। * সুন্দরি! মোহে না কর আন ছন্দ।
† দিন মোর। ‡ রাই সুতব যব। § কানুকো জগত পরাণ।

(৭)—বালা।

আওরি সহচরী, চাতুরি-সিন্ধু,
তাহা আওলি, যাহা গোকুল-ইন্দু।
পুছইতে বাত, বদনে ধরু চীর,
মিলিত নয়নে, ঝর ঝর নীর,
পুন পুছইতে বোলে, গদগদ-বোল,
মাধব, বান্ধহ হিয়ে উতরোল।

কি পুছসি, গোকুল-জীবন নাহ ?
“প্রেম-হুতাশন কুণ্ডকো মাহ—
সো-সুন্দরী তাকো প্রাণ পতঙ্গ,
আহুতি দেওত, নৃপতি-অনঙ্গ !!”
কহে হরি বল্লভ, শুন শুন কান,
সব সখীগণ মিলি, তেজব পরাণ।

তথাপি তুই পৃথিবী শূন্য করিয়া এমন রূপগুণের-আধার তনুখানি ত্যাগ করিবি ? যখনই তোমাকে দেখি তখনই আমাদের—কেবল মনে হয় “এই চাঁদ-মুখের বালাই লইয়া মরে যাই”! বলি—অকারণ আর উদ্বেগ-বৃদ্ধি করিসনা, তোর মন-চোর ও সর্ব্বার্ত্তি-হারী সেই হরি, যাহাতে নয়ন-পথবর্ত্তী হন অর্থাৎ তাহাকে পাইতে পারিস্, আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। যখন দেখিব—তুই কানুর কোরে বসিবি,—তখন আমার দেহ-সার্থক হইবে। আমাকে যদি এজন্য যমুনার জলে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাও করিয়া—তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিব। এই সকল আশ্বাস-বচনেও, উপস্থিত অবস্থায় শ্রীরাধা সম্ভবতঃ ধৈর্য্য-ধারণে সক্ষম হইতে পারিবেন না—মনে করিয়া (সখী-ভাবাবিষ্ট—পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস) বলিতেছেন—আরও একটি গুরুতর কথা আছে। আমি স্বয়ং সে কথার সাক্ষী। কথাটি এইযে তোমাব্যতিত কানু কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না ! তুই—মরিয়া কি তাহারও মৃত্যু ঘটাইবি ?

---

(৭) সখী, শ্রীগোকুল চন্দ্রের নিকটে গেলেন। মাধব, শ্রীরাধার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি—মুখে কাপড় দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন ! দ্বিতীয় প্রশ্নে—এমন ভীতি-বিহ্বল-গদ গদ-কণ্ঠে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, যে স্বর শুনিয়াই হরিরপ্রাণ আকুল হইয়াউঠিল। সখী কহিলেন—গোকুলজীবন ! না ! আর কি ছাই ভস্ম জানিতে চাহিতেছ ? অকরুণ-অনঙ্গ-নৃপতি সে

কাচিদন্যা তৎসঙ্গিন্যাহ—ধানসি।

(৮)

অনধিগতা কস্মিক গদ কারণ, সর্পিত মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বং
অবিরত-রোদিত-বিলোহিত-লোচন, মনুশোচতি তামখিল
কুটুম্বং *

সুকুমারীর-প্রাণ-পতঙ্গকে প্রেমের-হোমাগ্নি কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছে! এতক্ষণে হয়ত সে যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইয়া গেল!!!

সখীর ভাবাক্রান্ত গীতকর্ত্তা হরি বল্লভ,—বলিতেছেন, কানু! এখন আমাদের-শেষ দশাটির কথাও শোন—আমরা সকল সখীগণ আর কাহার জন্য প্রাণ রাখিব? স্থির করিয়াছি আমরাও সকলে সম্মীলিত হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিব! বলিতে বলিতে সখীর, বাক্-রোধ হইয়া গেল। আর কিছুই বলিতে না পারিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

---

(৮) পূর্ব্ব গীতের বক্তা,—দূতীর-কোনও সঙ্গিনী শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন যথা—(ধ্রু) গোপী-সন্তাপ-হারি, কেশী-নিহারি! !(দেবহরে) সখি-রাধার প্রতি সকরুণ হও! (বিলম্বের সময় নাই) দেখ কেবল তোমার নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত হইয়াই সে (সুকুমারী কুসুম কোমলাঙ্গী) এরূপ হৃদয়-বিদারক-কৃষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। (হায়! তাহার সে স্ফূর্ত্তিময়-ভাব-প্রফুল্ল দেহলতার মাধুরী, কিছুই আর বর্ত্তমান নাই!!) * তাঁহার এই রূপ আকস্মিক পীড়ার কারণ না জানা (অনধিগত) হেতু, সমস্ত-কুটুম্বগণ মন্ত্রৌষধি-অর্পণ দ্বারা উপশমের নিষ্ফল—চেষ্টা, এবং অবিরত অনুশোচনার হাহাকার-ধ্বনি করিতেছে! নিরন্তর ক্রন্দনে তাহাদের লোচন, বিলোহিত

দেব-হরে ! ভব কারুণ্য-শালী
সাত্বত-নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত. হৃদয়াজীবতু,কৃশ-তনু রালী ॥ধ্রু
হৃদিবলদবিরল সংজ্বর-পটলী, স্ফুট দুজ্জ্বল-মৌক্তিক সমুদায়া
শীতল-ভূতল নিশ্চল তনুরিয় মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া ॥৩
গোষ্ঠ-জনা ভয়-সত্র-মহাব্রত-দীক্ষিত ভবতো, মাধব ! বালা-
কথ মর্হতিতাং হন্ত সনাতন ! বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা ?

হইয়া উঠিয়াছে! ‡ (প্রফুল্লাম্বুজ মুখী বিনোদিনীর সুমেদুর) হৃদয়ে সংজর-সমুহ, অবিরল কেবল বলবতী হইতেছে। সে সুতীব্রতাপে তাহার বক্ষস্থ উজ্জ্বল-মৌক্তিক-মালা গুলি পর্য্যন্ত ফুটিয়া যাইতেছে!! (হায়! চিরসুখ-লালিতা, নবনীত-কোমলাঙ্গীর, সুকুমার-শরিরে কি সে-সংঘাতিক-তাপ সহ্য হয়? নিরুপায়া-নিতম্বিনী, অসহ্য-যন্ত্রনায় শয্যা পরিহার পূর্ব্বক, শীতল-ভূমিতলে শরীর জুড়াইবার অকিঞ্চিৎকর-প্রয়াস—করিতে করিতে, কেবলই ক্লান্তিতে অবসন্না হইতেছে।

মাধব! (সর্ব্ব-সক্ষম) তুমি, গোষ্ঠবাসী সকলের, অভয়-দান-রূপ মহা যজ্ঞে দীক্ষিত। রাধা, তোমার অনুরতা-বালা; এবং গোষ্ঠ-বাসিনীগণের মধ্যে গুণ-বৃন্দ-বিশালা অর্থাৎ মহাগুণবতী। হায় হায়! সনাতন! তথাপি রাধার এই রূপ বিষম-দশা!! ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে ?

(কি জানি কৃষ্ণ, আপনার স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক-রচনা পূর্ব্বক বৃথা-বিলম্ব করেন, সেই আসঙ্কায় সখি, এ গীতে—কর্ত্তব্যের-যুক্তি-তর্ক তুলিয়াছেন)

এটি, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী-কৃত গীতাবলীর ৯ নং গান। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ইহার টীকা এইরূপঃ—হে দেব! হে হরে! অখিল কুটুম্বং কর্ত্তৃ—তাং রাধা মনুশোচতি। কিদৃশঃ তৎ? অনধিগত মাকস্মিকস্য গদস্য ব্যাধেঃ কারণং যেনতৎ। অর্পিতং মন্ত্রৌষধীনাং নিকুরম্বং যেনতৎ। অবিরত রুদিতেন বিলোহিতেহত্যারুণে লোচনে যস্যতৎ তাদৃশং সদিতার্থ॥ ১॥

ত্বং কারুণ্য-সালী-কৃপালুর্ভব। সাত্বত নিশিতেত্যাদি লক্ষণা—মদালী,

(৯)—ভূপালী।

সঙ্কেত-কেলী-নিকেতন জানি,
নীল-রতন যনু, পাওল পানি।
আওলি সহচরী, হরিষ-তরঙ্গে,
যহি-ধনী বৈঠই, সহচরী সঙ্গে।

যতন সফল ভেল, জানল বালা
শরদে-বিকসি যনু, মালতী-মালা
কহে হরি-বল্লভ, ভাঙ্গল ধন্ধ,
তুহু চান্দনী, হরি-পূরণ চন্দ।

কৃশতনুঃ সতী, কেবলং জীবতি। নতু সৌখ্য-লেশং বিন্দতি, বিনাত্বৎ কারুণ্য মিত্যর্থ ॥ ধ্রু ॥

ননু সা কথমধুনা বর্ত্ততে ? তত্রাহ—হৃদীতি। সংজ্বর—সন্তাপঃ। নিরুপায়া ত্বাং বিনা, স্ব-গদ নিবারণে—সাধনান্তর মপশ্যন্তী, অবসীদতী-ব্যথতে ॥ ২ ॥

ননু নাহং পরস্ত্রীয়াঃ সন্দর্শনং করোসীতি চেত্তত্রাহ—হে গোষ্ট-জনাভয়-সত্র-মহাব্রত-দীক্ষিত! হে মাধব-মধুবংশোদ্ভব ! ইয়ং বালা ;.ভবতোহেতো স্তাং বিষমাং দশাং-কথমর্হতি ? হে সনাতন নিত্য-মূর্ত্তে! পক্ষে সনাতনো মস্থাস্তি নিত্যং সেবকত্বেনেত্যর্শ আদ্যচ্। সা—কিদৃশীত্যাহ গুণেতি বিশালা-বিস্তীর্ণা খ্যাতেত্যর্থঃ। বিশিষ্ট-শালা, বসতি ইতি বা। যো-ভবানন্য-হেতুকং-দুঃখ মপনয়তি, স-স্বহেতুকং তৎ কথং নাপনয়ে দিতি ভাবঃ।

---

(৯) প্রাণাধিকা-প্রেয়সীর এই প্রকার দুঃসহ-বিরহ-বেদনার কথা শুনিয়া আর কি প্রেমময় স্থির থাকিতে পারেন ? অধীর হইয়া উঠিলেন। সম্মিলনের,—সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সখীদ্বয়কে কহিলেন, সত্বর শ্রীরাধাকে ঐ কুঞ্জে লইয়া আইস। সখীগণ একথা শুনিয়া যেন নিলকান্ত-মণি হাতে পাইলেন। আনন্দ-তরঙ্গে-আরোহণ করিয়া—সহচরি-বেষ্টিতা-রাধার নিকটে আসিলেন। সমাগতা-দূতীদ্বয়ের গতিভঙ্গী ও প্রফুল্ল-মুখকান্তি দেখিয়াই, বালা-কূলমণি, বুঝিতে পরিলেন,সখীর প্রতিজ্ঞা-সার্থক ও চেষ্টা-সফল হইয়াছে। তখন, শারদ-বিকশিত-মালতী-কুসুমাবলীর ন্যায় তাঁহার, বিষন্ন ও

(১০)—কামোদ।

আজু সাজলি ধনী অভিসার।
চকিত-চকিত, কত-বেরি বিলোকই, গুরুজন-ভবন-দুয়ার।
অতি-ভয় লাজে, সঘন তনু কাঁপই, ঝাঁপই নীল-নিচোল,
কত কত মনহি, মনোরথ উপজত, মনসিজ-সিন্ধু-হিলোল!
মন্থর-গমনী, পন্থ দরশাওলী, চতুর-সখী চলু সাথ,
পরিমলে হরিত-হরিত, করি বাসিত, ভামিনী অবনত-মাথ।
তরুণ-তমাল, সঙ্গ-সুখ-কারণ—জঙ্গম-কাঞ্চন-বেলী!
কেলী-বিপিন, নিপুণ-রস-অনুসরি—বল্লভ, লোচন মেলি।

অবসন্ন-অঙ্গলতা,—প্রফুল্ল হইয়া উঠিল! তত্রোপবিষ্টা সখীরভাবে গীতকর্ত্তা ইহা দেখিয়া কহিতেছেন যাক্—এতদিনে ধাঁ ধাঁ ঘুচিল। এখন বুঝা গেল হরি—পূর্ণচন্দ্র এবং তুমি—তাঁহার চন্দ্রিকা।

---

(১০) শুভসংবাদের অমৃত-স্রোতে, সখীগণের আগ্রহ রূপ অনুকূল পবন, সংমিলিত হইয়া, প্রেম-তরণীকে সৌভাগ্যের-সাগরে ভাসাইল। শ্যাম-সোহাগিনী, অভিসারে সজ্জিতা হইলেন। বারংবার, চকিত-নেত্রে গুরুজনের ভবন-দ্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার—শরীর ভয় লজ্জার আতিশয্যে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল,—তদুপরি নীলবসন আচ্ছাদন দিলেন। কন্দর্প-সাগরের তরঙ্গবৎ—মনে নানাবিধ সাধ ও আহ্লাদ উপজাত হইতে লাগিল। সঙ্কেত-কুঞ্জের-পন্থ-প্রদর্শনকারিণী সখী—মন্থরগমনে অগ্রে চলিলেন আর ভামিনী (রাধা) অঙ্গ-সৌগন্ধে—দিগ বিদিক-আমোদিত করিয়া অবনত বদনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। আহা! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন নবীন-তমালের-সঙ্গসুখ-লাভার্থ আজ কাঞ্চন-বল্লরী (কনক লতা) জঙ্গমতা অর্থাৎ গতি শক্তি লাভ করিয়া, আপন ভাবে ভোর হইয়া চলিতেছে!

[stamp]

(১১)—মল্লার।

ও ধনি পদুমিনী, সহজই ছোটি,
করে ধরইতে কত করুণা কোটি।
বালি-বিলাসিনী, আকুল কান!
মদন-কৌতুকী কিয়ে, হঠ নাহি মান।
নয়ন নিঝরে-ঝরু, নহি নহি বোল,
হরি-ডরে হরিণী, হরি-হিয়ে ডোল।

("নয়নকো অঞ্চল, চঞ্চল-ভাণ,
জাগল মনসিজ, মুদিত-নয়ান।
বিদ্যাপতি কহ, ঐছন রঙ্গ,
রাধামাধব পহি লহি সঙ্গ")।

প্রেম-সম্পদা বিনোদিনী, এই প্রকার রস-নৈপুণ্যের সহিত সখীর অনুসরণ করিয়া—কেলীবিপিনস্থ-বল্লভের, নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইলেন। প্রেমার্থ—গদকর্ত্তা বল্লভের নয়নের সহিত কেলী কুঞ্জে গমন করিলেন।

---

(১১) রস-তৃষ্ণাকুল-নাগর-শিরোমণি, প্রার্থনীয়-নিধি, নিকটে পাইয়া পরমাগ্রহে প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলেন। তাহাতে, মুগ্ধা ধনী-পদ্মিনী, সাহজিক বাল-স্বভাব-প্রকটন পূর্ব্বক—ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত মিনতি করিতে লাগিলেন। মদন-কৌতুকী-রসময়-নাগর—বালী-বিলাসিনীর—ব্যবহারে, আকুল হইয়া একটু হঠ-ব্যবহারে—প্রেমবতী-বালার,—কোমল-হৃদয়ে, প্রেম-বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগরী-রাজ্ঞী কিছুই মানেন না!

ভাব-মতীর নয়ন হইতে, মুগ্ধা-নায়িকার ভাবাবেশে, নির্ঝর-ধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, এবং কেবলই নহি—নহি—বলিতে লাগিলেন ও হরির হৃদয়ে—সিংহের অঙ্কগতা হরিণীর কম্পনের ন্যায় ঘন ঘন দোলিতে লাগিলেন। এদিকে—তাঁহার চঞ্চল-নয়নাঞ্চল যেন বলিয়া দিতে লাগিল—হৃদয়ে—ঘুমন্ত-কন্দর্প জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও মুদ্রিত-নয়ন অর্থাৎ চোখ মেলে নাই! (গীতকর্ত্তার মন্তব্য) রাধামাধবের প্রথম সমাগম এইরূপ রঙ্গময়।

পদামৃত সমুদ্রে—আমাদের তৃতীয়-ছত্রে এগীতটি আরম্ভ। কল্পতরুতে "একে ধনি" বলিয়া আরম্ভ। "নয়ন নিঝরে ঝরু" কথাটির পরিবর্ত্তে

(১২)—ধানসি।

কি কহব রে সখি! কহন না জান,
পহিল সমাগম—রাধা-কান।
যবে দোহু-করে কর, সোপলু আপি,
সাধসে ধাধসে, তুহু-তনু কাঁপি।
যব দোহু নয়নে নয়নে ভেল ভেট,
সচকিত নয়নে, বয়ন করু হেট।
যব দোহু পাওল মদন-শয়ান,
না জানিয়ে কিয়ে করল পাঁচ বাণ।
গোবিন্দদাস কহে তুহু সে সেয়ানী,
হরি করে সোপলী হরিণী-নয়নী।

উভয় গ্রন্থের পাঠান্তর—"হঠ পরিরম্ভণে"। শেষ-চারিছত্র পরবর্ত্তি পদের সহিত রসের সমন্বয় হয় না বলিয়া—বোধ হয় আমাদের আদর্শ-হস্ত-লিপিতে ছিল না। উহা ঐ গ্রন্থ দ্বয় হইতে গৃহিত।

---

(১২) প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর সম্মিলন করিয়া দিয়া দূতী, কেলী কুঞ্জের বাহিরে গেলে, কোনও সখী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতেছেন—সখিরে! সে কথা—রাধা-শ্যাম-সুন্দরের প্রথম সমাগম-রসের সে চমৎকার কাহিনী কি, বলিয়া-বুঝান সম্ভব?

কিঞ্চিৎ শুন,—যখন উভয়ের করে—কর ন্যস্ত করিয়া দিলাম, অমনি কি ভাবিয়া ভয়ে, ও আনন্দে উভয়ের ধাঁ ধাঁ লাগিয়া গেল—দুজনের তনুই কাঁপিয়া উঠিল। তৎপরে যখন নয়নে নয়নে সম্মিলন হইল, অমনি বিনোদ-বদনী, বদন—অবনমিত করিলেন। এই প্রকারে—রস-লালসার পরিচয় প্রকটিত হইলে উভয়ে কেলী শয্যায় গিয়াছেন। কন্দর্প—সেখানে কি রঙ্গ ঘটাইতেছে জানি না।

প্রশ্ন-কারিণী-সখীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পদকর্ত্তা বলিতেছেন সখি! তুই বড়ই বুদ্ধিমতী। হরির করে নবীনা হরিণাক্ষীকে অর্পণ করিয়া আনন্দ সাগরে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিস্!

(১৩)—ভূপালী।

রতি রসে চঞ্চল, নাগর-রাজ,
বালি-বিলাসিনী, অতি ভয় লাজ।
"না জানিয়ে আজু, কোন গতি হোয়"
এতহু বিচারি, নিচোলে রহু—গোয়*।
কত কত কাকুতি,—করতহি কান,
উতর না দেই,—শুনত দেই কান।
লহু লহু, কুচ পর,—যব ধরু হাত,
মনমথ তবহি, করল শরা-ঘাত।
ভুজবলে বিগত-বসন করু অঙ্গ,
উছলল কত শত, ছবিকে তরঙ্গ†।
হেরি হেরি—হরি, যব পাওল ধন্ধ,
তৈখনে মদন, বাঁধল রতি-ফন্দ।
কুঞ্চিত ভুজ করু, কঞ্চুক ঠামা,‡
দ্বার-মুদল কিয়ে, মনমথ-গাম? §
তব কিয়ে মদন-দেব বর-দেলা,
রতি-রণে ধনীকো, সাহস কছু ভেলা।
কহে হরি-বল্লভ পরিণতি-রঙ্গ,
লহু লহু সুরত, শিথিল-ভেল-অঙ্গ।

—

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে মুগ্ধা-বর্ণনে চতুর্থ ক্ষণদা।

---

(১৩) * বসনে সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিয়া রহিলেন। † নানা ভাবের বিকাশ, কেলীকলা ও অঙ্গ-সঞ্চালন-ভঙ্গী। ‡ কাঁচুলীর স্থানে—কুঞ্চিত হস্ত দ্বারা আবরণ। § মন্মথের আবাস গ্রামের।

—

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

পঞ্চমী ক্ষণদা।

(১)—সুহই দেশাগ—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

কি হেরিনু ওগো মাই! বিদগধ-রাজ,
ভকত-কল্পতরু, নবদ্বীপ মাঝ?
পীরিতির-শাখা সব, অনুরাগ-পাতে,
কুসুম আরতি,তাহে, জগত মোহিতে,
নিরমল-প্রেমফল—ফলে সর্ব্বকাল!
এক ফলে নব-রস ঝরয়ে অপার!!
ভকত—চাতক, পিক,শুক, অলি,হংস
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস।
স্থির চর সুর নর, যার ছায়া—পোষে,
বাসুদেব বঞ্চিত আপন কর্ম্ম দোষে।

---

(১) ওমা! এ কি দেখিনু? ব্রজের-বিদগ্ধ-রাজই বোধ হয় ভক্ত কল্প-তরু রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ! নহিলে অমন অপরূপ সংঘটন সমুহ, একত্রে প্রকটিত হইবে কেন? দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, সর্ব্বপ্রকার প্রীতি দ্বারা এ তরুর শাখা সংঘটিত। অনুরাগ—ইহার পত্র। একান্ত আর্ত্তি ইহার ফুল, এবং নির্ম্মল অর্থাৎ অকৈতব প্রেমই—যার ফল!

জগতের সর্ব্বজাতীয় বৃক্ষই বিশেষ বিশেষ সময়ে, ফল-ধারাণ করে কিন্তু এ অপরূপ-তরু—নিরন্তর ফলবান্। জগতে, বিশেষ বিশেষ ফলে, অম্ল মধুরাদি কোনও—এক প্রকার রস, বিদ্যমান থাকে এবং কোনও ফলই নিরন্তর রস বর্ষণ করেনা—কিন্তু এ অলৌকিক ফলের প্রত্যেকটি হইতে নিরন্তর নবরস নিঃসরিত হইতেছে। (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ভয়, অদ্ভুত, শান্ত—এই নয়টি রসের নাম নবরস)।

'বিদগ্ধ-রাজ' এবং 'ভকত-কলপতরু' এই দুটি বিশেষণ দ্বারা শ্রীগৌর-ভগবানের রসিক-শেখরত্ব ও পরম করুণত্ব—প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং পরবর্ত্তী পয়ার চতুষ্টয়ে তাঁহার—নির্ব্বিচার-করুণা-বিলাস প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বর্ণন ভঙ্গীতে, ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে,—সকল রসের একত্র সমাবেশ

(২)—কামোদ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

ভকতি-রতন-খনি, উঘাড়িয়া-প্রেম-মণি, নিজগুণ-সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঁই,
দানকরে জগত জুড়িয়া॥
শুনিয়া নিতাইর গুণ, কেমন করয়ে মন,
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ, তবে সে মনের সুখ,
নিতাই চাঁদের গুণ গাই॥

সত্ত্বেও ভক্তগণের মধ্যে যিনি যেমন অধিকারী—তদ্রূপে, অর্থাৎ হংস, চাতকাদির ন্যায় নিজ নিজ ভাব ও আস্বাদনাধিকারের অনুরূপে-রস লাভ করিতেছেন। কিন্তু যিনি যাহা পাইতেছেন তাহারই প্রশংসায় সকলে মুক্ত-কণ্ঠ! এদিকে প্রীতি-রূপ শাখার শীতল ছায়ার স্থির-চর-নর সকলেই সমান ভাবে শীতল হইতেছেন। কেবল আমি (পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ) আপন কর্ম্ম দোষে তাহাতেও বঞ্চিত!!

---

(২) স্বকীয় সুখ, সচ্ছন্দতা ও পুণ্য প্রতিষ্ঠাদির—বাসনা বিরহিত হইয়া,—কেবল কৃষ্ণ-নিষ্ঠ-নির্ম্মল ইন্দ্রিয় দ্বারা—ভগবৎ সেবার নাম ভক্তি। এই ভক্তি, প্রেম-রত্নের খনি-স্বরূপা। দয়াময় শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, এই অক্ষয় রত্ন-খনি হইতে প্রেম-রূপ মণি, নিরন্তর উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আপনার—গৌর প্রাণতা, সংকীর্ত্তন-মগ্নতা, অপার কারুণ্যাদি-গুণরূপ স্বর্ণে, মণ্ডিতক্রমে ভূষণরূপে জীবের ধারণ-যোগ্য করিয়া—স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্রাদি বিচার ব্যতীত যাহাকে দেখেন তাহাকেই দান করিতেছেন, ইত্যাদি।

এমন দয়ার ঠাঁই, কোথাও শুনিয়ে নাই,
আছুক দেখার কাজ দূরে।
(যার) নামেই আনন্দ-ময়, সকল-ভুবণ হয়,
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে !
পাষাণ-সমান-হিয়া, সেহো যায় মিলাইয়া,
যার গুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘন-শ্যাম-দাস, যার নাহি বিশোয়াস,
সেই সে-পাষণ্ডীঃঅবনিতে ॥

এই গীতোক্ত "যারে দেখে তার ঠাঁই" কথাটি—সবিশেষ অনুভবনীয়। কেহ অভিমানের যবনিকার অন্তরালে,—গর্ব্বপর্ব্বতের শিখরে,—অথবা শুষ্ক-তর্কের আবর্জ্জনার ভিতরে—অদৃশ্য হইয়া রহিলে এমন মহাসুযোগেও বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর কথা কি? অদোষদর্শী পরম-দয়াল নিতাই-চাঁদের গুণাবলী একমুখে গাইয়া কি সাধ মিটে? হায়! শুধু যাহার নাম নিলেই, সকল ভুবনের নিরানন্দ দূর হয় ও আনন্দের-তরঙ্গ বহে। তাঁহার নিমিত্ত না কাঁদে এমন কে আছে? যাহার গুণগান করিয়া বা শুনিয়াই—পাষাণ সদৃশ কঠিন-প্রাণ-লোকেরও হৃদয় গলিয়া-মিলাইয়া যায়, এমন মহিমাময়ের করুণায়, লীলায় এবং ভগবত্তায় অবিশ্বাস—তাঁহার প্রেম পাইবার ও গৌর-প্রেম-রসার্ণবে-ডুবিবার পরমান্তরায় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাহাই মহানুভব পদকর্ত্তা বলিতেছেন—এইরূপ অবিশ্বাসীরাই—এ জগতে প্রকৃত পাষণ্ড।

(৩)—বালা ; শ্রীরাধা, সখীপ্রতি।

এ সখি! কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি, স্বপন-স্বরূপ,
কমল-যুগল পর, চন্দকি মাল!
তা-পর, উপজল তরুণ-তমাল!!
তা-পর, বেঢ়ল বিজুরীক-লতা!
কালিন্দী-তীর, ধীর চলু যাতা,
শাখা শিখর, শুধাকর-পাঁতি।
তাহে নব-পল্লব অরুণক-ভাঁতি!!
বিমল-বিম্বফল-যুগল বিকাশ,
তা-পর, কীর, থির করু আশ।
তা-পর, চঞ্চল-খঞ্জন জোর!
তা-পর, সাপিনী—ঝাপল-মোর!!
এ সখি রঙ্গিণি! কহলু-নিদান।
পুন হের ইতে হামো-হরল-গেয়ান,
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস-ভান।
সু-পুরুখ-মরম তুঁহু ভালে জান,

---

(৩) শ্রীরাধা,—অতিশয়োক্তি ও বিরোধাদি অলঙ্কার দ্বারা—সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন ছলে আপন হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এ বর্ণনায়,—উভয় রাতুল-চরণই—কমল-যুগল। চান্দ কি মালা—লাবণ্যপ্রভা-প্রোজ্জল-পদনখ-রাজী। তরুণ তমাল—শ্যামসুন্দরের নধর-দেহ। বেঢ়ল অর্থাৎ তদ্বেষ্টিত বিজুরী লতা—সৌদামিনী-রুচি-পীতবসন। শাখার শিখরস্থ শুধাকরপাতি—শ্রীহস্তের সমুজ্জল নখাবলী। (বৃক্ষশাখাগ্রে ফুল ফোটে,—শ্যাম-তমালের শাখাগ্রে চাঁদ ফুটিয়াছে!!) অরুণ-বর্ণ-নব-পল্লব—রাতুল-হস্তাঙ্গুলী-সকল। বিম্বফল যুগল—ওষ্ঠাধর। (তমালে বিম্বফল—আশ্চর্য্যের অবধি!) থিরকীর—শুক-চঞ্চু-নাসিকা। চঞ্চল-খঞ্জন-জোর—চপল নেত্রদ্বয়। সাপিনী-ঝাপল-মোর—বেণীর উপরিস্থ ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া। (মোর—ময়ূর; সাপিনী—বেণী; কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ব্যাখ্যা ঘোর-মস্তক!!) আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য এই যে, তমাল-তরুটি স্থাবর নহে, গতিশীল—"কালিন্দী-তীর-ধীরচলু যাতা।" সখি! কি যে দেখিলাম বুঝিতেই পারি নাই, কারণ—ভাল করিয়া পুনঃ নিরীক্ষণের আরম্ভেই আমার সংজ্ঞালোপ হইয়া গিয়াছিল। আমার উদ্ভ্রান্ত-

(৪)—বালা। সখী, তাং প্রত্যাহ।

কহ কহ এ সখি! মরম কি বাত
সো তোহে কিকরল শ্যামর-গাত?
মন-মথ-কোটি-মথন-তনু-রেহ,
কৈছে—উবরি তুঁহু আওলি গেহ?
কুলবতী-কোটি-হোয়ে যহি অন্ধ
পাওলি কছু কিয়ে সো-মুখ-গন্ধ?
যাকর মুরলী—শ্রবণে যহি লাগে,
খসতহি বসন—পাশ-পতি আগে,
অব, নিরধারসি—কোন বিচার
বল্লভ সো-রস-সাগর-পার।

—

(৫)—শ্রীরাধাপ্রাহ।

একে কুলবতী, চিতের-আরতি—বিধি-বিড়ম্বিত কাজে
শ্যাম-সু নাগর, পিরিতি-কণ্টক, ফুটল হিয়ার-মাঝে।

ভাবের কারণ কহিলাম, তুমি পরম-রঙ্গিণী সখী, বল দেখি একি দেখিলাম? গীতকর্ত্তা সখীরূপে উত্তর দিতেছেন, "বলিহারি! এত রস-শাঠ্য তোমার পেটে আছে? বেশ বুঝা গেল, সুপুরুষের মর্ম্ম জ্ঞানে সুপণ্ডিতা হয়েছ"।

—

(৪) সখী শ্রীরাধাকে কহিতেছেন,—তা যাউক, এখন আসল কথা বল। সে শ্যামল-গাত্র রমণী-মন-চোর, তোমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিলেন? হায়! যাহার মোহন-তনুর প্রত্যেকটি রেখাই কোটি-কন্দর্প-দর্পহারী, তাহাকে ছাড়িয়া তুমি কি করে গৃহে এলে? যে শ্রীমুখের—শুধু সুগন্ধমাত্রেই কোটি কোটি কুলবতী অন্ধ হয়,—ঘরে প্রত্যাগমনের পথ দেখিতে পায় না, সেই বদন-পঙ্কজের পরিমল কি কিছু পেলে? যা হোক্ এমন সতী-কূল-লোভন-নায়কের নয়নে পড়িয়াছিস্, তোর ভাগ্য অতুলনীয়। এখন নির্দ্ধারণ কর, রস-সাগরের-পার-রূপী—সেই বল্লভকে কি করিয়া পাওয়া যায়। শ্লেষার্থ—পদকর্ত্তা-বল্লভ সখীভাবে বলিতেছেন, সেই রস-সাগরের-পারকে কিরূপে লাভ করা যায়।

—

(৫) শ্রীরাধা কহিতেছেন,—কুলবতীগণের প্রেম-পিপাসা বিধি-বিড়ম্বিত কার্য্য, কিন্তু সখি! কুলবতী হইয়াও আমার—তাহাতে রতি! হায়! আমার

শুন শুন সই! মরম কহই, পড়িনু বিষম-ফান্দে,
অমূল্য-রতন, বেঢ়ি-ফণীগণ! দেখিয়া পরাণ-কান্দে।
গুরু গরবিত, বলে অবিরত, সে সব বিষম-বাধা,
একুল ওকুল, দুকুল চাহিতে, সংশয়ে পড়িল রাধা।
ছাড়িলে ছাড়ান, না যায় সেজন, পরাণ-অধিক-বড়,
জ্ঞান দাসে কহে, সে হেন সম্পদ, কাহার ডরে বা এড় ?

---

(৬) শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্ত দূতী—শ্রীরাধামাহ।

চম্পক-দাম, হেরি—মুরছি রহু,* লোচন-বারু-অনুরাগ,
তুয়াগুণ-মন্তর,† জপয়ে নিরন্তর, ভালে ধনি! তোহারি সোহাগ।

ভাগ্যদোষে এ হেন শ্যাম-সুনাগরের-প্রেমরূপ-কণ্টক আমার হৃদয়ে বিঁধিয়াছে। সখি! তোমাকে আমার মরমের ব্যথা বলিতেছি শোন:—আমি বিষম ফাঁদে পড়িয়াছি। ফণীগণ পরিবেষ্টিত-মহামণি সম্মুখে দেখিয়া—আজন্ম-দুঃখী-ধনলুব্ধ-জনের, প্রাণ যেমন করিয়া কাঁদে, আমার দশাটিও ঐরূপ। আমাকে অনুক্ষণ, মহা-মাননীয় গুরুজনের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয়, সে আমার বিষম প্রতিবন্ধক। আবার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল – দুই অকলঙ্ক মহাগৌরবিত কুলের প্রতি যখন চাহি, তখন আর কি করিব স্থির করিতে পারি না, কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যাই! এদিকে কিছুতেই—সে প্রাণাধিক-প্রিয়-তমকে—হৃদয় হইতে অন্তর করা যায় না!! সখী—(পদকর্ত্তা) কহিতেছেন, এমন দুর্লভ সম্পদ-লাভ করিয়া কার ভয়ে পরিত্যাগ করিবে ?

---

(৬) এই সময়ে কৃষ্ণের প্রেরিত দূতী, আসিয়া শ্রীরাধাকে কহিতে-

পদামৃত সমুদ্রের পাঠান্তর—* চিত অতি কম্পিত। † তুয়া রূপ অন্তর জাগয়ে। ভণিতাটি—পদামৃত সমুদ্র হইতে গৃহীত হইল।

'বৃষভানু-নন্দিনি!' জপয়ে রাতি-দিনি, ভরমে না বোলয়ে আন,
লাখ লাখ ধনী, কহই মধুর-বাণী, স্বপনে না পাতই কান।
পুরুষ-রতন-বর, ধরণী-লোটাওত, কো-কহু আরতি-ওর,
'রা' বলি, 'ধা' বলি, বলই না পারই, ধারাধর-বহে লোর!
গোবিন্দদাস তুয়া—চরণে নিবেদন, কানুকো ঐছন সম্বাদ,
নি-চয় জানহ, তছু-দুঃখ-খণ্ডক, কেবল তুয়া-পরসাদ।

ছেনঃ—রাধে! সাধের—রাজ-নন্দন, তোমার নিমিত্ত উন্মত্ত! তাহার দশা কিঞ্চিৎ বলিতেছি শোন :—"চম্পকের-মালা দৃষ্টে, চম্পক-বরণী তোমার রূপের স্মৃতি জাগিয়া—তাঁহার মুর্চ্ছা হইতেছে! হৃদয়ের প্রবর্দ্ধমান অনুরাগ, হৃদয়ে স্থান না পাইয়া—আরক্ত-নয়নদ্বারে ধারারূপে বহির্গত হইতেছে। সর্ব্বদা কেবল তোমার গুণ,মন্ত্রবৎ জপ করিতেছেন। ধনি! তোমার সোহাগের বলিহারি!! অনুরাগার্ত্ত নাগরের মুখে—দিবারাত্রি—কেবল 'হা! বৃষভানু-নন্দিনি!' এইমাত্র বোল! ভ্রমেও অন্য কথা নাই!! লক্ষ লক্ষ সুন্দরী তরুণী—কত আদর, কত প্রীতি, কত অনুরাগের সহিত কত প্রকার বাঙ্ময়-মধুধারা-বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে স্বপ্নেও তাঁহার কর্ণপাত নাই! পুরুষ রত্ন-বর—সন্তপ্ত হইয়া বারংবার ধরণী-বিলুণ্ঠিত হইতেছেন,—পীড়ার পরিমাণ করে—কার সাধ্য? তোমার নামের আদ্যক্ষর 'রা' উচ্চারণ মাত্রে কণ্ঠ-রোধ হইয়া যায়! আর 'ধা' উচ্চারণের সামর্থ্য থাকে না!! ধারা বাহিয়া অশ্রুপাত হইতে থাকে!! পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস সখীর আবেশে কহিতেছেন, রাধে! কানুর কঠিন-দশা,—তোমার চরণে সংক্ষেপে কহিলাম। কেবল তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন তাহার দুঃখ খণ্ডনের আর উপায় মাত্রও নাই।

কেদার (৭)

ধনি-ধনি ! চলু অভিসার।
শুভ দিন আজু, রাজপথে, মন মথ, পাওবি কীরিতি বিথার ॥
গুরুজন-নয়ন, অন্ধ করি আওল, বান্ধব তিমির বিশেখ।
তুয়া উরু ফুরত, বাম কুচ লোচন, বহুমঙ্গল করি লেখ।
কুলবতী-ধরম-করম অব সব তুহু, গুরু-মন্দিরে চলু রাখি।
প্রিয়তম-সঙ্গে, রঙ্গ করু, চিরদিনে, ফলিত মনোরথ-শাখী।
নীরদে বিজুরী, বিজুরী সঞে নীরদ, কিঙ্কিণী গরজন-জান,
হরিখ-বরিখে-ফুল, সব সখী-শিখীকুল হরিবল্লভ গুণ গাণ।

---

(৭) এ গীতেও দূতীর কথা চলিতেছে। কহিতেছেনঃ—ধনি! ধন্য তুমি তোমার নারী জন্ম সার্থক। এখন অভিসারে চল। তোমার মত নবীনা কুলাঙ্গনা-রাজবালার অভিসারে, রাজপথে আজ মন্মথের কীর্ত্তি, বিস্তার প্রাপ্ত হইবে। (কীরিতি-কীর্ত্তি)। আজ বড় শুভদিন; দেখ—গুরুজনের নয়ন আচ্ছাদন করিয়া গাঢ় অন্ধকার, বন্ধুর কাজ করিতেছে। দ্বিতীয় তোমার উরু, বাম-স্তন এবং বাম-লোচন, স্পন্দিত হইতেছে। এগুলি বহু মঙ্গলের চিহ্ন।

এখন কুলবতীর-ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি, গুরু জনের গৃহে গচ্ছিত রাখিয়া অভিসারে চল। বহু দিনের পরে বাসনার-বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে, এখন প্রিয়তমের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া রঙ্গ কর। আর,—যেমন মেঘের ডাক শুনিয়া ও মেঘ বিদ্যুতের সম্মিলন দেখিয়া শিখীকুল আনন্দে ফুল্ল হয়, সেই রূপ মাধব-মেঘের সহিত রাই-বিজুরীর খেলা দেখিয়া ও কিঙ্কিণী গর্জ্জন শুনিয়া তোমার সখীরূপা শিখিনীকুল হর্ষের-বর্ষণে ফুল্ল হইয়া তোমার, হরি-

(৮)—বেলোয়ার।

ধনি, ধনী, রাধা—শশী বদনী।

লোচন অঞ্চল—চকিত, চলতমণি—কুণ্ডল, অলগনি ঝলকবনি,
মন্দ সুগন্ধ—সুশীতল মারুত, ঘুংঘট-অঞ্চল নটত রসে।
নাশা-মোতিম, উড়ু যনু খেলত, বিম্বাধর পর-হসনি-লসে,
উর-মণিহার-তরঙ্গিণী-সঙ্গত—কুচযুগ-কোক সদা হরিষে।
রাজ হংস সম, গমন মনোরম, বল্লভ-লোচন-সুখ বরিষে।

বল্লভ-গুণাবলী গান করুক। শ্লেষার্থ—হরিবল্লভ (পদকর্ত্তা) তোমার গুণ গাণ করুক।

---

* (৮) নাগরী-মণি, অভিসারে চলিলেন। সঙ্গিনী-সখীর ভাবাবেশে পদ কর্ত্তা, পূজনীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় (বেশাশ্রয়ের নাম হরিবল্লভ দাস) এই গীতে সে গমন-মাধুরী, বর্ণন করিতেছেন যথা—আমাদের শশী-বদনী রাধা, পরমধন্যা রমণী বটে, দেখ কি অপূর্ব্ব শোভা-বিস্তার করিতে করিতে অভিসারে চলিয়াছেন। চকিত-নেত্রাঞ্চল এবং চঞ্চল মণি-কুণ্ডল পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কি সুন্দর ঝলসিত হইতেছে!!

সৌরভিত-সুশীতল-সমীরণের মন্দ-হিলোলে, শিরাবরণ-বসনের অর্থাৎ ঘুমটার প্রান্তভাগ যেন রসে নাচিতেছে! নাশা-লম্বিত-সমুজ্জল-শ্বেত মুক্তাটি, -নক্ষত্রের ন্যায় খেলা করিতেছে, বিম্বাধরে হাস্য-শোভিত। আর তরুণী-মণির স্তন দুইটি—যেন বক্ষ-বিলম্বিত-হার-রূপ তরঙ্গিণীর সৈকতভূমে-সম্মিলিত, দুইটি—সদাহর্ষিত-কোক পক্ষীর (চক্রবাক্-যুগলের) ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর রাজ হংসীর ন্যায় ধনীমণির মনোরম গমনভঙ্গী প্রিয়জনের নয়নে যেন সুখের বৃষ্টি-বর্ষণ করিতেছে।

(৯)—বালা।

শুন শুন এ সখি! বচন বিশেষ,
আজু হাম দেওব তোহে উপদেশ।
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম *
হেরি পিয়া মুখ—মোড়বি গীম †
পরশিতে—দুই করে ঠেলবি পানি,
মৌন করবি—পিয়, পুছইতে বাণী।
বহু বিধ চাটু করয়ে যদি নাহ
বিহসি বুঝাওবি, রস-নিরবাহ।
"বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট,
কাম-গুরু হই শিখাওব পাঠ"।

(১০)—পঠ মঞ্জরী।

সুরত-তিয়াগে ধরল পহু, পানি,
করে কর বারই, তরল নয়ানী।
হঠ-পরিরম্ভণে পরবশ গাত,
নহি নহি বোলি, ধুনাওই মাথ।

---

(৯) এ গীতে সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ করিতেছেন:—

* প্রথমেই শয্যার প্রান্তভাগে অর্থাৎ শেষ-সীমায় বসিবে। মাঝখানে—নায়কের নিকটে বসিবেনা।

† প্রিয়তমের বদন দর্শন ঘটিলেই—গ্রীবা-মোড়া দিবে। ঘাড় বাঁকাইবে।

‡ বাক্যের দ্বারা রসক্রীড়ায় সম্মতি দিবেনা। রসময় হাসির দ্বারা দিবে।

আমাদের আদর্শ হস্ত-লিপির কোন খানিতেই ভণিতা নাই। আমরা পদামৃত-সমুদ্রের ভণিতা সমীচীন-বোধে গ্রহণ করিলাম। কালীবাবুর বিদ্যাপতিতে ভণিতা এইরূপ:—"ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গূঢ়, বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মূঢ়।"

---

(১০) শ্রীরাধাকে লইয়া সখী, কেলী-কুঞ্জে উপস্থিত হইলে, সুরত তৃষাতুর নাগরেন্দ্র, মহাতৃষিত জনের অমৃত-বারি লাভের ন্যায়—পরমাগ্রহে, প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলেন। নাগরী-রাজ্ঞী চঞ্চল নেত্রভঙ্গীতে যুগপৎ কান্তের ও সখীর প্রতি চাহিয়া, আপন করে নাগরের করাপসারণ—করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সখী, কেলীকুঞ্জের বহির্দ্দেশে আসিলেন, আসিয়া—লতা বাতায়নে

অভিনব-মদন-তরঙ্গিণী রাই,
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই।
চুম্বনে সঙ্কোচই লোচন ত্মর,
পিবইতে অধর রচই সীতকার।
নখর-পরশে ধনী চমকয়ে গোরী,
দশইতে তরসি উঠই, তনু মোরি।
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ,
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিয়াদ।

---

(১১)—পঠ মঞ্জরী।

বালি বিলাসিনী, মনসিজ-নাট,
অব কছু কছু সমুঝয়ে রস-পাঠ।
শশী-মুখী, রহি রহি লহু লহু বোলে*
প্রিয়তম-শ্রবণে অমৃত-রস ঘোলে;

নয়ন দিয়া দেখিতেছেন—রসিকশিরোমণির বলাৎকার আলিঙ্গনে, বিনোদিনীর দেহ পরবশ হইয়া পড়িল, তিনি রসভরে নহি! নহি! বলিতে এবং মাথা ধুনাইয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ইত্যাদি। এ গীতের সর্ব্বশেষ ছত্রের উপরে পদামৃত সমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে আরও দুইটি পংক্তি অধিক দৃষ্ট হয়। যথা,—আন আন মনে—মনসিজ উনমাদ। ত্রৈথলে রোথত হরি-পরসাদ।

তিয়াসে—তৃষ্ণায়। দশইতে—অধরাদি দংশনে। তরসি—ত্রাসযুক্ত হইয়া। গাত—গাত্র। অবগাই—অবগাহন-কারী। তার—তারা। তনুমোরী—অঙ্গ মোড়া দিয়া, রস মরিয়াদ—রসের মর্য্যাদা। "কহ গদ গদ পদ আধ"—অর্থাৎ আধ আধ বচনে সুধামুখী কিরূপ অমৃত বর্ষণ করিলেন? স্বতঃই এ প্রশ্ন উঠিতেছে। কবীন্দ্র বিদ্যাপতির একটি পদে উহা এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

রতি বিশারদ—তুহু, রাখ মান,
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান।
এবে, সে অলপ-রসে না পূরব আশ,
থোরি সলিলে তুয়া না যাবে পিয়াস।
অলপে-অলপে যদি চাহ, নিতি নিতি,
প্রতিপদ-চান্দ-কলাসম রীতি।
থোরি পয়োধরে না পূরব পানি,
না দিহ নখরেখ হরি! রস-জানি।
ভনয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত!
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐ ছন প্রীত?

---

(১১) * রহিয়া রহিয়া, লঘু লঘু বচনে, শশী-মুখী কিরূপ রসামৃতে

যত যত করে ধনী, কাকুতি দন্ত।
বিদগধ ততহি গাঢ় পরিরম্ভ,
হরিণ-নয়নী—সঘনে শিতকার।
টুটত কুচ-কঞ্চুক, মণি হার,
নির্ভর বিম্ব-অধর-পর দংশে,
অনুভবি, মনমথরস-পরশংসে †

ঘন দামিনী মিলি কেলী-বিলাস।
সখীজন-নয়ন-শিখিনীর সহাস!
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর বাঝে,
এত দিনে মন মথ পাওল রাজে।
শ্রমজলে দোহু-তনু ভরু; নব-প্রেম,
মাজি ধোওলী যৈছে-নিলমণি, হেম।

কহে হরি বল্লভ আলী-সমাজ!
রাখল, লোচন-সম্পূট মাঝ॥

ইতি সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ সন্ধি, মুগ্ধতা মধতয়োশ্চ সন্ধি, পঞ্চমী ক্ষণদা।

প্রিয়তমের শ্রবণে অমৃতের আবর্ত্ত সৃজন করিতেছেন। রসিক চূড়ামণি বিদ্যাপতির মুখে শুনুন—

"চানুর মর্দ্দন তুহু বনমালী
শিরীষ কুসুম হাম কমলিনী নারী,
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ
করী-করে সোপলু মালতী মাদ,
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল!

বিদগধ মাধব! তোহে পরণাম
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম।
এ হরি! এ হরি! কর অবধান
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ।
রসবতী নাগরী—রস মরিয়াদ
বিত্তাপতি কহ, পূরব সাধ।

("বনমালি! শুনিয়াছি তোমার জন্ম-পত্রিকায় আছে, কংসের সর্ব্ব প্রধান মল্ল—চাণুরকে মর্দ্দন করিয়া, তোমার নাম হইবে চাণুর-মর্দ্দন।" ইত্যাদি-রূপে এ পদের ব্যাখ্যা হইবে)

† সকল-কলাগুরু রসিকেন্দ্রের, বিলাস-কলার ফলে অতীব আনন্দানুভব হওয়ায়, ধনী-মণি আপন-মনে কন্দর্প-রসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যেমন মেঘ-বিদ্যুতের সম্মিলন দেখিলে, ময়ূরীগণ আনন্দে মাতিয়া উঠে; তেমনি আজ শ্যাম-নব-ঘন এবং রাই-দামিনীর সম্মিলন অর্থাৎ কেলী-বিলাস দেখিয়া, সখীগণের নয়ন রূপ ময়ূরীবৃন্দ প্রমোদ-প্রমত্ত হইয়া হাসিতেছে। আর এত দিনের পরে রাধা-দেহ-রূপ নবীন-রাজ্যে,

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

ষষ্ঠী ক্ষণদা।

(১) গৌরচন্দ্রস্য—পঠ মঞ্জরী রাগ।

গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু নিজ অঙ্গ দিয়া,	নাচেন গৌরাঙ্গ চাঁদ গদাধর-রসে,
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া।	গদাধর নাচে পহু গৌরাঙ্গ বিলাসে।
অনন্ত অনঙ্গ যিনি দেহের বলনি,	ত্রিভূবন দরবিত দম্পতি রসে,
মুখ-চাঁদ কি কহিব? কহিতে না জানি।	মুরারী বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া দোষে

কন্দর্পের শাসন প্রতিষ্ঠা হইল দেখিয়া—বুঝি, তদীয় বিজয়-বাদ্য-কর-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ও নূপুর, মনের সাধে বাদ্য করিতেছে!

উভয়ের তনুই শ্রম-জলে স্নাত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন নবীন প্রে এক খানি নিলমণি ও এক খানি হেম-মণিকে ধুইয়া মাজিয়া নির্ম্মল উজ্জ্বল করিয়া লইল। গীতকর্ত্তা কহিতেছেন, সখী-বৃন্দ, আপন আপ নয়ন-সম্পূটে, এ রত্নদ্বয় রক্ষা কর।

---

(১) আলোচনার প্রারম্ভেই প্রশ্ন উঠিতেছে, এ গীতোক্ত গোবিন্দ কো গোবিন্দ? শ্রীচরিতামৃতের একটি পয়ারে পাওয়া যায় "গোবিন্দ, মাধ আর বাসুদেব ঘোষ, তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ" এই ভাগ্যবা গোবিন্দ-ঘোষের মুখে—বৃন্দাবন-রস-বর্ণন-গীতি, শুনিতে শুনিতে প্রভু গৌ সুন্দর—বোধ হয়—আজ গোবিন্দ-ঘোষের অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া আনন্দ ভরে স্বয়ং বৃন্দাবন গুণ গান করিতেছেন। আর ভুবনোন্মাদক কণ্ঠ-স্বরে মাধুরী ও অনন্ত-অনঙ্গ-পরাভবী জগমোহন অঙ্গ-মাধুরী সম্মিলিত হই জীবের আধি, ব্যাধি—শোক তাপ দূর করিতেছে। আহা! ঐ মুখচন্দ্রে অলৌকিক শোভা কি করিয়া প্রকাশ করিব? ইহা বর্ণনের ভাবা নাই-